বাসর।

(আর্য্যরাজ-মহিমাকীর্ত্তিত গীতপ্রধান নাটক।)

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত।

একমাত্র বিক্রেতা ;—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯০৬

[মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

চরিত্র

পুরুষ
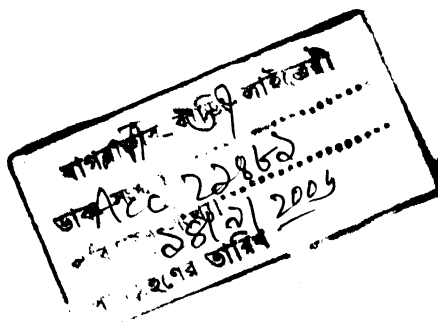
বিক্রমাদিত্য	—	—	উজ্জয়িনীর রাজা।
মন্ত্রী	—	—	ঐ মন্ত্রী।
গঙ্গাধর	—	—	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপদ	—	—	গঙ্গাধরের পুত্র।
শূরধ্বজ	—	—	চিত্রকূটের রাজা।
অধ্যাপক	—	—	ঐ রাজকন্যার শিক্ষক।
জগন্নাথ	—	—	অধ্যাপকের দৌহিত্র।

বিধাতাপুরুষ, পুরোহিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নবরত্ন, ইতরজাতীয় পুরুষ, সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়, ষষ্ঠীদেবীর শিশুগণ, বালকগণ, বাদ্যকারগণ, ভারবাহকগণ, ব্যাধগণ, প্রতিবাসীগণ, সৈন্যগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাণী	—	—	রাজা শূরধ্বজের স্ত্রী।
বিম্বাবতী	—	—	ঐ কন্যা।
ব্রাহ্মণী	—	—	গঙ্গাধরের স্ত্রী
সুমতি	—	—	বিষ্ণুপদের স্ত্রী।

সিরস্বতী, ষষ্ঠীদেবী, পুরোহিত-পত্নী, অধ্যাপক-পত্নী, সূতিকার ঝি, জনৈক স্ত্রীলোক, ইতরজাতীয় স্ত্রী, সরস্বতী-সঙ্গিনীগণ, বিম্বাবতীর সখিগণ, পল্লীবাসিনীগণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। চিহ্নিত গীতগুলি অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

"বাসর"।

সন ১৩১২ সাল, ১১ই পৌষ, মঙ্গলবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

বিক্রমাদিত্য — শ্রীযুক্ত "বসন্ত রায়।"
মন্ত্রী — " মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।
গঙ্গাধর — " খগেন্দ্রনাথ সরকার।
বিষ্ণুপদ — " ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
শূরধ্বজ — " নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অধ্যাপক — " নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
জগন্নাথ — " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)
বিধাতাপুরুষ — " অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
পুরোহিত — " অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ — " নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
সন্ন্যাসী — " সত্যেন্দ্রনাথ দে।
ইতরজাতীয় পুরুষ — " ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাদ্যকার — " হরিদাস দত্ত।
রাণী — শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বিম্বাবতী — " সুশীলাসুন্দরী।
ক্ষণী — " তারাসুন্দরী।
ত্রি — " শশীমুখী।
সরস্বতী — " ভূষণকুমারী।
ষষ্ঠী — " প্রকাশমণি।
পুরোহিতপত্নী — " চপলাসুন্দরী।
অধ্যাপকপত্নী — " নগেন্দ্রবালা (১ম)।
সূতিকার ঝি — " নগেন্দ্রবালা (২য়)।
বিম্বাবতীর সখীদ্বয় — " বসন্তকুমারী ও ভূষণকুমারী।

শিক্ষক — শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সঙ্গীত-শিক্ষক — " দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষক — " সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর — " কালীচরণ দাস।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—ভারত-মানচিত্র।

(সমবেত সঙ্গীত)

জয় জয় ভারতজননী।

বিহঙ্গ-কূজিত, ষড়ঋতু-শোভিত, ধ্বনিত-বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি ॥

রত্ন-আকর ফেনিল নীলসাগর-বিধৌত-চরণ,

মলয়া চঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ,

ক্ষীরধার তব পয়োধর-নিঃসৃত,

পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,

যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী ॥

স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচলশ্রেণী মেখলা,

কীর্ত্তিমালিনী, ধর্ম্মভালিনী, যজ্ঞধূম-কুন্তলা,

শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী ॥

জ্বাল ধূপ-দীপ কর অর্ঘ্য প্রদান,

সমস্বরে তোলো মঙ্গলতান,

কর শঙ্খধ্বনি, ভারত নন্দন-নন্দিনী,

উঠ গভীর জয় রবে প্রতিধ্বনি ॥

ভক্তি-কুসুম কর' অর্পণ চরণে,

জয় মা, জয় মা বল সবে সঘনে,

দূরিত পাপ, দূরিত তাপ,

আর্য্যরাজ পুনঃ আর্য্য-সিংহাসনে ;

প্রসীদ মাতঃ, সুদিন আগত,

বিগত নিবিড় তমসা রজনী ॥

বাসর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পল্লী-পথ।

সন্ন্যাসীবেশে বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, আশ্চর্য্য দেখ, ভারত কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন। রাজধানী হ'তে একদিনের মাত্র পথ এসেছি, এখানকার সাধারণ লোকে জানে না যে, কে তাদের রাজা। পুনঃ পুনঃ রাজা পরিবর্ত্তন হচ্ছে; আজ একজাতীয় শক রাজা, কাল এক জাতীয় শক রাজা, মধ্যে কয়দিন হিন্দুরাজা। প্রজাদের উপর নিয়তই দৌরাত্ম্য—করবৃদ্ধি। কিন্তু রাজা কে, রাজপুরুষগণ কে, তারা অবগত নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, সত্যই আশ্চর্য্য! মহারাজের রাজ্যাভিষেকে নগরে উপর্য্যুপরি সপ্তাহ আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু রাজধানীরও সমস্ত ইতরলোক অবগত নয়, যে অনার্য্য শক-পরিবর্ত্তে, আর্য্যরাজা ভারতের সিংহাসনে।

বিক্রম। মন্ত্রী, এর কারণ আমার অনুমান হয়, যে শক অধিকারে— শক, হুন বা অপরাপর বিদেশীয় অধিকারে, বিদেশী লোকই রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'য়েছিল, সেইজন্য প্রজারা রাজকার্য্যের কোন সংবাদই অবগত ছিল না। কর প্রদান কর্‌তো, জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে পারে না, এই জন্য বহু পীড়িত হ'য়েও নীরবে সকলই সহ্য করেছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিচিত্র এই—সিংহাসনে স্থাপিত হ'য়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী-ক'রে, রাজদণ্ড করে ল'য়ে, প্রজার মঙ্গলে যে রাজার মঙ্গল, এ কথা কিরূপে বিস্মৃত হতো! কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে ভগবান্ প্রজাপালনের নিমিত্ত সিংহাসন প্রদান করেছেন, প্রজাপীড়নের নিমিত্ত নয়! কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিতে রাজার উন্নতি, প্রজার অভাব মোচনে রাজকোষের অভাব মোচন হয়, এ সকল রাজনীতি কি নিমিত্ত তাদের অগোচর ছিল।

বিক্রম। মন্ত্রী, তারা বিদেশী। তাদের ধারণা ছিল যে, বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেছে, ঈশ্বর-কৃপায় নয়; তাদের ধারণা ছিল, লুণ্ঠনের নিমিত্ত তারা আগত, পালনের নিমিত্ত নয়; তাদের ধারণা ছিল, প্রজা-শোষণ করাই তাদের মঙ্গল, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নয়। পরদেশ হ'তে অর্থ ল'য়ে স্বদেশের পুষ্টিসাধন কর্‌বে, পরদেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য স্থাপন কর্‌বে,—এই তাদের সঙ্কল্প। বিজিত রাজ্যের প্রজা ক্রীতদাস, তাদের সেবা কর্‌বে, অপর কার্য্যে সে প্রজার অধিকার কি? এই নিমিত্ত তদ্দেশীয় কর্ম্ম-চারীরা রাজকার্য্য সম্পন্ন কর্‌তো। তাদের রাজনীতি, ধর্ম্ম-

নীতি নয়, এ নিমিত্ত তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট হ'লে, যে স্বার্থের জন্য প্রজা পীড়ন কর্‌ছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা ধনহীন হবে, কি লুণ্ঠন কর্‌বে? দারুণ পীড়নে প্রজা ধ্বংস হ'লে, কে তাদের দাসত্ব কর্‌বে? প্রজারা রাজভক্ত হ'লে, তাদের হ'য়ে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাদের শত্রুদমন কর্‌বে, এ সকল উচ্চ রাজনীতি, তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়। আর্য্য ও অনার্য্য রাজার প্রভেদ এই!

মন্ত্রী। মহারাজ, যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।

বিক্রম। এখন দেখ, শক-বিরুদ্ধে রণশ্রমে আমাদের শ্রম অবসান হয় নাই। রাজ্যে সমস্তই বিশৃঙ্খল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত প্রায়, আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্যশিক্ষায় উৎসাহ নাই; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত শকভাষা মিশ্রিত, সকলেই বিপরীত নিয়মে পরিচালিত। আমরা যেন দেখি, ক্ষেত্র সকল শস্যশীর্ষে তরঙ্গায়িত, শিল্পীগণ রাজপ্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় দিবারাত্র উৎসাহিত, যেন দূর অনার্য্য-দেশে আমাদের শিল্পী-বিনির্ম্মিত বস্ত্রাবরণ, উচ্চ শিল্প-কৌশলে আদরে গৃহীত হয়। পুনর্ব্বার প্রভাত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়, যেন বেদমন্ত্র পাঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা মঙ্গল ধূমে দিক্‌ আচ্ছন্ন করে, যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা অমিশ্র স্রোতে প্রবাহিত হয়, আর্য্যভূমি যেন পুনরায় আর্য্য-শ্রী ধারণ করে।

মন্ত্রী মহারাজের সাধু কামনা অসম্পূর্ণ থাকবে না।

(পঁুথি কক্ষে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

ঝ'ড়্বো চাঁটি পণ্ডিতের মাথায়।
ছেড়ে ছুটোছুটী ঘোড়ালুটী, পড়বো, এত নাইকো দায়॥
একবার ম'লে হয় বাবা, দেখে নিই বাবা!
মার কথাতে পড়্তে যাবো, নই এমন হাবা!
করি পঁুতি ফাঁৎরা-ফাঁক্,
মজা মেরে বেড়াই ভাই দিন রাত,
গিলে খাবায় খাবায় ভাত;
ছেড়ে উল্‌টো লাথি, ভাঙ্গবো ছাতি, যে বেটা পড়াতে চায়॥

[বালকগণের প্রস্থান।

বিক্রম। বালকদের কি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখ! বিদ্যালয়ে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকগণের নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা অগ্রেই কর্ত্তব্য।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

দেখ দেখ, ঐ স্ত্রীলোক রোদন কর্‌চে কেন? (অগ্রসর হইয়া) বাছা তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

স্ত্রীলোক। আর কি বল্‌বো বাবা! মেয়েটীর সাত দিন জ্বর। কাল কবিরাজ ডেকেছিলুম, ঘটী-বাটী বেচে কাল দর্শনী দিয়েছি আর ঔষধ এনেছি। আজ তাঁর কাছে গেলুম, তিনি এলেন না, ঔষধও দিলেন না। কি কর্‌বো, বিনা ঔষধপত্রেই মেয়েটী মারা যাবে।

মন্ত্রী। তুমি কেঁদো না, এই অর্থ গ্রহণ করো, তোমার কন্যার চিকিৎসা ক'রো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের অর্থ নেব কেন্?

বিক্রম। তুমি গ্রহণ করো, এতে দোষ হবে না। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার কন্যা আরোগ্য লাভ কর্‌বে। সন্ন্যাসীর দান অগ্রাহ্য করো না! (অর্থ প্রদান)

স্ত্রীলোক। বাবা, ধর্ম্মে পতিত হবো না তো?

বিক্রম। না। তুমি শীঘ্র কবিরাজের স্থানে গমন করো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা কি রাম-লক্ষ্মণ, দীনের দুঃখ মোচন কর্‌তে বেরিয়েছ!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, দেখ আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব দেখ। এখনো দীনের আবাসে ধর্ম্ম অবস্থান কচ্ছেন। কিন্তু আর্য্যনিয়ম আর কবিরাজদের মধ্যে নাই। শক-নিয়মে জীবনপ্রদায়িনী বিদ্যা ব্যবসায়ে পরিণত। মন্ত্রী, সমস্ত ভারতভূমে যা'তে আর্য্য-নিয়ম পুনঃস্থাপিত হয়, সে নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেখ দেখ কে এ ব্রাহ্মণ! অতি বিষণ্ণ, যেন দুঃখভারে অবসন্ন হ'য়েছে।

(গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি বিষণ্ণ কেন?

গঙ্গা। আর বাবা, কি বল্‌বো বল!

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তোমার দুঃখের অবসান হবে। প্রণাম ক'রো না, আমাদের দ্বাদশবর্ষ প্রণাম গ্রহণে নিষেধ।

গঙ্গা। বাবা, দুঃখের কথা কি শুন্‌বে? আমার আবার পুত্র সন্তান হয়েছে!

বিক্রম। ঠাকুর, তোমার কি এরূপ অবস্থা যে সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, সেই নিমিত্ত পুত্রের জন্মে বিষণ্ণ হয়েছ?

গঙ্গা। না বাবা, যদিচ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যথাসাধ্য সন্তান প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নই।

বিক্রম। পুত্রমুখদর্শন বহুপুণ্যে হয়, তবে কেন নিরানন্দ?

গঙ্গা। বাবা, আমার পুত্রমুখ দর্শন বহু পাপের ফল। ক্রমে ক্রমে চারিটী পুত্র যমকে দিয়েছি। এটী পঞ্চম, এর অগ্রজদের যে দশা হয়েছে, এরও সেই দশা হবে।

বিক্রম। ঠাকুর, তুমি গ্রহশান্তি করেছ?

গঙ্গা। যথাসাধ্য করেছি।

বিক্রম। কোন কি অনিয়ম হয়?

গঙ্গা। আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা ক'রে থাকি, পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যাকথা কই না, যথানীতি আর্য্যনিয়ম পালন করি। কিন্তু কি ফল হবে! অকালমৃত্যুর কারণ—রাজার পাপ!

বিক্রম। তুমি রাজাকে এ সংবাদ দিয়েছিলে?

গঙ্গা। রাজাকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? শক রাজা! বর্ব্বর শক, হুন, ম্লেচ্ছ, এ সব রাজারা কি অকালমৃত্যু নিবারণ কর্‌বে? দুর্ভিক্ষ নিবারণ কর্‌বে? জলকষ্ট নিবারণ কর্‌বে? আমাদের মহাপাপ, তাই পাপ রাজার রাজ্যে বাস কচ্ছি। ভারতের কি সে দিন আছে, যে অনাবৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হবে; অকালমৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হবে; ভারতের কি সে দিন!

মন্ত্রী। সে কি ঠাকুর, তুমি কি কোন সংবাদ রাখ না? অনার্য্য শক পরাজিত হয়েছে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে।

গঙ্গা। কি সংবাদ রাখ্‌বো বল? রাজায়-প্রজায় কর নেওয়া-দেওয়া সম্বন্ধ; আর কি সংবাদ আছে যে সংবাদ রাখ্‌বো। আর্য্য রাজা হতো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হতো, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি থাকতো, রাজা কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ ক'রে প্রজার দুঃখ অনুসন্ধান করতো, তা হ'লে সংবাদ পেতেম।

মন্ত্রী। ঠাকুর, এখন আর শক রাজা নয়।

গঙ্গা। শক রাজা না হন, তার মাস্‌তুতো ভাই ঠক এসে রাজা হয়েছেন। ভারতবাসীর যে দুঃখ—সেই দুঃখ!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সংবাদ শোনো,—আর্য্যকুলোদ্ভব মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, প্রজার কোন কষ্ট থাকৃবে না।

গঙ্গা। সে বুঝ্‌তেই পেরেছি। যদি আর্য্যবংশীয় রাজা হতেন, তা হ'লে আমার পুত্রগণের অকাল-মরণ তাঁর অগোচর থাকৃতো না। তিনি ছদ্মবেশে আমার কুটীরে এসে সংবাদ নিতেন।

বিক্রম। আমি নিশ্চয় জানি, রাজা নানাস্থানে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করৃছেন।—আমরাও রাজ্যে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়,—এই নিমিত্ত ভ্রমণ করৃছি। তোমার পুত্রের কত বয়স?

গঙ্গা। অৱ্ব বয়স কি—কাল ষেটারা পূজা।

বিক্রম। তবে ঠাকুর, তুমি ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করো।

গঙ্গা। আর আয়োজন কি করৃবো। আমি দরিদ্র, সেরূপ দক্ষিণা দিতে পারি না, পুরোহিত ঠাকুর আস্‌বেন কি না জানি না। আর ভাব্‌ছি, ষেটেরা পূজা করে কি ফল? চারটীর বেলা তো ক'রে দেখ্‌লুম, মা ষষ্ঠী তো মুখ তুলে চান না।

মন্ত্রী। না ঠাকুর, তোমায় নিয়ম পালন করা উচিত। পণ্ডিতেরা ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করেন।

গঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যথাকথা বলেছেন—যথাকথা বলেছেন! ভাব্‌ছি পুরুতঠাকুর কি আস্‌বেন? তাঁদের এখন বড় বড় খাঁই, বড় বড় যজমান হয়েছে।

মন্ত্রী। সে কি, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

গঙ্গা। বাবা তোম্‌রা সন্ন্যাসী, কোন নির্জ্জন গুহায় ব'সে তপ করো, সকল সংবাদ তো রাখ না। অনার্য্য শক প্রভাবে ব্রাহ্মণ নষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে,—ব্রাহ্মণ আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। যদি ব্রাহ্মণ না নষ্ট হতো, তা হ'লে কি রাজ্যে শক রাজা হয়? ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হ'য়েই সকল নষ্ট হয়েছে। তা কালের কুটীল গতি কে নিবারণ কর্‌বে!

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি সংবাদ দাও, তিনি না পৌরহিত্য করেন, অপর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমরা এনে দেবো।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি ধাত্রীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

বিক্রম। কি অরিষ্টে তোমার পুত্র নাশ হয়, আমি দেবদেবীর কৃপায় অবগত হ'য়ে, কাল সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো, আর সে অরিষ্ট মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো, কৃতকার্য্য হব সন্দেহ নাই। তুমি চিন্তা ত্যাগ করো; তোমার পত্নীও অবশ্য চিন্তান্বিতা, তাঁরেও আশ্বস্তা করো।

গঙ্গা। বাবা, বাবা, আমার পুত্র কি রক্ষা পাবে?

বিক্রম। কেন চিন্তা কর্‌ছেন, দৈবানুকূল্যে সকলই হয়। যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান

মন্ত্রী,আমার পুত্র সন্তান হ'লে যেরূপ উৎসব হতো,এ ব্রাহ্মণ বাড়ী সেইরূপ উৎসবের আয়োজন করো। বাদ্যকার, হিজ্‌ড়া প্রভৃতিকে সংবাদ দাও, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এসে আনন্দ করে। অগ্রে সকলকে তাদের আশাতীত অর্থ দিও, নচেৎ তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে যেতে সম্মত হবে না। ষষ্ঠীপূজার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ ক'রো। ব্রাহ্মণের নিকট আমরা কে, যেন প্রকাশ না পায়।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপ প্রতিপালিত হবে। (স্বগতঃ) "দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহসা বাদ্যকার প্রভৃতিকে দেখে বিস্মিত হবেই, নিশ্চয় তাড়াবার চেষ্টা করবে। তাদের এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হবে, যে ব্রাহ্মণ তাড়ালেও তারা গীতবাদ্যে ক্ষান্ত না হয়। নিকটেই বাদ্যকারের আলয় দেখে এসেছি, অগ্রে তাদের সংবাদ দিই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিক্রম। ব্রাহ্মণকে তো আশ্বাসিত কর্‌লেম, এখন এ দায়ে কিরূপে উদ্ধার হবো! ব্রাহ্মণের সন্তান না রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে শাপগ্রস্ত হ'ব। ভগবতী ষষ্ঠীদেবী ব্যতীত এর আর কিছু উপায় দেখিনে। আমি নির্জ্জনে একবার মার স্মরণ করি গে। এই অকালমৃত্যুর যদি প্রতীকার কর্‌তে না পারি,—আমার আর্য্যবংশে জন্ম বিফল, আর্য্য-সিংহাসনে উপবেশন বিফল, আর্য্য-মুকুট ধারণ বিফল;—প্রাণত্যাগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত নাই। মার শরণাপন্ন হই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটীর প্রাঙ্গন।

গঙ্গাধর ও সুতিকার ঝি।

গঙ্গা। যা মা যা, একবার পুরুতঠাকুরকে ব'লে আয়, যে কাল যেটেরা পূজা করতে হবে।

ঝি। না, আমি যেতে পার্‌বো নি, মাগী লাকনাড়া দেই, সইতে লার্‌বো। মিন্সে কি জানে নেই যে, থকা হুইছে। যে দিন থকা হয়, তার পরদিনকেই আমি আঁতুর থেটে লাইতে যাচ্ছিনু, ভাবনু, পুরুত বাড়ী খবর দেই। মাগী অম্‌নি হাঁকারে এলো। বলে,—"বড় বিয়ে, তার দু'পায় আল্‌তা।"

গঙ্গা। তুই তো খবর দিয়ে আয়, আমাদের কাজ তো করি।

ঝি। সে যাবো এখন গো—যাবো এখন। আমি এত বেলায় যেতে পার্‌বো নি। আমায় এখন ছেলেকে তাপ দিতে আছে। কাট আনিগে।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। কর্জ্জ তো না কর্‌লে নয়, যেমন ক'রে হোক ষষ্ঠীপূজার নিয়ম রক্ষা তো করতে হবে। ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের জোড় সাড়ীতেই যা হাতে আছে সব ফুরোবে। ষোড়শ মাতৃকা পূজায় সতরখানি সাড়ীর বদলে তো একখানা সাড়ী দেওয়া চাই। তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক, তিল, যব, সর্ষপ,—উনকুটী চৌষট্টি সবই তো চাই, নইলে পুরুতঠাকুর

অগ্নিমূর্ত্তি হবেন। এ ক'মাসই টানাটানি যাচ্ছে, এখন তো টোলের তেমন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নাই।

(বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

ওরে এ বাড়ী নয়—এ বাড়ী নয়।

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা দম্ খাবো নি। সে হুঁস ক'রে দিয়েছে, তুমি বল্‌বে,—"এ বাড়ী লয়"। ওরে বাজা—বাজা—

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

গঙ্গা। তোর নন্দরাণীর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ রে বেটা! বেরো এখন।

বাদ্য। তা ঠাকুর, এখন বেরুচ্ছি নি, আমরা এখন ভোরপাটি লাচ্‌বো গাইবো! আমাদের ও পাড়ায় জাত ভাইদের খবর দি'ছি, তারাও এই লাচ্‌তে আস্‌ছে।

গঙ্গা। বেরো বেটা, মস্‌করা পেয়েছ?

বাদ্য। মস্‌করা তো হবেই—সে বলেছে, তুমি খুব ঝাঁজ্‌বে।

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ঘর আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥

গঙ্গা। ওরে কে—কে? কে তোদের পাঠিয়েছে?

বাদ্য। ঠাকুর, যেন চেন নি যেন! লাও—লাও, তুমি ঝাঁজো আমরা ছেলের কল্যাণ গাই। শুনেছি—শুনেছি—তুমি যা ঝাঁজ্‌বে ছেলের তত পরমাই বাড়্‌বে। ওরে বাজা—

নৃত্য-গীত।

কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;

গঙ্গা। ওরে থাম বেটা—থাম, এ বাড়ী নয় রে বেটা—এ বাড়ী নয়, নেচে কি কর্‌বি বেটা—একটা কাণা কড়িও পাবি নি যে রে বেটা!

নৃত্য-গীত।

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।
ঘর আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥
কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;
শুয়ে মায়ের কোলে যেন বলে,—
"তুলে আমায় নাও না কোলে"
নয়ন মেলে মুখ পানে চায়, মা ব'লে যেন খেলে॥

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমি তো কিছু দিতে পার্‌বো না, আমার উপর এ উপদ্রব কেন কচ্ছ বাবা!

বাস্তু। ঠাকুর, আমরা হুদিস পেয়েছি—হুদিস পেয়েছি—এই লাও আবার ঝাঁজো, ঐ হিজড়েরা আস্‌ছে, ওদের সঙ্গে আবার আমরা লাচ্‌বো। সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমুবে তা মনে করো নি, আমরা একশো ঘর ঢুলি আছি, সব দু'ঘড়ি ক'রে লেচে যাবো।

গঙ্গা। বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি দুষমণি কর্য়েছি বাবা। আমায় কি বাস্তুছাড়া কর্‌বে?

(হিজড়াগণের প্রবেশ)

হিজড়া। বালাই—বালাই, খকা বেঁচে থাক—খকা বেঁচে থাক!

হিজড়াগণের নৃত্য-গীত পশ্চাতে বাদ্যকারগণের বাদ্য ও নৃত্যকরণ।

পাঁচ পোয়াতির আশীষ নিয়ে খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল করেছে আলো॥

গঙ্গা। ও বাছা—ও বাছা, শোনো না—শোনো না, আমার কথাটা বুঝে, তারপর যত পারো নাচগান ক'রো। এই তো বাড়ী-ঘর-দোর দেখ্‌ছ, এ বাড়ীতে কি বিদায় পাবে যে ঝাঁক বেঁধে এসেছ?

হিজড়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইটে ছেলের বাপটা! ও মানা কর্‌তে থাক্‌বে—মানা কর্‌তে থাক্‌বে। আমরা গান ধরি, মানা করো ঠাকুর—মানা করো।

গঙ্গা। আচ্ছা বাবা,—তবে খুব গাও বাবা—খুব গাও। ও ঢুলির পো, তোমার গানটা আমায় শেখাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে চেঁচাই।

বাদ্য। দেখ্‌ছিস—দেখ্‌ছিস, ঠিক বলে দিয়ে ছ্যাল, শুধু ঝাঁজ্‌বে নি—কত রকম কর্‌বে!

(ব্রাহ্মণের অবাক হইয়া উপবেশন)

গীত।

পাঁচ পোয়াতির আশীষ নিয়ে খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল করেছে আলো॥
চেয়ে দেখ্‌ সোণার চাঁদে, দেয়লা করে হাঁসে কাঁদে,
খোকা খেল করে, মায়ের দেল ভরে, খোকা খেল করে কত ছাঁদে;
নিতে আলাই বালাই হিজড়া এলো, জোড়া জোড়া টাকা ফেলো,
খোকাকে যে খোঁড়ে তার মুখখানা হোক্‌ কালো,
তার মুয়ে আগুন জ্বালো॥

গঙ্গা। এইবার বাবা, আমি বাড়ী ছেড়ে চল্লুম।

(পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আশীর্ব্বাদ করো।

গঙ্গা। কে মা মহিষমর্দ্দিনী এলে—তুমিও কি নাচ্‌বে না কি?

ঝি। না বাবা, এইবের পুরুত বাড়ী খপর দিতে যাচ্ছি।

গঙ্গা। কে, আঁতুড়ের ঝি! হ্যাঁরে, তুই এ সব কোথা পেলি?

ঝি। আর কেন ঢাক্‌ছো বাবা—গাঁ-ময় কথা রটেছে বাবা, যকের দৌলত পেয়েছ বাবা। ছেলের কল্যেণে দু-হাতে বিলুচ্ছো, মুখে বল্‌তে নেই বলে বল্‌ছো নি। আমি পুরুত বাড়ী চল্‌নু।

[প্রস্থান।

(দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভারবাহকগণের প্রবেশ)

১ম বাহক। ওগো যেটারা পূজোর সামগ্রী-পত্র কোথা রাথ্‌বো গো?

গঙ্গা। কোন্ বাড়ীতে এসেছ তা ঠিক জানো? গঙ্গাধর শর্ম্মার বাড়ী এসেছ ঠিক জানো? এই বাড়ী ঠিক জানো?

২য় বাহক। ঠাকুর খুব মস্‌করা করে—খুব মস্‌করা করে! কোথায় রাথ বো ঠাকুর বলো।

গঙ্গা। বাবা, আর তো আমার বলাবলির ভেতর নাই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।

(একজন স্ত্রীলোকের সোনার ঘট লইয়া প্রবেশ)

স্ত্রীলোক। আয় রে সব আয়—আমি সব রাথিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই ষষ্ঠীর সোণার বটগাছ কেমন হয়েছে বল? কেমন মাণিকের ফলগুলি ফলেছে বল?

গঙ্গা। না—ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীও মিছে, এরা সবও মিছে, খুব অঘোরে নিদ্রা এসেছে। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি?—নিদ্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছি! এই যে চেয়ে রয়েছি—ঘুমচোখে চেয়ে আছি!—এ যে জাগ্‌বার জো নাই দেখ্‌ছি। ও বাবা স্বপ্নের ঢুলী, স্বপ্নের ঢোল তো খুব জোরে বাজাও, স্বপ্নের দু ফোঁটা সর্ষের তেল আমার চোখে দাও তো—ঘুম ভাঙ্গাই।

বাদ্য। ঠাকুর, খুব মস্‌করাবাজ!

(সন্ন্যাসিবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (বাদ্যকার প্রভৃতির প্রতি) তোমরা এখন যাও, ঐ মাঠে আটচালা বেঁধেছি, গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করগে। (হিজড়াদের প্রতি) তোমরাও যাও বাছা, ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পেয়ে যেও। কাপড়ের গাদা রয়েছে, যার যা পছন্দ নিয়ে যাও। আর তোমাদের যে যেখানে আছে খবর দাও, রোজ যেন এমনি আনন্দ হয়।

[বাদ্যকার, হিজড়া প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। আপনি এসে তো উদয় হয়েছেন, আপনার সে গুরুজি কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি আসনে আছেন।

গঙ্গা। এক্ষণে আমার উপায় কি বল? আমার ছেলে তো তিনি রক্ষা করবেন, এখন আমায় তুমি রক্ষা করো।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, কি হয়েছে?

গঙ্গা। আর কি হ'তে বল? বামুনের ছেলে, আঁস্তাকুড় ঘাঁটকালে তবে খুসী হবে? কি কীর্ত্তিটা সব হচ্ছে? আমি

ঘুমিয়েছি—কি জেগেছি—কি ক্ষেপেছি—এই একটা ঠিক ক'রে ব'লে, যেথানে তোমার ইচ্ছা গমন করো। আর তোমার এই সোণার বট, মাণিকের ফল সব সরিয়ে ফেল।

মন্ত্রী। ঠাকুর, কি কথা বল্‌ছ?

গঙ্গা। বাবা, বল্‌বার কথা আর কি আছে? আমার বাড়ীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদ্যি, ঝাঁকে ঝাঁকে হিজড়ে, ভারে ভারে সব সামগ্রী, সোণার বটগাছ, মাণিকের ফল, না ক্ষেপলে তো এ সব হয় না!

মন্ত্রী। ঠাকুর সন্দিহান হয়ো না। আমার গুরুদেব অসামান্য ব্যক্তি, তাঁরই কৃপায় এ সব মাঙ্গলিক আয়োজন হয়েছে; আপনি চিন্তা দূর করুন। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, দেব-কৃপায় অসম্ভব কি? স্থির হোন, স্থির হ'য়ে সমস্ত আয়োজন করুন।

গঙ্গা। অ্যাঁ-অ্যাঁ, সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন—সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন!

মন্ত্রী। প্রত্যক্ষ দেখছেন। যান, ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। নিষেধ করবেন, সন্ন্যাসীকে না প্রণাম করেন, আপনি জানেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ কা'রো প্রণাম গ্রহণ কর্‌বেন না। কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, সকল শুভ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রামপ্রান্তে ষষ্ঠীতলা।

(পদ্ম পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দুইজন ইতরজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ

উভয়ের গীত।

পু। এ ফোটা ফুলের মতন লো তোর মুখখানা।
স্ত্রী। রাখ্ তোর মন ভোলান, কদর তোর আছে জানা॥
পু। ভেকো হ'য়ে মুখ পানে তোর সদাই লো তাকাই,
স্ত্রী। পথের মাঝে কি করে ছাই দ্যাখ্ দিনি বালাই;
পু। ভেসে যাই সুখসাগরে তোর হাসি দেখে,
স্ত্রী। ঢের জানি তোর ন্যাকাপনা দে মেনে রেখে;
উভয়ে। তোর কখন হাঁসি কখন ফাঁসি পিরীতটে তোর দোটানা॥

পুরুষ। ওরে, একটা ফুল—এক টাকা দেবে বলেছে।

স্ত্রী। গাঁয়ে এম্‌নি দুটো একটা ষষ্ঠীপূজো হয়, তা হ'লে ভোর বছর খাট্‌তে হয় নি।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। হ্যাঁ বাপু, এ বনে ষষ্ঠীতলা কত দূর?

পুরুষ। এঁজ্ঞে, এই বটগাছটী দেখ্‌ছেন, এইটীকেই ষষ্ঠীতলা বলে। দেখ্‌ছেন নি, ঐ সিন্দুর লেপা রয়েছে।

বিক্রম। আচ্ছা বাবা, তোম্‌রা এসো,—এই মোহরটী নিয়ে যাও।

পুরুষ। হ্যাঁগা, এটী দিলে না কি?

বিক্রম। হ্যাঁ বাবা।

পুরুষ। হ্যাঁগা, তোম্‌রা কি লোক গো—কি জাত গো?

স্ত্রী। আয়—আয়, তোকে তো বলনু, ওরা যক। তুই চ'লে আয়—চ'লে আয়, এখানে আর থেকে কাজ নি।

[উভয়ের প্রস্থান

বিক্রম। মা গণেশজননী, তুমি ষষ্ঠীরূপে সন্তান পালন করো, বড় দায়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, রাঙ্গাপদে সন্তানকে স্থান দাও, নচেৎ মা সকলই নষ্ট হয়। নারায়ণী, জগৎ-পালিনী, জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টি-প্রকাশিনী জননি! আর্য্যকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করো। ব্রাহ্মণ আমার কথায় আশ্বাসিত, আমি রাজকর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে আশ্বাস প্রদান করেছি। মা, যখন রাজ্য প্রদান করেছ, রাজ্যে অকালমৃত্যু নিবারণ করো, নচেৎ মা তোমার সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন দেবো। ব্রাহ্মণের যদি আশ্বাস ভঙ্গ হয়, করুণাময়ী, পুণ্যময়ী ভারতভূমির আর্য্য-গৌরব বিনষ্ট হবে, রাজধর্ম্ম লোপ হবে; দেবী, করুণাময়ী, দীন সন্তানকে করুণা করো।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননীম্॥
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥
জয় জয় জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

পট পরিবর্ত্তন।

(শিশুগণবেষ্টিতা ষষ্ঠীর আবির্ভাব)

গীত।

কেঁদে শিশু আসে অবনী।
রাখেন পায়ে স্নেহময়ী ষষ্ঠী জননী॥
অনাথ নিরাশ্রয়, পদে পদে ভয়,
অসময়ে সদয়া মা অভয়া বরাননী॥
হেরে মায়ের বিচিত্র অঞ্চল,
শিশু হেসে ঢল ঢল,
ছলে মা, না দেখা দিলে কেঁদে হয় বিকল;
হেঁসে কেঁদে ঘাড়ে কায়া, খেলেন তাই সনাতনী॥

ষষ্ঠী। বৎস, তুমি আমার নিকট কেন এসেছ, আমা হ'তে ব্রাহ্মণের কি উপায় হবে? পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত আমার অধিকার; আমি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন পালন করি। পঞ্চবর্ষের পর ব্রাহ্মণের পুত্রহানি হয়।

বিক্রম। তবে মা কি উপায় হবে?

ষষ্ঠী। তুমি কল্য রাত্রে সূতিকাগারের দ্বারে জাগ্রত থেকো। বিধাতাপুরুষ পুত্রের ললাটে জীবনের ফলাফল লিখবেন; কি অরিষ্ট, তাঁর নিকট অবগত হ'তে পারবে।

বিক্রম। মা, আমি সামান্য ব্যক্তি, দেব দর্শন কিরূপে পাবো?

ষষ্ঠী। তুমি তেজস্বী রাজচক্রবর্ত্তী, তুমি দ্বারদেশে থাক্‌লে বিধাতাপুরুষ তোমায় লঙ্ঘন ক'রে গৃহে প্রবেশ করতে

পার্‌বেন না। আমার বরে তুমি তাঁর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন কর্‌বে।

বিক্রম। বিধাতাপুরুষ যদি অরিষ্টই লেখেন, সে অরিষ্ট কিরূপে খণ্ডন কর্‌বো? শাস্ত্রে বলে বিধিলিপি খণ্ডন হয় না।

ষষ্ঠী। তুমি বিধাতার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো, কিরূপে তা খণ্ডন হবে। তিনি যদি কোন উপায় না করেন, ব্রাহ্মণের সন্তান যদি সত্যই কালগ্রাসে পতিত হয়, তুমি সে মৃতশরীর দগ্ধ কর্‌তে দিও না। কপালমোচন দেবদেব মহাদেবের কৃপায় তুমি তারে পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে সক্ষম হবে।

বিক্রম। মা, একটী সংশয় মোচন করুন্। শাস্ত্রে বলে, যথানিয়মে যদি পুত্র পালিত হয়, যথানিয়মে যদি পুত্রের সমস্ত দৈবকার্য্য সম্পন্ন হয়, তা হ'লে অকালমৃত্যু হয় না। এ ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেম ধর্ম্মনিষ্ঠ, তবে কেন তার এরূপ অনিষ্ট হচ্ছে?

ষষ্ঠী। বৎস, এখন কি যথানিয়মে কোন কার্য্য হয়! দৈবকার্য্য কে কর্‌বে? ব্রাহ্মণ অতি বিরল,— অধিকাংশই লোভী, শ্রমকাতর, অনাচারী, তাদের দ্বারা দৈবকার্য্য কিরূপে হবে? আমার পূজাই ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হলো। নিষ্ঠাচার হ'য়ে, উপবাসী থেকে, পূজা করে, এমন ব্রাহ্মণ কয়জন আছে? বৎস, শাস্ত্র মিথ্যা নয়, মানুষই মিথ্যা-বাদী। অনাচারে দেবকার্য্য কিরূপে সম্ভব? একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান ক'রে, আমার পূজা সমাধা করো। আমার পূজার ত্রুটিতে আমি কুপিত হই না, আমার পালন-ভার, আমি পালন করি, কিন্তু ধর্ম্ম কুপিত হয়।

বিক্রম। জয় মা সৃষ্টিপালিনী নারায়নী!

(ষষ্ঠীর অন্তর্ধ্যান)

মা'র বরে অবশ্যই কৃতকার্য্য হবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী।

পুরো। হেউ, আজ মৎস্যের ঝোল অতি উত্তম রন্ধন করেছ। আজ আর তাম্বুল চর্ব্বণ করবো না।

পত্নী। কেন গা এত রস কেন? ঐ গঙ্গাধর বামুনের বাড়ী যাবে বুঝি?

পুরো। হ্যাঁ, একবার যেতে হবে বই কি?

পত্নী। কেন, কেউ খবর দিয়েছে না কি?

পুরো। আরে সেই ছেলে হবার পরদিন দাই মাগী তোর সাম্‌নেই তো খবর দিয়ে গেল। আজ আবার ভোরে এক বেটা ব'লে গেল। আজ কর্ম্মভোগ আছে, কি কর্‌বো।

পত্নী। তোমার সখ! তাঁতী বউ বলে গেল, নূতন তাঁত করেছে, তাতে একটা ফোঁটা দেবে, তা হ'লেই নূতন তাঁতের ধুতি-চাদর পেতে, তা মনে ধর্‌লো না। দশকড়া দক্ষিণে পাবেন, সেইখানে যাবেন। খবরদার মিন্সে, যেতে পাবি নি। বড়্ বড়্ ক'রে ব'কে সমস্ত রাত ঘুমুবে না,

থালি নস্যি নেবে, আর নাক ঝাড়্‌বে, আর আমি শুদ্ধ ঘুমুতে পার্‌বো না।

পুরো। সে বেটা যথন ভোরে থবর দিতে এসেছিল, তুই কেন আমায় ডেকে দিলি ? কোন বল্লি নি, যে বাড়ী নাই।

পত্নী। ও মা, সেই হোমরা-চোমরা মিন্সে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে খবর দিতে এসেছিল ? আমি কি অত জানি ! আমি মনে কর্‌লুম, কোন বড়মানুষ লোক বুঝি কি বল্‌তে এসেছে।

পুরো। তবে দ্যাখ, ভূতোকে দিয়ে বলে পাঠা, আমার পেটের পীড়া হয়েছে।

পত্নী। ভূতো এখন কোথা খেল্‌তে গেছে। না গেলেই হলো, অত খবর পাঠাতে হবে না।

পুরো। আঃ, যা বলেছ, যেতে গা সরে না। সংক্ষেপে যে ক্রিয়া সার্‌বো, তার জো নাই, খুঁটিয়ে সব মন্ত্র আওড়াতে হবে। আরে বেটা মন্ত্র পড়বো কি, দক্ষিণে দেখেই গায়ে জ্বর আসে।

পত্নী। তাঁতী বউয়ের বাড়ী যাও না ? আজ্‌কের বাজারে দেশী তাঁতের ধুতি চাদর দিতে চাচ্চে, তা মন উঠছে না। সব বামুন যজমান করেছেন। ও বছর থেকে একটা নৎ চেয়ে আস্‌ছি, তা আজও মুরোদ হলো না।

পুরো। আরে নাও নাও, জোলার দান কি গ্রহণ কর্‌তে পারি ? তা হ'লে জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। তোমার এক কথা, কত লোক রাত্রে লুকিয়ে নিয়ে এলো। তাদের জাতে ঠেল্‌লে না ?

পুরো। তাদের সব বড় বড় যজমান, তাদের জাতে ঠেল্‌বে কে? আমি গেলে, এখন তারাই আমায় জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। ও তাঁতী বউ বলেছে, কারুকে বল্‌বে না।

পুরো। বল্‌বে না, দোর থেকে বেরুতে না বেরুতে ঢাক পিট্‌বে।

পত্নী। তবে যাও দশ কড়া কাণা কড়ি গুণে নিয়ে এসো।

পুরো। ঐ এক বালাই! মড়াঞ্চে পোয়াতির পো, ওর আবার কল্যাণ কি? ঐ দ্যাখ, আবার দাই মাগী ডাক্‌তে আস্‌ছে।

পত্নী। মর মিন্সে, বাহাত্তুরে হয়েছে! অমন গয়না-গাঁটী কাপড়-চোপড় প'রে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে ডাক্‌তে আস্‌ছে!

পুরো। ওরে হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই মাগী। ওদের এমন কাপড়-চোপড় গয়না-গাটি আছে।

(সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ)

গীত। *

যদি যকের ছেলে হয় ঘরে ঘরে।
নিত্যি পরি নূতন সাড়ী, কই নি কথা গুমরে॥
খোকা থাক্ বেঁচে, আমি রেখেছি এঁচে,
খোকার ভাতে, গয়নাগাঁটি নে যাব যেচে;
আঁতুড়ের ঝি, বল্‌বে কে কি, আস্‌বো নেব জোর ক'রে॥
মিন্সে কত মুখনাড়া দেয়, দেখ্‌বো এখন তাই
এক কথা কয়,—দশ কথা শোনাই,
মান ক'রে, আড়ঘোমটা টেনে, বারকে চলে যাই;
আর না কি স'য়ে থাকি, শাসিয়ে রাখি গা-জোরে॥

পুরো। ও বাছা, তুমি ডাক্‌তে এসেছ? আমার তো বাছা বড় পেটের পীড়া, এই আবার পেট কুন্-কুন্ করে আস্‌ছে।

ঝি। ওগো, পেট কুন্নুতে হবে নি গো—পেট কুন্নুতে হবে নি! আজ যা পাবে দশ বছর চাল কিন্‌তে হবে নি, দশ বছর কাপড় কিন্‌তে হবে নি, আর মোহরের ডাঁই দক্ষিণে পাবে।

পত্নী। শোন বাহাত্তুরে মিন্সে! তোর পেট কুন্নুচ্চে, আজ ম'লেও তোমায় যেতে হবে। হ্যাঁরে আঁতুড়ের ঝি, কোথায়—কোথায়? কোন্ বড়লোকের আঁতুড়ে সেঁদিয়েছিস্?

ঝি। আর কোথায় যাব গো, ঐ গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী আঁতুড়ে আছি।

পুরো। ঐ শোন্ মাগী শোন্! এখন পেট কুন্নুবে কি না বল?

ঝি। ওগো শোনো, আর পেট কুনিয়ে কাজ নি। এখন কি আর সে গঙ্গাধর ঠাকুর আছে? যকের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে! এই দেখ না, আমায় এই সোণা-দানা, এই কাপড় দিয়েছে।

পত্নী। সে কি লো—সে কি লো, সত্যি না কি?

পুরো। ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি বুঝি?

ঝি। আর বুঝ্‌বে কি? কাল দু' মিন্সে যক এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর ঢাল্‌তেছে, আর যে পাচ্চে কুড়ুচ্চে। নাচ্চে, গাচ্চে, ঢুল্‌কি বাজাচ্চে, আর মুটো মুটো টাকা পাচ্চে।

পত্নী। তা যকে টাকা দিচ্ছে কেন বল্ তো?

ঝি। দেখ, সাত কাণ ক'রো নি, যক শুন্‌লে আমার আস্‌তো রাখবে নি। আমি বামুনের ছেলেকে তাপ সেঁক দিয়ে পেছু ফিরে শুয়েছি, ঘুমে থেকে উঠে দেখি, যে আর সে বামুনের ছেলে নেই, যকের ছেলে খেল্‌চে।

পত্নী। সে কি লো?

ঝি। হ্যাঁ গো—ওরা জাতহরণী, জান নি? জাতহরণীতে ছেলে বদ্‌লে নে যায়।

পুরো। আরে সত্যি না কি?

ঝি। আরে চলো কেন্না, দেখবে। ষষ্ঠী পূজোর সোনার বটগাছ করেছে, তাতে মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে; ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের বারানসী কাপড়ে—দু'টো পাহাড় হয়; দক্ষিণে সাত ঘড়া মোহর।

পত্নী। ও মিন্সে, চল—চল, আর দেরী করিস্ নি।

পুরো। বামনি—বামনি, আমায় ধরে নে চল্, আমার গা টল্‌ছে। ওরে আবাগী—সোনার বটগাছ—সোনার বটগাছ, তা'তে আবার মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে!

পত্নী। হ্যাঁ গা—এবার নত দেবে তো?

পুরো। ও আবাগী! দেবো—দেবো, চোখে—কাণে—ঠোঁটে—নাকে যত পারিস্ পরিস্।

ঝি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বল্‌তে ভুল্‌নু,—ষষ্ঠীর গয়নার ডাঁই করেছে, দু' ঝোড়া নত রেখেছে।

পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে, আমায় ধর—আমারও গা টল্‌ছে।

ঝি। ওগো, ধরাধরি ক'রে এসো গো—ধরাধরি ক'রে এসো!

তিনজনের গীত।

পুরো। ধর্‌না আমায় পড়ি যে ঢ'লে।

পত্নী। আমার ভারি ঘোর লেগেছে, গা মাথা টলে।

ঝি। অম্‌নি গা টলে, ট'লে ট'লে এসেছি ঢ'লে।

পক্ষী। দেখ্‌তে পাইনে পথ, ওরে ঝোড়া ঝোড়া নৎ,

পুরো। সোণার বটে, মাণিকের ফল, মোহরের পর্ব্বত,

ঝি। এসো দু'পা পথ, ঝর্‌ছে নোলা, মোণ্ডামুচী গিল্‌বে গে কৎ কৎ ;

সকলে। চলে যায় মজায় মজায়, যকের পূজো রোজ হ'লে ॥

[তিনজনের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

নারীগণ।

১ম নারী। ওলো, চল—চল, গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী চল, যকের ষষ্ঠী-পূজো দেখ্‌বি চল।

সকলের গীত।

শুন্‌ছি না কি যকের ছেলে মোহর দুদ তোলে।
হাঁস্‌লে মোহর, কাঁদ্‌লে মোহর, মোহর না কি গায় চলে ॥
গড়ায় মোহরের ঘড়া, পড়ে মোহরের ঝোড়া, আঁতুড়ে মোহরের ছড়া,
তোড়া তোড়া মোহর না কি আঁতুড়ের চালে ঝোলে ॥
মেজেতে মোহর পাতা, মোহর গাঁথা ছেলের কাঁথা,
পুড়িয়ে মোহর কাজল পরায়, মোহরের কাজলনতা!
খাচ্ছে মোহর, মাখছে মোহর, মোহরের বাতি জ্বলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গঙ্গাধরের বাটী।

বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

বিক্রম। কি মহাশয়, আপনার পূজা কি সমাপ্ত হয়েছে?

ব্রাহ্মণ। না, আমার ভ্রম হচ্ছে, কোন্ বাটীতে এসেছি। আপনি বলেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা করতে হবে, কিন্তু এ তো দেখছি কোন রাজচক্রবর্ত্তীর পূজা। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কার পূজার জন্য আমায় আহ্বান করেছেন?

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, এ দরিদ্রের কুটীর দেখছেন না?

ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ রাজসিক উদ্‌যোগ কিরূপে হলো? আমি সমস্ত অবগত না হ'য়ে ক্রিয়ায় নিযুক্ত হ'তে পারি না।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, আপনার এতে ক্ষতি কি? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এরূপ আয়োজন ক'রে থাকেন, মহাশয়েরই তো বিশেষ প্রাপ্য হবে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কে হে? আমি ব্রাহ্মণ, আমায় প্রলোভিত কর্‌বার চেষ্টা করো? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আয়োজন ক'রে থাকেন, তা' হলে এ ব্রাহ্মণের গুরু-পুরোহিতের এ সকল প্রাপ্য, আমি ঐ সকল গ্রহণ করবো না।

মন্ত্রী। এঁর পুরোহিত তো পূজা কর্‌বার উপযুক্ত নন। অভুক্ত হ'য়ে পূজা করতে হয়, ইনি ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ। এমন স্থলে আমি প্রতিনিধি মাত্র।

বিক্রম। প্রতিনিধিরও তো প্রাপ্য আছে।

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, যা তিনি স্বেচ্ছায় দেবেন, কিন্তু এ স্থলে আমি তাও গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম। আমি প্রতিশ্রুত, কেবল মাত্র হরিতকী গ্রহণ ক'রে, ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো।

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, আপনার তো নিতান্ত দীন অবস্থা। একটী মাত্র ভগ্ন কুটীর, এ সকলের অংশ গ্রহণ কর্‌লে আপনার সঙ্কুলান হবে, তবে কেন অসম্মত হচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি যে আমায় প্রলোভিত কচ্ছ, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্মণের আচার তুমি অবগত নও। ব্রাহ্মণের জীবন ধারণ, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, সঙ্কুলান ভার ঈশ্বরের। ঈশ্বর-কৃপায় আমার সঙ্কুলান হয়, আমার অপর উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর, তবে হরিতকীই গ্রহণ কর্‌বেন। এক্ষণে যান, পূজা সম্পন্ন করুন্।

ব্রাহ্মণ। উত্তম—উত্তম। বুঝ্‌লেম—বুঝ্‌লেম, আপনি বিচক্ষণ—আপনি বিচক্ষণ; আমায় পরীক্ষা কর্‌ছিলেন—আমায় পরীক্ষা কর্‌ছিলেন! অন্যায় আদেশ কেন কর্‌বেন? তবে চল্লেম, পূজা আরম্ভ করি গে।

বিক্রম। যে আজ্ঞে।

[নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ব্রাহ্মণকে কোথায় পেলেন?

বিক্রম। প্রাতে এঁর অনুসরণ করেছিলেম। দেখলেম, প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন ক'রে ভিক্ষায় বেরুলেন। তিনটী মাত্র ব্রাহ্মণ-গৃহ

ভ্রমণ কর্‌লেন। সে সব গৃহস্বামীরা সপরিবারে আহুত হ'য়ে এখানে উপস্থিত, সুতরাং ভিক্ষা পেলেন না। কুটীরে ফিরে এসে, নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। আমি সেই সময়েই এঁকে পূজা কর্‌বার নিমিত্ত ব্রতী করেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রভাবেই আজও আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মলোপ হয় নাই।

বিক্রম। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ কিরূপ পূজা করে দেখতে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, আমি পূজা স্থানে চল্লেম।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

পুরো। কে কোথা গো, আমরা এলেম।

পত্নী। দেখছিস্—দেখছিস্—বাড়ী সাজিয়েছে দেখছিস্?

পুরো। সাজাবে না, যকের পূজো! চুপ, ঐ যক বেটা বুঝি রয়েছে।

মন্ত্রী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়!

পুরো। পূজার লগ্নবিচার কর্‌তে বিলম্ব হলো, অনেক অঙ্ক পেতে শুভলগ্ন নির্ণীত হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর, উপবাসী আছেন না কি?

পুরো। থাক্‌বো না বাবা! যজমানের পুত্রের কল্যাণ চাই নে? আমরা কি সে ব্রাহ্মণ, যে মাছ ভাত খেয়ে পূজো কর্‌বো?

মন্ত্রী। তা তো হবে না। আমাদের ষষ্ঠী পূজা না খেয়ে হবে না। মাছের ঝোল ভাত, রান্না আছে, খেয়ে চলুন।

পত্নী। ও বাবা যক, কেন মিন্সের ঢং শোন! আমি কি যকের

নিয়ম জানি/ নি? আমি সকালে ওরে মাছ ভাত খাইয়েছি!

পুরো। অ্যাঁ, আজ খেয়েছি না কি—আজ খেয়েছি না কি!

পত্নী। মর মিন্সে, গপ্ গপ্ ক'রে গিল্লি নি? পান না খেয়ে মুখ পুড়িয়ে এসেছেন? যকের পূজো, মচ্ মচ্ ক'রে পান চিবোবে, তবে যকের ষষ্ঠী পূজো হবে—কেমন বাবা যক?

মন্ত্রী। আর এই বিধানটী জানো না মা, ঘুমুতে ঘুমুতে আমাদের পূজা কর্‌তে হয়।

পত্নী। জানি বই কি বাছা—জানি বই কি? মিন্সেকে বল্লুম, কম্বলখানা নিয়ে চল্—যকের পূজো, শুয়ে শুয়ে পূজো কর্‌তে হবে।

পুরো। বাবা, আমার ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়—ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়।

(বিক্রমাদিত্য ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। আজ সূতিকাগারের দ্বারে আমি শয়ন কর্‌বো—কেমন আপনি সম্মত তো?

ব্রাহ্মণ। বাবা, নিন্দা হবে না তো—নিন্দা হবে না তো?

বিক্রম। নিন্দা কিসের?—সন্ন্যাসীর কোন স্থানে গমনের নিষেধ নাই।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, নিন্দা না হ'লেই হলো—নিন্দা না হ'লেই হ'লো। তুমি মহাপুরুষ, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। ব্রাহ্মণী বল্‌ছিলো—ব্রাহ্মণী বল্‌ছিলো, তাই কথাটা বল্লেম।

মন্ত্রী। প্রভু, ইনি মাছ ভাত খেয়ে এসেছেন, শুয়ে শুয়ে ষেটেরা পূজা কর্‌বেন।

বিক্রম। কই, ইনি তো উপবাসী দেখছি!

পত্নী। ও বাবা যক, আমি মাছ ভাত খাইয়ে এনেছি, তবে আর বল্‌ছি কি?

পুরো। তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই, তাই মুখ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, তুমি আহার ক'রে পূজা করতে এসেছ! এই-কি তোমার পৌরোহিত্য? আমি এখন বুঝ্‌লেম, কেন ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা পায় না। যাও, তোমার পূজা করবার প্রয়োজন নাই। তুমি এরূপ ব্রাহ্মণ, রাজা বিক্রমাদিত্য জান্‌লে, তাঁর রাজ্যে স্থান পেতে না।

পত্নী। ও সর্ব্বনাশীর বেটা, একদিন উপোস কর্‌তে পার না? ও বাবা যক, কি হবে বাবা, আমার নতের যে বড় সখ বাবা!

বিক্রম। চিন্তা নাই।

মন্ত্রী। আপনি নিদ্রাপটু, ভূমিশয্যায় নিদ্রা যেতে পারেন, অত ক্লেশের প্রয়োজন নাই, গৃহে গিয়ে শয্যায় শয়ন করুন্। নিষ্ঠাবান উপবাসী ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা হ'চ্ছে।

পুরো। কি পুরোহিত বর্জ্জন— পুরোহিত বর্জ্জন?

বিক্রম। পুর-হিত বর্জ্জন হচ্চে কই—পুর-অহিত বর্জ্জন হচ্ছে। তা তোমার চিন্তা নাই, পূজা অন্তে তোমার যা প্রাপ্য, তোমার গৃহে প্রেরিত হবে।

পুরো। প্রতিনিধির সঙ্গে দশ আনা ছয় আনা বখরা।

বিক্রম। যাও ঠাকুর, তা অপেক্ষা অধিক পাবে, ব্রাহ্মণ তোমার ন্যায় লোভী নন।

পত্নী। তা এখন আমরা নেই বাড়ী গেলুম, খোকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, সব শেষেই যাবো।

পুরো। হাঁ, হাঁ।

বিক্রম। কেন ক্লেশ কর্‌বেন, গৃহে যান। ঠাকুর, আর কদাচ এমন গর্হিত কার্য্য করো না।

মন্ত্রী। এখন শক রাজা নয়, আর্য্য রাজা! তোমার ব্যবহার রাজার নিকট প্রকাশ হ'লে, রাজনীতি অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

পুরো। কেন বল্‌ দেখি মাগী, বিষ্ঠা রন্ধন করেছিলি?

পত্নী। তুই গিল্লি কেন রে মিন্সে?

[পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। (মন্ত্রীর প্রতি) যারা পূজা দেখতে এসেছেন, তাঁদের বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে?

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, ঐ যে তারা আনন্দ ক'রে আস্‌ছেন।

বিক্রম। তবে বোধ হয় পূজা সমাপ্ত হয়েছে। চলুন, আমরা যাই। (মন্ত্রীর প্রতি) তুমি আশ্রমে সংবাদ দাওগে, আজ রাত্রে আমি এই স্থানেই অবস্থান কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

(পল্লিবাসিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

থাকুক ছেলে মায়ের কোল জুড়ে।
মায়ের কোল আলো ক'রে, খেলে ছেলে আঁতুড়ে॥

মাথার কেশ যত, ছেলের পের্মাই হোক্ তত,
দিন দিন গড়ুক বাছা নোর ভাঁটার মত ;
ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছার আলাই বালাই যাক্ পুড়ে॥
কমলা সদয় হ'য়ে, এসেছেন বাছার পয়ে,
মায়ের কৃপায় যে যত চায়, নিয়ে যায় ব'য়ে ;
হেঁসে মা ব'সেছেন ঘরে, হাঁস্‌ছে তাই দীনের কুঁড়ে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থতিকাগৃহ।

গৃহমধ্যে গঙ্গাধর-পত্নী ও দ্বারদেশে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। মা, আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিদ্রা যান, আমি আপনার সন্তান, ষেটারা পূজার নিয়ম পালন ক'রে জাগরিত থাক্‌বো।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার সন্তান রক্ষা পাবে তো ?

বিক্রম। অবশ্যই মা ষষ্ঠীর কৃপায় রক্ষা হবে। আপনি গৃহ-দ্বার আবরণ করুন্। (ব্রাহ্মণীর দ্বার অবরোধ করণ) রজনী গভীরা, জনরব বিলুপ্ত, নিদ্রার অঙ্কে জীবকুল মগ্ন, কেবল হিংস্রক পশু জাগ্রত। এক একবার পেচকের শব্দ মাত্র—এপর শব্দ স্তব্ধ। শুনেছিলেম, বিধাতাপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে স্থতিকাগারে যারা জাগ্রত থাকে, তারা নিদ্রিত হয়। কি আশ্চর্য্য, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে! বোধ

হয়, বিধাতাপুরুষ আগতপ্রায়। ঐ যে ধীরে ধীরে কে পুরুষ আস্‌ছে! জয় মা ষষ্ঠীদেবী! চিনেছি, উনিই বিধাতা-পুরুষ! ফিরে গেলেন যে—ঐ আবার আস্‌ছেন।

(বিধাতা-পুরুষের প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ দেন।

বিক্রম। আপনি কে?

বিধাতা। আমি বিধাতা-পুরুষ, সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখতে এসেছি।

বিক্রম। ভগবান্, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন্। কি লিখবেন, যদি কৃপায় আজ্ঞা করেন।

বিধাতা। এখন আমি অবগত নই, আমার অপরিবর্ত্তনশীল লৌহ-লেখনীতে অদৃষ্ট কারণে কি লিপিবদ্ধ হবে, তা আমার অগোচর।

বিক্রম। ভগবান্, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন? আপনিই অদৃষ্টের কর্ত্তা! অদৃষ্ট কারণ শ্রীমুখে কি শুন্‌লেম? কৃপা ক'রে আমায় যদি বোঝান। অদৃষ্টের কর্ত্তা বিধাতা, বিধাতার নিকট অদৃষ্ট কি?

বিধাতা। মহারাজ! মায়াপ্রভাবে কলেবর ধারণ, দেব-কলেবরেও মায়ার প্রভাব! কি কর্ম্মসূত্রে কি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তা মহামায়ার মায়ায় আবৃত। জান্‌বেন;—সে সমস্ত বিধাতারও গোচর নয়। সময় ব'য়ে যাচ্ছে, পথ দেন।

বিক্রম। ভগবান্, আমি কি নিমিত্ত হেথায় উপস্থিত, তা আপনার অগোচর নয়। আমার প্রার্থনা,—এই জাত-সন্তানের

ললাটে কি লিপিবদ্ধ করবেন, আমার নিকট জ্ঞাপন করেন।

বিধাতা। মহারাজ, আপনি ষষ্ঠীদেবীর প্রিয়। আমি অঙ্গীকার করলেম,—এই বালকের অদৃষ্ট আপনার নিকট প্রকাশ ক'র্‌বো। পথ মুক্ত করুন্।

বিক্রম। যে আজ্ঞে! (বিধাতা-পুরুষের গৃহ প্রবেশ)
কি আশ্চর্য্য! মায়ার অদ্ভুত প্রভাব;—বিধাতারও অজ্ঞেয়। আমরা ক্ষুদ্র মানব! মহামায়া, তোমায় নমস্কার!

(বিধাতা-পুরুষের পুনঃপ্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ ছাড়ুন।

বিক্রম। কি লিখলেন, আজ্ঞা করুন্।

বিধাতা। এই বালক অতি সুবোধ, নিষ্ঠাবান ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে, কিন্তু বিবাহের রাত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হবে।

বিক্রম। ভগবান্, এ দাসের উপায় কি? আমি রাজা, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যু নিবারণ করবো—প্রতিশ্রুত। আপনার দর্শন লাভ ক'রেও যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে অক্ষম হই, মৃত্যু ভিন্ন অপর প্রায়শ্চিত্ত আর আমার নাই। করুণাময়, দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষে উপায় বিধান করুন্।

বিধাতা। এই লৌহনির্ম্মিত লেখনীর লিপি কখনও খণ্ডন হবে না; বিবাহ-রাত্রে ব্রাহ্মণপুত্রের কালদর্শন হবেই। তবে সে সময় যদি কেউ কপালমোচন মহাদেবের কৃপায় এই শ্লোক আবৃত্তি করতে পারে, ব্রাহ্মণসন্তান পুনর্জ্জীবিত হবে। ষষ্ঠী-দেবীর আজ্ঞায় এই ভূর্জ্জপত্রে লিখে এনেছি, গ্রহণ করো।

(ভূর্জ্জপত্র প্রদান)

বিক্রম। ভগবান্, প্রণাম। কৃতার্থ হলেম।

[বিধাতা-পুরুষের প্রস্থান।

(শ্লোক পাঠ)—

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥ *

অতি যত্নে শ্লোক রক্ষা কর্‌তে হবে, কি জানি যদি বিস্মৃত হই। প্রভাত নিকট।

ব্রাহ্মণী। (সূতিকা গৃহ হইতে) বাবা, আছেন কি? আমার সন্তানের কি উপায় হবে?

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন্, নিশ্চয় হবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার কর্‌লে।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

গঙ্গা। বাবা, কার্য্যসিদ্ধ হয়েছে?

বিক্রম। হ্যাঁ, কিন্তু এক কথা—এই সন্তানের বিবাহের দিন আমায় সংবাদ দেবেন।

গঙ্গা। আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, আপনার তত্ত্ব কোথায় পাবো?

---

* লভ্য যে ফল নর পাইবে নিশ্চয়।
নিবারণে দেবতার সাধ্য তাহা নয় ॥
সে হেতু না করি ক্ষোভ না মানি বিস্ময়।
ললাট-লিখন কভু অন্যথা না হয় ॥

বিক্রম। রাজাকে সংবাদ দিলেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হবে।

গঙ্গা। আপনি কে?

বিক্রম। দেখছেন তো সন্ন্যাসী।

গঙ্গা। পূর্ব্বাশ্রমে আপনি কি ক্ষত্রিয় ছিলেন? অনবনত মস্তক, প্রশান্ত ললাট, বিশাল বাহু, নয়নকোণে বীরব্যঞ্জক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, শত্রুভীতিকর প্রশস্ত বক্ষ, বিশাল বাহু, করে অস্ত্রধারণের চিহ্ন, ধনুর্জ্জ্যা-ঘর্ষণ-চিহ্ন—ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়নোপযোগী কোমল হস্ত নয়,—সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ, সমস্তই বীরপুরুষের লক্ষণ—এ সমস্তই তো ক্ষত্রিয়ের পরিচয়!

বিক্রম। আপনার অনুমান সত্য হ'তে পারে।

গঙ্গা। যখন আমায় নমস্কার কর্‌তে নিবারণ করেছিলেন, তখন আমি অবসন্ন ছিলেম, স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি নাই। সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণে কোন সময়েই নিষেধ নাই, তখন আমার এ অনুমিত হয় নাই। শাস্ত্রে, রাজচক্রবর্ত্তীর যে সব লক্ষণ - আপনার ললাটে, অঙ্গে—সে সমস্তই প্রকাশিত। ষষ্ঠীপূজায় যা আয়োজন হয়েছে, রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন কারো দ্বারা এরূপ আয়োজন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারণা কর্‌বেন না। বলুন—আপনি কে?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই বিক্রমাদিত্য।

গঙ্গা। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! ভারতে সুদিন উদয়, আর্য্যরাজা আবার ভারত-সিংহাসনে। আদিত্যপ্রতাপ বিক্রমাদিত্য উদয়। ভারতে নিশ্চয় অকালমৃত্যু রহিত হবে। মহারাজ দীনের কুটীরে দীনের ন্যায় অবস্থান করেছেন।

জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! এসো, কে কোথায় আছ, দীনের কুটীরে রাজদর্শন ক'রে কৃতার্থ হও। বল, জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

(পল্লীস্থ স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

গীত।

ভুবন-পূজ্য আর্য্যরাজ্য শৌর্য্য-বীর্য্য-ভূষণ,
পুণ্যক্ষেত্র একচ্ছত্র ধন্য আর্য্য-আসন;
বিক্রমাদিত্য নৃপতি।
মেঘমাল সরস বরষে ক্ষেত্র-শস্যশালিনী,
ধীর পবনে দুলিছে কুসুম সরসী সরোজ-মালিনী;
রাজ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
উথলিত পূত বেদধ্বনি, প্রভাত-সন্ধ্যা-গগণে,
স্বর্ণবর্ণ অনলশিখা আহুতি হবি-গ্রহণে;
ভারতে শান্তি বসতি।
দুর্জ্জনগণ শমন দণ্ড নরবর-কর-চালনে,
দয়াধার বহে শতধারে, প্রজাপুঞ্জ পালনে;
উদিত আদিত্য জ্যোতি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উজ্জয়িনী—বিক্রমাদিত্যের উদ্যান।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

(ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীগণের প্রবেশ)

গীত।

স্ত্রী পুরুষগণ।—

পরি লতাপাতা বনে ফুল তুলি।
বনে মন খুসী কেমন, তাই বনে বুলি॥

স্ত্রীগণ।—

পাতা ফুঁড়ে সুরুজ আসে, চিকি মিকি খেলে ঘাসে,
ঘাস যেন হাঁসে;
ঘাসের ফুল খেলে দুলি দুলি॥

পুরুষগণ।—

ডালে যে চিড়িয়া ডাকে, সাতনলায় ধরি তাকে,
গুল্‌তি ঝাড়ি ময়ূরের ঝাঁকে;
যাথা ভাল, যায় তীর তাগি, ওমনি হয় দাগী,

স্ত্রী-পুরুষগণ।—

গিয়ে তেড়ে, হেমড়ে প'ড়ে, মিলে-মাগী ছাল খুলি॥

ক রাজা, আবার কি জানোয়ার মার্‌বার হুকুম দিবি বল? বাঘের তো ঝাড় মেরেছি, এবার কি ভাল মার্‌বার হুকুম হবে?

মন্ত্রী। তোরা সব বাঘ মেরেছিস্? বনে আর তো বাঘ নাই?

২য় ব্যাধ। যদি বিশ কোশের বিচে একটা বাঘের ডাক কেউ শোনে, আমার নাকটা উৎরে নিস্।

মন্ত্রী। কিন্তু আজ যদি সহরে বাঘ আসে?

১ম ব্যাধ। বিধাতা-পুরুষকে বাঘ গড়্‌তে হবে, তবে বাঘ আস্‌বে, নইলে বাঘের মুখ কেউ দেখবে না।

বিক্রম। আরে বিধাতাই যদি বাঘ গ'ড়ে পাঠায়, তোরা মার্‌তে পার্‌বি?

১ম ব্যাধ। বিধাতার বাবা বাঘ হ'লে মার্‌বো!

বিক্রম। আচ্ছা যা, যে বাড়ীতে আমার সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে, সেই বাড়ীতে খুব সতর্ক হ'য়ে থাক। আজ যদি কেউ বাঘ দেখতে না পায় কিম্বা যদি বাঘ এলে, সেই বাঘ তোরা মার্‌তে পারিস্, তা হ'লে আর তোদের ব্যাধের কাজ কর্‌তে হবে না।

১ম ব্যাধ-প। তুই তো বড় রাজাটারে! শিকার কর্‌বে না তো কি কাম কর্‌বো? শিকার না খেল্‌লে আমরা বাঁচি?

বিক্রম। আচ্ছা, তোরা যে যা চাস্—পাবি।

১ম ব্যাধ। এ কথাটা ভাল। ঐ বাড়ীখানা আমাদের দিবি?

বিক্রম। দেবো।

২য় ব্যাধ-প। বাড়ী নিয়ে কি কর্‌বি মিন্সে? রাণীর মত গয়না নেব।

বিক্রম। সাতদিন যে যা গয়না চাস্—দেবো। যা, খুব স[illegible] থাক্‌গে যা।

২য় ব্যাধ। ভালো—ভালো!

সকলে। জয় রাজাটার জয়—জয় রাজাটার জয়!

বিক্রম। মন্ত্রী, এদের নিয়ে যাও। এরা যেন বাসর ঘর বেষ্টন ক'রে থাকে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[ব্যাধগণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান।

(নবরত্ন—কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পরের প্রবেশ)

বিক্রম। আসতে আজ্ঞা হয়। (বরাহমিহিরের প্রতি) পণ্ডিতবর, সেই কন্যার জন্মপত্রিকা কিছু নির্ণয় ক'রে দেখলেন?

বরাহমিহির। মহারাজ, অতি কঠিন সমস্যা! যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, আর এই জন্মপত্রিকায় কোন দোষ না থাকে, এ কন্যা বিবাহের রাত্রে বিধবা হবে। কিন্তু এ কন্যা সতী, কোষ্ঠীর ফল দেখছি, পাঁচটী পুত্রের জননী হবে। এর মীমাংসা ক'রতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষম।

বিক্রম। আপনারা কি বলেন—এ সমস্যা কিছু পূরণ করতে পারেন?।

বররুচি। প্রস্তর সলিলে ভাসে, গ্রহ নিভে নীলাকাশে,
মৃত যদি সঞ্জীবিত হয়।
তবে নৃপ গণনায় জন্মায় প্রত্যয়॥

কালিদাস ব্যতীত সকলে। কবিবর ভবভূতি যথার্থ বলেছেন,—এ সমস্যা আমাদের দ্বারা পূরণ হয় না।

বিক্রম। কবিবর কালিদাস কি বলেন?

কালি। রামেশ্বর শিব বলে, শিলা ভেসেছিল জলে,
প্রলয়ে গ্রহের জ্যোতি নিভিবে নিশ্চয়।
মৃত সঞ্জীবিত হয়, কথা অসম্ভব নয়,
কপাল-মোচন নাম দেব-মৃত্যুঞ্জয়॥
ধর্ম্মে যার সদা মতি, কৃপাবান পশুপতি,
পূর্ণকাম শিব নাম শিব শিবময়।
যম যাঁর পদাশ্রিত, মৃত হবে সঞ্জীবিত
কৃপায় তাঁহার, ইথে আছে কি বিস্ময়॥

বরাহমিহির। সাধু! সাধু! মহারাজ, মীমাংসা হয়েছে। বিবাহরাত্রে এর পতির প্রাণনাশ হবে নিশ্চয়, কিন্তু কোন রাজচক্রবর্ত্তীর তপোবলে, দেবদেব কপালমোচনের কৃপায়, এঁর পতি পুনর্জ্জীবিত হবে। বৃহস্পতির শুভভাবে আমার সম্পূর্ণ অনুমিত হ'চ্ছে।

ক্ষপণক। মহারাজ, কন্যার বিষয় কেন এত তত্ত্ব কচ্ছেন? আমি বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এ কথা জিজ্ঞাসু নই।

বিক্রম। এক ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্রের অকাল-মৃত্যু হয়। যখন পঞ্চম সন্তান জন্মায়, আমি সূতিকাগারের দ্বারদেশে ষেটেরা পূজার দিন অবস্থান ক'রে, বিধাতা-পুরুষের দ্বারা জাতকের ললাট-লিপি অবগত হই। বিধিলিপি এই যে, বিবাহের দিন বাসরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হবে। কিন্তু আমা দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া সম্ভব—ভাগ্যবলে ষষ্ঠীদেবীর নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য এই কন্যার সহিত এই ব্রাহ্মণ-কুমারের বিবাহ। সেই নিমিত্তই, এই জন্মপত্রিকার ফল জান্‌বার ইচ্ছা করেছি।

ক্ষপণক। মহারাজ, এই ব্রাহ্মণপুত্রকে যে রাজচক্রবর্ত্তী পুনর্জ্জীবিত করবেন, তিনি যে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য, এ আমার অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ, বিধিলিপি খণ্ডনের নিমিত্ত যে ব্যাধের দ্বারা ব্যাঘ্র বিনাশ করেছেন, এটী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। হিংসার দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত করবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' যথা-জ্ঞান নিবেদন করলেম।

বরাহমিহির। প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। যা বিধি হয় করুন, আমায় এখনি যেতে হবে।

গঙ্গা। মহারাজ আসুন, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। আপনি অগ্রসর হোন, আমি এখনি যাচ্ছি। বাসরে কারো যেন গমন অধিকার না থাকে। সভা ভঙ্গ হোক্। আপনারাও প্রস্তুত হোন, বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকবেন।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিধিলিপি যদি মিথ্যা না হয়, বিধাতার বাক্যও মিথ্যা নয়। সেই শ্লোক আবৃত্তিতে ব্রাহ্মণকুমার অবশ্যই পুনর্জ্জীবিত হবে। "লব্ধব্যমর্থং লভতে"—চিন্তার কারণ কি? শ্লোক বিস্মৃত হই,—সম্পুটে বিধাতাপ্রদত্ত লিপি যত্নে স্থাপিত আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কমলবন ।

সরস্বতী ও সঙ্গিনীগণ ।

সঙ্গিনীগণের গীত ।

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা, শ্বেত-সরোজবাসিনী ।
দিব্যাম্বরা বিমল-কমলমালিনী, বিভাষিনী ॥
বিদ্যাদাত্রী, বিদ্যা-প্রার্থী-হৃদি-শতদল-আসিনী,
বীণাবর-রঞ্জিত-কর, গঞ্জিত-বিধুহাসিনী ॥
বাগ্‌বাণী, বেদপাণি, বেদধ্বনি-ভাষিনী,
বাদ্যগান তানমান, রঙ্গিনী বিলাসিনী,
জ্ঞানোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, অজ্ঞান-তমঃ-নাশিনী ।
চরণ অমল কিরণদানে মুদিত-চিত-বিকাশিনী ॥

(বিধাতার প্রবেশ)

সর । পিতা, এতদিনে কি কন্যাকে মনে পড়েছে ?

বিধাতা । আরে নাও—নাও বাছা— সে সব কথা হবে, বড় বিপদ !

সর । সে কি ? আপনি বিধিদাতা, আপনার বিপদ ?

বিধাতা । আরে বাছা, জেনে শুনে তুমি যদি অমন করো, দাঁড়াই কোথায় ? জান না কি—"মহামায়ার ফাঁদে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাঁধা প'ড়ে কাঁদে !" এখন তুমি না মুখ রাখলে তো বিধিলিপি খণ্ডন হয় ।

সর । সে কি পিতা ! বিধিলিপি কি খণ্ডন হয় ?

বিধাতা । আরে ষষ্ঠী বেটীর বরে তারই তো জোগাড় দেখছি !

সর। সে কি?

বিধাতা। আর সে কি! এক ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টলিপি লিখে এই ফ্যাসাদ!

সর। এ কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

বিধাতা। আর গ্রহের কথা বল কেন? আমি ছেলেটার অদৃষ্ট লিখতে যাচ্ছি, দেখি আবাগের বেটা বিক্রমাদিত্য সূতিকাগারের দ্বারদেশে শুয়ে। বেটা আমার জন্য ওত পেতে ছিল, ষষ্ঠীর বরে চিনে ফেল্‌লে! দোর ছাড়ে না, এ দিকে সময় ব'য়ে যায়, ঠাকুরুণের কৃপাপাত্র—লঙ্ঘন ক'রে যেতে পারি না। ব্যাটা নাছোড়, কি লিখবো ব্যাটাকে বল্‌তে হবে। কি করি মা—স্বীকার পেলেম।

সর। কি লিখলেন?

বিধাতা। লিখলেম, ছেলেটাকে বের রাত্রে বাসর ঘরে বাঘে খাবে।

সর। আহা, পিতা কেন এমন লিখলেন?—আপনার দয়া হ'লো না?

বিধাতা। তুমি জেনে শুনে ন্যাকা হও, তোমায় আর কি বল্‌বো! আমি তো কলম টানি—কর্ম্মফলে হাত চলে—আমার কি দোষ বল?

সর। তা একটু সাম্‌লে লিখলে তো হয়।

বিধাতা। সাম্‌লাবো! তবে এখন অসামাল হয়েছি কিসে?

সর। তারে বাঘে খেয়েছে?

বিধাতা। বাঘে খেয়েছে! বাঘের বংশ নিপাত হয়েছে! বিক্রমাদিত্য বেটা শিকারী দিয়ে সব বাঘ মেরেছে। ছুটিরক্ষার

জন্ম এক জোড়া বাঘ নিয়ে নিবিড় পর্ব্বত-গুহায় রেখে দিয়েছি।

সর। তবে আর কি—তাকে দিয়েই বামুনের ছেলেকে খাওয়াও না?

বিধাতা। হ্যাঁগা, তুমি এই দুঃখের সময় নানা ফেরাকা তুল্‌ছ? আর কি বল্‌বো বল! আবাগের বেটা রাজা কি বাসরে বাঘ যাবার যো রেখেছে? পাথরের বাড়ী করেছে, তারই ভেতর বাসর; চারদিকে পিপ্‌ড়ের মত পাহারা; শিকারী বেটারা ধনুকে তীর জুড়ে ব'সে আছে, পাখীটী ওড়্‌বার যো নাই; আর ঐ রাজাটা অস্ত্র নিয়ে বাসরের দোরে পাহারা দিচ্ছে। এখন কি করি?

সর। আপনিই কেন অলক্ষিতে বাসরে প্রবেশ ক'রে বাঘ হ'য়ে তারে বধ করুন না!

বিধাতা। আরে এ দিকেও কলম ডেলেছি! তাইতেই প্যাচে পড়েছি, নইলে কেমন রাজার বেটা রাজা দেখতেম, ছাদ ভেদ ক'রে প্রবেশ কর্‌তেম। এ তো আর সাম্‌নে দিয়ে যেতেম না, যে ষষ্ঠীর বরে দেখবেন।

সর। আবার কি কলম ডেলেছেন?

বিধাতা। বাল্‌তি-বাম্‌নি-বেটী কন্যার অদৃষ্টে লিখেছি, যে তার দোষে তার পতির মৃত্যু হবে। এখন তার দোষ না পেলে তো বাঘ হ'য়ে মার্‌তে পারি না!

সর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

বিধাতা। মা, তুমি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে বাসরে কন্যার কণ্ঠে ব'সে বরকে জিজ্ঞাসা করাও—'বাঘ কিরূপ'? আর বরের বুদ্ধি-

ভ্রংশ ক'রে, তার দ্বারা ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত করাও। আমি সেই অঙ্কিত ব্যাঘ্রে আবির্ভাব হ'য়ে ব্রাহ্মণবালককে বধ কর্‌বো।

সর। বাবা, বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম! বিনা অপরাধে কিরূপে এ কার্য্য কর্‌বো?

বিধাতা। কেন—অপরাধ বর্ত্তে নাই? বরের জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাজার দ্বারা ব্যাঘ্রকুল বিনষ্ট হয়েছে। হিংসার ফলে প্রতিহিংসা, সেই প্রতিহিংসায় বিপ্রপুত্র নাশ হবে।

সর। পিতা, আপনি বিধি দিচ্চেন—আমার দোষ নাই!

বিধাতা। বিধি দেবো না তো কি কলমটা ভাঙ্গ্‌তে বলো? ফলাফল না লিখে কি সৃষ্টিটা নাশ কর্‌তে বলো?

সর। পিতা, এবার থেকে একটু সাম্‌লে লিখো। কচি মেয়ে বিধবা করা, একটী ছেলে মার কোল থেকে কেড়ে নেওয়া, বুড়ো বাপকে কাঁদিয়ে উপযুক্ত ছেলেটীকে সরিয়ে দেওয়া, ও সব গুলো আর লিখো না।

বিধাতা। তবে রে আবাগের বেটী, দোষ চাপাচ্ছো আমার ঘাড়ে! কুমতি দিয়ে পাপ করাবে তুমি, আর দোষ দিচ্ছ আমায়! নাও, নাও—সময় হয়েছে, শীঘ্র এসো। একবার ষষ্ঠী বেটীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, সে বেটী আবার না রুষ্টা হয়।

[বিধাতার প্রস্থান।

১ম সঙ্গিনী। দেবী, অতি নিষ্ঠুর কার্য্য!

সর। শুন্‌লে তো স্বয়ং বিধাতা কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ। কর্ম্ম-সূত্রে আমিও বাধ্য; সকলই মহামায়ার প্রভাব!

সঙ্গিনীগণের গীত।

খেল' মা ভাল খেলা ভুলিয়ে রাখ' মোহিনী।
ছায়া কি কায়া তুমি অনাদি-প্রবাহিনী॥
মা তোমার অসীমপথে, বিহার কর' সময়-রথে,
ছায়ায় কায়া গড়েছ মা ভ্রমের জগতে ;
আলো কি তুমি তম, অনিল অনল ধরা ব্যোম,
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালপুরী, তুমি ছায়িনী॥
কে তোমায় চিন্‌তে পারে,
যে বলে পারে, সেই তো নারে,
এই দেখি, এই হও মা লুকি মোহের আঁধারে ;
মা তোমার মোহের ফাঁদে, ধর্‌লে আকার প'ড়ে কাঁদে,
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত মা অনন্ত-মোহিনী॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। চল—দ্রুতপদে চল—বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। মহারাজের আদেশ, আমাদেরও বিবাহবাড়ী বেষ্টন ক'রে থাক্‌তে হবে

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ

২য় সৈন্য। চল—চল, ঐ ভেরী নিনাদ হচ্ছে.

সকলের গীত।

চিরপবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র কীর্ত্তিমালী ভুবনে।
রব গভীর আর্য্যভেরী কম্পিত অরি শ্রবণে ॥
দাম্ভিক-দম বীরদম্ভ, ধ্বনিত দূর গগনে,
ধ্বজ বিশাল জয় গৌরব—সঞ্চালিত পবনে
(নমি) স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি চরণে—
চলে চঞ্চল পদে আর্য্যসেনা, তূর্য্যনাদ সঘনে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাসর-গৃহ।

গৃহে পাত্র-পাত্রী—দ্বারে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। আমার স্বয়ং বাসর-গৃহে থাকা উচিত ছিল। অলক্ষিতে যেন দেব-সমাগম অনুমান হচ্ছে। হোক্ বিধিলিপি! প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী, দ্বারদেশ স্বয়ং রক্ষা কচ্ছি,—ব্যাঘ্র কখনই প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু,—বরকন্যা পরস্পর আলাপ কচ্ছে।

সুমতি। তুমি চেঁচিয়ে বলো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

বিন্দু। রাজা দোরে রয়েছেন, কথা শুন্‌তে পাবেন।

কন্যা। তার পর—

বর। কোন রকমে আমায় বাঘে না আক্রমণ কর্‌তে পারে, সেই জন্যই এই প্রস্তরের বাড়ী, চতুর্দ্দিকে প্রহরী, অস্ত্র কারোর

উপর ভার না দিয়ে, রাজাও তাই স্বয়ং দ্বার রক্ষা কচ্ছেন।

সুমতি। হ্যাঁগা—বাঘ কি রকম?

বর। আজ ও সব কথা থাক্, আমার নাম কর্‌লে ভয় হয়।

সুমতি। বল্‌লে তো বাঘ বনে থাকে, তোমার এখানে এত ভয় কিসের?

বর। না—না, আমার কেমন বুক কাঁপে।

সুমতি। নাও—বলো।

বর। বাঘ বড় ভয়ানক! দেখতে কি রকম জানো, বেরালের মত।

সুমতি। ওমা—এরই এত ভয়! বেরালে কি কর্‌বে গো?

বিষ্ণু। না—না, বেরাল কেন? বেরাল ছোট, সেগুলো বড়—সে ভয়ঙ্কর!

সুমতি। কত বড়ই বেরাল!

বিষ্ণু। বেরালের ছোট মুখ—সে বৃহৎ মুখ! বৃহৎ দন্ত—বৃহৎ চক্ষু—যেন দব্ দব্ ক'রে জল্‌ছে!

সুমতি। হ'লেই বা বৃহৎ চক্ষু—আমি এক চড়ে মেরে ফেল্‌তে পারি।

বিষ্ণু। মেরে ফেল্‌তে আর পার না, মুখ দেখলে দাঁতকপাটী যাও।

সুমতি। সে তোমাদের দেশে বেরাল দেখলে দাঁতকপাটী যায়। আমি অমন খেতে খেতে কত বেরালের মুখ ছেঁচে দিয়েছি।

বিষ্ণু। মুখ ছেঁচবে? তবে দেখবে কেমন মুখ,—এই তোমায় দেখাচ্ছি, কাজলনতাখানা দাও।—(গৃহের দেওয়ালে ব্যাঘ্র.

চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া) এই ল্যাজটী—এই চারটী পা—এই থাবাগুলি—এই ধড়—

সুমতি। তবে যে বল্‌ছো—বেরাল ?

বিষ্ণু। বেরালের মত রকম না ?

সুমতি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

বিষ্ণু। ন্যাকা! এই দেখ—মুখ দেখ, এই একটী একটী দাঁত, এই চোখ, এই মুখের হাঁড়োল—(চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হইয়া বিকটনাদে বিষ্ণুপদকে আক্রমণ) মহারাজ, রক্ষা করো—(বিষ্ণুপদের পতন ও ব্যাঘ্রের অন্তর্ধ্যান)

সুমতি। ওগো সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো !

বিক্রম। এ কি ব্যাঘ্রের নিনাদ !

নেপথ্যে। বাঘ এয়েছে—বাঘ এয়েছে !

বিক্রম। (বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) কই কোথা ব্যাঘ্র ?—এ কি ব্রাহ্মণকুমার মৃত! এই যে রক্তধারা, মস্তকে ব্যাঘ্র-নখ-চিহ্ন !

(গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, মন্ত্রী ও নবরত্নের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো ?

গঙ্গা। আর কি হলো ! ব্রাহ্মণী স্থির হও—বিধিলিপি পূর্ণ হয়েছে—দেখছো না, বাছার মস্তকে ব্যাঘ্রের নখচিহ্ন !

বিক্রম। (সুমতির প্রতি) মা, বলো—ব্যাঘ্র কোথা গেলো ? রোদন সম্বরণ করো—বলো, তোমার স্বামীর মৃত্যু কিরূপে হলো ?

সুমতি। মহারাজ, অভাগীর ভাগ্যদোষে, এই চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হ'য়ে আমার স্বামীকে আক্রমণ করেছে।

বিক্রম। বুঝ্‌লেম,' বিধাতার ছলনা;—কিন্তু তোমারই প্রদ
মন্ত্র-প্রভাবে আমি পুনর্জ্জীবিত কর্‌বো। এ কি শ্লোক
বিস্মৃত হলেম না কি? এই যে সম্পুট মধ্যে শ্লোক লেখা
আছে। (পরিচ্ছদ হইতে সম্পুটস্থ জীর্ণ ভূর্জ্জপত্র বাহির
করিয়া) এ কি ভূর্জ্জপত্র কীট দ্বারা বিনষ্ট! কেবল 'লব্ধব্য'
এই কথাটী নষ্ট হয় নাই। মা জগদ্ধাত্রী, তোমার মনে
এই ছিল মা, আমার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ কর্‌লে,
রাজা হ'য়ে অকালমৃত্যু নিবারণ কর্‌তে পার্‌লেম না,
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়ে নিরাশ কর্‌লেম!

গঙ্গা। মহারাজ, ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার অদৃষ্টফল, আপনার
ত্রুটি হয় নাই। দৈবলিপি পূর্ণ হলো! নচেৎ চিত্রিত ব্যাঘ্র
কি সজীব হয়!

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

ব্রাহ্মণী। বাবা কোথায় গেলে—দুখিনী মাকে ফেলে কোথায়
গেলে? হায় অভাগা, অভাগিনীর জঠরে কেন আসিস্‌?
রাক্ষসীর নিকট কেন আসিস্‌? সন্তানঘাতিনীকে কেন মা
বলিস্‌? কি হলো—কি হলো, ওরে বড় আশায় বড় সাধ
ক'রে যে তোর বিবাহ দিয়েছি, বড় সাধ ক'রে বউ
এনেছি। বাবা, ওঠো, চাঁদমুখে একবার মা বলো; তুমি
তো সুবোধ, আমি ডাকুলে যেথায় থাকো, মা ব'লে ছুটে
এসো, আজ কেন উত্তর দিচ্ছ না?

সুমতি। মা—মা, কেন কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলে? আমিই
বাঘ দেখতে চেয়েছিলুম, তাই এই সর্ব্বনাশ হ'লো!
উনি নিষেধ করেছিলেন, স্বামীর নিষেধ শুনি নাই।

আমি মহাপাতকিনী, আমার বুদ্ধির দোষেই সর্ব্বনাশ হ'লো!

গঙ্গা। হা দুরদৃষ্ট! বড় আশা করেছিলেম।

বক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই আশায় নিরাশ করেছি। আমার কথা-মত সকল কার্য্যই করেছেন, আর একটী কথা রক্ষা করুন্। আমি সমস্ত অবস্থা বুঝেছি, আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতবর ক্ষপণক, বুঝ্লেম 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। আমি ব্যাঘ্র হিংসা করেছিলেম, সেই হিংসা-কীট, সঞ্জীবনী-মন্ত্র-লিখিত পত্র রেণুবৎ করেছে। পশু হিংসা না ক'রে, হোমাদি কার্য্য আমার উচিত ছিল। ভীষকরত্ন ধন্বন্তরী, দেখুন আপনার চিকিৎসা-প্রভাবে এই ব্রাহ্মণকুমার কি সঞ্জীবিত হ'তে পারে?

ধন্বন্তরী। না মহারাজ, ঔষধ প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত হয় না। ব্যাঘ্র-নখাঘাতে মস্তিষ্ক ভেদ হয়েছে, আমার দ্বারা উপায় হবে না।

বিক্রম। নবরত্নই উপস্থিত আছেন, এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ করতে আপনাদের মধ্যে কেহ কি সক্ষম? পণ্ডিতবর বররুচি কি বলেন?

বররুচি। মহারাজ, এ শ্লোক পূরণে আমি সক্ষম নই। এ শ্লোক পূরণ আমার অধিকার-বহির্ভূত।

বিক্রম। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ শ্লোক পূরণে সক্ষম থাকেন, আমায় এই মহাদায় হ'তে উদ্ধার করুন্। কবিবর কালিদাস, লোকে আপনাকে বাগ্দেবীর বরপুত্র ব'লে ব্যাখ্যা করে, আপনিও নীরব দেখছি।

কালিদাস। মহারাজ যে সময়ে 'লব্ধব্য' উচ্চারণ করেছেন সেই সময় হ'তেই, আমি শ্লোক পূরণের চেষ্টা কর্‌ছি। কিন্তু আমার শক্তি জড়িত, দেবী বাগ্‌বাণী এ স্থলে আমার প্রতি প্রসন্না ন'ন। আমার একমাত্র অনুমান, সরস্বতী-অংশের কোন রমণী ভিন্ন, এ শ্লোক পূর্ণ হবে না।

বেতাল। মহারাজ, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ শ্লোক পূরণ হবে না।

বরাহমিহির। কবিবর কালিদাস যেরূপ আজ্ঞা করলেন, আমার গণনায়ও সেইরূপ সিদ্ধান্ত। কোন রাজকন্যার দ্বারা এ শ্লোক পূরণ হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, বৃথা প্রয়াস কেন পাচ্ছেন? আমার দুর্ভাগ্য আপনি কিরূপে খণ্ডন কর্‌বেন?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমায় এক ভিক্ষা দেন। যদি আমার ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হয়, যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের কুসন্তান আমি না হই, যদি আমার তর্পণ পিতৃলোকের গ্রাহ্য হয়, আমি আপনার মৃতসন্তান লয়ে যাই, সঞ্জীবিত ক'রে এনে দেব;—ততদিন শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন না হয়। বিধাতা-পুরুষ, বুঝেছি, তোমারই ছল, তোমার লিপি পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা কর্‌বো, যে ভগবান্ কপালমোচন আর্য্য-ভূমিতে বিরাজিত কি না? ব্রাহ্মণ, মা ব্রাহ্মণপত্নী, জননী ব্রাহ্মণ-পুত্রবধূ, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্—আমি কৃতকার্য্য হবো।

গঙ্গা। মহারাজ, মৃত্যুমুখ হ'তে কেউ কখনো প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অহেতুক কেন ক্লেশ স্বীকার কর্‌বেন?

বিক্রম। দ্বিজোত্তম, শক-কলুষিত আর্য্য-ভূমে আমি নরপতি, এই নিমিত্ত আমার কথায় অবিশ্বাস কচ্ছেন, এই নিমিত্ত পূর্ব্ব-তন রাজ-কীর্ত্তি বিস্মৃত হচ্ছেন, এই নিমিত্ত আমি শপথ-পালনে অক্ষম হবো,—এইরূপ বিবেচনা কচ্ছেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার ফলবতী হবে না—বৃথা ক্লেশ পাবো—আশঙ্কা কচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, এখনও পবিত্র আর্য্য-ভূমির পবিত্র আচরণ বিলুপ্ত নয়, এখনও পূতসলিলা সুরধুনী আর্য্য-ভূমে প্রবাহিতা, এখনও হিমাদ্রি, কৈলাস-শেখর শিরে ধারণ ক'রে আছেন, এখনও তীর্থস্থান মাহাত্ম্য-শূন্য নয়, এখনও আপনার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর্য্য-ভূমিতে বেদধ্বনি কচ্ছেন;—আমিও আর্য্য-সন্তান ব'লে আত্মশ্লাঘা করি, আর্য্য-পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক'রে তাঁদের পদানুসরণ কর্‌বো আশা করি, তাঁদের জলপিণ্ডাদি দান আকাঙ্ক্ষা করি; আমিও পূর্ব্বতন আর্য্য-রাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ, মুকুট ধারণ অপেক্ষা গৌরবব্যঞ্জক বিবেচনা করি; শকের কুৎসিত কীর্ত্তির কুৎসিত ফল সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বো—ইষ্ট-দেবের নিকট প্রার্থনা করি। দ্বিজোত্তম, আমার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুন্, আমার উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করুন্, রাজার কর্ত্তব্যকার্য্যসাধনে সুযোগ দেন। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী, আমায় বিমুখ কর্‌বেন না। যদি করেন, এই দণ্ডে, যে অসি ব্রাহ্মণ-কুমারকে রক্ষা কর্‌তে অসমর্থ, সেই অসি দ্বারা হৃদয় দ্বিখণ্ড কর্‌বো, ছার প্রাণের আর প্রয়োজন বিবেচনা কর্‌বো

না! আজ্ঞা দেন, নচেৎ আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হবো!

গঙ্গা। মহারাজ, স্থির হোন, আমি সম্মত।

বিক্রম। আপনার পত্নী ও পুত্রবধূকে লয়ে যান। দেবী জগদ্ধাত্রীর কৃপায় আপনার পুত্রকে জীবিতাবস্থায় এনে আপনাদের ক্রোড়ে অর্পণ করবো।

ব্রাহ্মণী। মহারাজ, আমার যে ঘরশূন্য হলো!

বিক্রম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কলঙ্ক অবশ্যই মোচন হবে, আপনার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হবে। ব্রাহ্মণ, এঁদের এ স্থান হ'তে ল'য়ে যান।

সুমতি। মহারাজ, আমার কলঙ্ক কিসে মোচন হবে? আমি যে পতিঘাতিনী!

বিক্রম। মা, শোকার্ত্ত শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাকো, তোমার ললাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। তোমার এয়োস্ত্রি-প্রভাবে তোমার মৃতপতি জীবিত হবে। যাও মা, এ স্থানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো! বাছাকে কি আমি যমকে দিতে স্বহস্তে সাজিয়ে দিলুম! বাবা ওঠো, তোমা বিনা আর যে আমার কেউ নাই, আমি শূন্য ঘরে কি ক'রে থাক্‌বো?

গঙ্গা। স্থির হও—স্থির হও! রাজ-আজ্ঞা আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। চলো, বৃথা রোদনের ফল নাই।

[গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। পণ্ডিতবর বেতালভট্ট, আপনি যথার্থ গণনা করেছেন;

প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্লোক পূরণ হবে না। আপনারা আসুন, মন্ত্রী অপেক্ষা করো।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, আজ হ'তে রাজ্যভার তোমার, আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ এই মুকুট ধারণ করো, আর আমার নামাঙ্কিত এই রাজ-অঙ্গুরী গ্রহণ করো। নবরত্নের সহিত পরামর্শ ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রো। যদি ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করতে পারি, প্রত্যাগমন করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ, হস্তীর ভার মূষিক কেমন ক'রে বহন করবে?

বিক্রম। মন্ত্রী, আমার শপথ শুনেছ, আর উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ মুকুট আমার মস্তকে শোভা পাবে না। অনুমতি করুন, মুকুট সিংহাসনে স্থাপন ক'রে, মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করি।

বিক্রম। তোমার রাজভক্তিতে তৃপ্ত হলেম। ধন্বন্তরী যে তৈল প্রস্তুত করেছিলেন, তদ্দ্বারা মৃত-শরীর বিনষ্ট হয় না। সেই তৈল, আর একটী ঢোলক ল'য়ে অদূরে বটবৃক্ষতলে এসো। আমি এই মৃতদেহ তৈলাক্ত ক'রে, ঢোলকের মধ্যে আবৃত রেখে বহন কর্'বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, মিশরদেশীয় তৈল পরীক্ষিত; সে তৈলপ্রভাবে মিশরবাসিগণ তাদের সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে, আত্মীয়ের মৃতশরীর রক্ষা করে। সে তৈল পরীক্ষিত, সেই তৈল ব্যবহার তো যুক্তিযুক্ত? রাজ-আজ্ঞায় সে তৈল ক্রয় করা হ'য়েছে, কিরূপ অনুমতি করেন?

বিক্রম। ভীষকরত্ন ধন্বন্তরীরই তৈল প্রয়োজন। মিশরদেশীয় তৈল-

প্রভাবে অঙ্গের অস্থি, মাংস, ত্বক প্রভৃতি রক্ষিত হয়, কিন্তু উদরস্থ নাড়ী ও মজ্জা রক্ষিত হয় না। ধন্বন্তরীর প্রস্তুত তৈলের প্রতি সংশয় করা উচিত নয়। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তৈল প্রস্তুত করেছেন, সে তৈল অবশ্য ফলপ্রদ। সর্ব্বাপেক্ষা মন্ত্রী, মা ষষ্ঠীর কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর। তাঁরই আদেশ অনুসারে, দেবদেব কপালমোচনের আশ্রয় গ্রহণ করলেম। এখন বাবার মনে যা আছে হবে!

মন্ত্রী। মহারাজ, হীনের ন্যায় কুৎসিত ঢোলক বহন করবেন?

বিক্রম। ঢোলক বহন করবো দুই কারণে। প্রথমতঃ ঢোলকের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকুমারের দেহ রক্ষিত হ'লে, বায়ু প্রবেশ ক'রে দেহ নষ্ট করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ ঢোলক বাজ্য ক'রে "লব্ধব্য" নাম উচ্চারণ করবো, শব্দে লোক আকর্ষিত হবে; কেহ যদি শ্লোক পূরণ করতে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথায় গমন করবেন?

বিক্রম। জানি না। ব্রাহ্মণ-অস্থি দ্বাদশ বৎসর বহন করবো। যদি সত্যই শক-প্রভাবে কপালমোচন মহাদেব ভারত হ'তে অন্তর্হিত না হ'য়ে থাকেন, ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করবো, নচেৎ জীবন বিসর্জ্জন দেব!

[বিষ্ণুপদের দেহ লইয়া বিক্রমাদিত্য ও পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সুমতির পুনঃপ্রবেশ)

সুমতি। এই যে নাথের পাদুকা রয়েছে, এই পাদুকা আমার সম্বল। রাজ-আজ্ঞা হেলন করবো না, এই পাদুকা পূজা ক'রে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করবো। কে যেন আমায় বলছে, আমি বিধবা নই—সধবা। এই পাদুকা

ল'য়ে সধবার আচারে আমার পতির কল্যাণ কর্‌বো। সতীপুর-নিবাসিনী সতীরাণী দক্ষসুতা-সঙ্গিনী সতী-সীমন্তিনী আমার সীমন্তের সিন্দুর রক্ষা ক'রো। শুনেছি, সতীত্ব-প্রভাবে সাবিত্রী দেবীর মৃতপতি পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। সতীর পদধ্যানে যেন আমার সধবার আচার বিফল না হয়। ম কুমতি-সুমতিদাত্রী! আমার কুমতিতে পতির অকল্যাণ হ'য়েছে। লজ্জা রাখ মা,—আমি অনাথিনী পতিহারা! অন্তর্যামিনী, আমার অন্তরের ব্যথা বোঝো!

গীত। *

কলঙ্কিনী পতিঘাতিনী।
ধরণী ধরে কি হেন মতিহীনা অভাগিনী॥
শমনে ডাকিয়ে ঘরে, পতিরে দিয়েছি ধ'রে,
সিন্দূর মুচেছি শিরে নিজ করে, সীমন্তিনি!
মৃতপতি, পতিব্রতা পেয়েছ সাবিত্রী মাতা,
এসো সতী, হর ব্যথা, দাসী পতি-ভিখারিনী॥

(পাদুকা বক্ষে লইয়া ধ্যানমগ্না)

(সতীরাণী ও সতীসঙ্গিনীগণের শূন্যে আবির্ভাব)

সতী-সঙ্গিনীগণের গীত।

হয়ো না বিষাদিনী, ফিরে পাবে মৃতপতি।
সদয়া তোমার প্রতি পতিপ্রাণা ভগবতী॥
সতী রাণী শিবজায়া, রাখবেন তোমার পতির কায়া,
সতীর ব্যথায় ব্যথিত মায়া, উদয় দক্ষসুতা সতী॥
শমন কি শক্তি ধরে, তোমার পতির জীবন হরে,
কপালিনীর বরে, সদয় কপালমোচন পশুপতি॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিত্রকূট রাজ-প্রাসাদ—বিম্বাবতীর পাঠাগার।

অধ্যাপক ও জগন্নাথ।

জগ। দাদা, এখানে তুমি আমায় এক দিনও আনো নি। রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলে, সে খুব সাজান বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না।

অধ্যা। নে, এখানে বর্ব্বরতা করিস্ নে,।

জগ। তোমার সব কথাতেই দাব্ড়ি, আমি দিদিমাকে তাই বলেছিলেম যে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো না।

অধ্যা। মূর্খ, চুপ কর্‌বি?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় মুখ্যু মুখ্যু করো, কিন্তু কত কবিতা শিখেছি জানো? একটা কবিতা রচনা করেছিলেম, কবিতাটা ভুলে যাচ্ছি, তার ভাব যদি শোনো—তুমি হাঁ ক'রে থাক্‌বে। ভাব শোনো,—'হে চন্দ্রবদনী, তোমার মুখ-সুধা ক্ষরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র তরঙ্গিত হ'য়ে, তন্মধ্যে পূর্ণেন্দু প্রবেশ করেছিলেন।' হুঁ হুঁ—কালিদাসের বাবাও এ ভাব আন্‌তে পার্‌বে না।

অধ্যা। দাদা, রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছি, যে ডালে দাঁড়িয়ে আছ, সে ডালটী কেটো না। নাতবউ হ'লে যত

কবিতা পারো, রচনা ক'রো। তোমায় স্বেচ্ছায় হেথা আন্‌তেম না,—রাজকন্যা নিত্য অনুরোধ করেন; তাই তোমায় সঙ্গে এনেছি। ক্ষণকাল একটু শান্ত হও, চির-দিনের অন্নস্থান ঘুচিও না।

জগ। দাদা, কবিতা নইলে জগন্নাথ এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না, আমার পেট ফুল্‌চে!

অধ্যা। গৃহে গিয়ে তৈল-বারি লেপন ক'রো; শান্ত হও।

জগ। আমি তো দিদিমাকে বলি, তোমার সাম্‌নে আমোদ কর্‌বার যো নাই।

অধ্যা। দাদা, এখান হ'তে গিয়ে যত পারো, আনন্দ ক'রো। আমি প্রবাসে চল্লেম, আর তো নিষেধ করতে আস্‌বো না! তবে এইটী ক'রো, ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ক'রো না।

জগ। দাদা, তুমি মিছিমিছি আমায় বকো, এই তে আমার বড় ব্যাজার ধরে। তোমার ঐ ন্যায়ের কিচ্‌কিচি আমার ভাল লাগে? আমি তোমার পাঠ-ঘরের ধার দিয়ে চলি? কারোকে শেখাচ্ছো 'স্ববর্ণে নাক দীর্ঘ,' কারো সঙ্গে কর্‌ছ—'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার-তৈল'; দুটো একটা কবিতা শেখাতে, তা'হলে সেখানে ব'স্‌তেম। আমার কবির প্রাণ!

অধ্যা। ভায়া, এ ভ্রম তো অনেকবার স্বীকার পেয়েছি।

(বিদ্যাবতী ও সখিগণের প্রবেশ)

চুপ্‌—কর।

সখিগণের গীত।

থাকে হায় মাধুরি কোথায়?
ধরি ধরি ধর্‌তে নারি, এই আসে এই কোথায় যায়॥

থাকে স্পর্শে কি স্বরে, কিম্বা আলোয় বিহরে,
রসে ভাসে কিম্বা ফেরে সৌরভের ভরে ;
গোধূলি কি থাকে উষায়, রবি-শশী তারার বিভায়,
কখন হেসে ফুলে বসে, কখন খেলে মেঘমালায় ?

বিম্ব। গুরুদেব, আজ একটী নূতন শিবের গান শিক্ষা দেন।

অধ্যা। মা, কিছুদিন তোমাকে নূতন পাঠ দিতে পার্‌বো না। মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত চতুষ্পাঠি পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ কর্‌ছেন। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় শীঘ্রই ছাত্রদের পরীক্ষা হবে, সেই নিমিত্ত ছাত্রগণকে পরীক্ষা ক'রে নানাস্থান ভ্রমণ করবো। অপর ব্যক্তিকে, তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যেতেম, কিন্তু তোমরা উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিতা, তোমাদের পাঠ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান কর্‌বার সময় পেলেম না। তোমরা পরস্পর আলোচনা ক'রো।

বিম্ব। যে আজ্ঞে। ইনি কে ?

অধ্যা। মা, এইটী আমার গলগ্রহ! জান তো আমি পুত্রহীন। একমাত্র কন্যা, এই পুত্রটী প্রসব ক'রে পরলোক গমন করেছে। নিতান্ত মেধাহীন ; নানাপ্রকার চেষ্টায় শিক্ষিত কর্‌তে পারি নাই। তোমরা নিত্য এরে দেখবার জন্য অনুরোধ করো, কিন্তু আনি নাই, তার কারণ—তোমাদের নিকট কি চপলতা কর্‌বে!

জগ। দেখ' দাদাম'শায়, দিদিমার সাক্ষাতে যা বলো, তা বলো। তুমি কি বল্‌ছ ?—আমি এদের কবিতা পড়াতে পারি।

অধ্যা। তা দাদা, স্থির হও। (বিম্বাবতীর প্রতি) দেখলে মা, এই জন্য সঙ্গে নিয়ে আসি নে। কাল তোমরা নিতান্তই প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছ, তাই এনেছি। আমি চল্লেম।

বিম্বা। প্রণাম!

অধ্যা। চির-সুখিনী হও। আয় জগন্নাথ।

জগ। দেখ গা, দাদাম'শায়ের কথা শুনো না, ওঁর ঐ কিচিমিচি ব্যাকরণ না শিখলে আর পণ্ডিত হয় না। আমার কবিতায় খুব অধিকার, আমার নাম জগন্নাথ কবিরত্ন; আমি পরিচয় দেবো।

অধ্যা। নে—নে, আর পরিচয় দেয় না; পরিচয় পেয়েছে। আয় আমার প্রবাস যাবার উদ্যোগ ক'রে দিবি চল।

জগ। আমি তোমার তল্পি বাঁধতে পারবো না।

অধ্যা। মা একটী কথা;—সে'বার প্রবাসে গিয়েছিলেম, তুমি নিত্যই রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য গৃহিণীর নিকট প্রেরণ কর্তে। তা মা, আমি টুলো ব্রাহ্মণ, সে সব রত্নাদি রাখ্‌বার স্থান কোথায়? রাজ-কৃপায় আমার কোন অভাব নাই।

বিম্বা। কেন প্রভু, গুরুপত্নীর নিকট যৎকিঞ্চিৎ পাঠাতে নিষেধ কচ্ছেন কেন?

অধ্যা। মা, তুমি তো শাস্ত্র জানো, ব্রাহ্মণের লোভ হওয়া উচিত নয়। তুমি যা দিতে ইচ্ছা করো, বাবা উমানাথের পূজায় দিও, তাতেই জান্‌বে, আমায় গ্রহণ করা হবে, তাতেই আমার তৃপ্তি লাভ হবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। একেই মা ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল, বাল্যাবধি সে আকাঙ্ক্ষা দমনের চেষ্টা করি, বৃদ্ধকালে সে জঞ্জাল যেন না উপস্থিত

১মা সখি। আপনি খুব কবি—খুব কবি!

জগ। আর সঙ্গীতেও সেইরূপ। একটা শুনবে না কি?

হ্যাঁ—

অ্যা—সা—

লুম তা ধুম গুড়ুম গুম

নি ধা সা নি পা—

এর নাম আলাপ। বিদ্যা দা—দা—দামিনী—

২য়া সখি। এ বুঝি ধ্রুপদ?

জগ। হ্যাঁ অর্থাৎ ধ্রুবপদ। এই পদ—দা—দা—পদ অর্থাৎ পায়চালি করচে। (পায়চালি করণ)

২য়া সখি। হ্যাঁ ঠাকুর, খেয়াল কি রকম?

জগ।—

ফুলধনু—এ ধনু—সে ধনু

রুণ—রুণ—রুণ—

এ ধনু—এ ধনু—এ ধনু

ফুলধনু—ফুলধনু—

কোদণ্ড ধনু—কোদণ্ড ধনু—

ধনু—ধনু—তীর—কটাক্ষ—

ও—ও—ও—

দেখ এ সকল ভারি অঙ্গের গান। তোমাদের টপ্পা শিক্ষা দেবো।

সা যে হোঁ তু দি তু দি—মুদিনী—

এ সব শেখো, শিক্ষা দিতেই এসেছি।

বিম্বা। ঠাকুর, আজকে আমরা শিবপূজায় যাবো। কাল হ'তে আমরা আপনার কাছে পাঠ গ্রহণ করবো।

জগ। বেশ তো—বেশ তো—চল না, আম তোমাদের সঙ্গে যাই;

বিম্বা। আজ আর কেন যাবেন, কাল আপনাকে প্রণামী দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবো। আজ এখন আসুন, প্রণাম।

জগ। আজই কেন দাও না—আজই কেন দাও না?

২য়া সখি। শুদ্ধাচারে প্রণাম করবো।

বিম্বা। আপনি আসুন।

জগ। চল্লেম—চল্লেম; তোমাদের নিকট হ'তে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

১মা স। কি করবেন, প্রহরীরা রাজকন্যাকে নিতে আসবে, আপনাকে চেনে না, আর তারা বিদেশী লোক, কথাও বোঝে না, যদি চোর ব'লে ধ'রে ফেলে? আমাদের কথায় ছেড়ে দেবে না।

জগ। অঁ্যা সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?—তবে আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কল্য যেন এরূপ ব্যাঘাত না থাকে।

২য়া সখি। না, মহারাজকে আমরা ব'লে রাখবো, তিনি প্রহরীদের হুকুম দেবেন, কাল আর তারা কিছু বলবে না। যান—যান—তাদের আসবার সময় হলো।

জগ। বেরোবার সময় তো কিছু বলবে না?

১মা সখি। না, সে ভয় নাই, আপনি আসুন।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান

বিম্বা। কি উৎপাত!

২য়া সখি। সখি, বরের ভাবনা ভাবছিলে, এই তো হর-পূজা না করতেই বর দেখছি।

বিম্বা। ওর চরিত্র ভাল নয়, ওকে আর আস্‌তে দেওয়া হবে না। কাল প্রণামী পাঠিয়ে দিয়ে আস্‌তে বারণ ক'রে দেবো। ওর মুখের ভাব দেখেছিস্? হাঁ ক'রে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

১মা সখি। দেখ্‌বো না কেন, গা'বার সময় কত চোখ ঠেরে ভঙ্গী করলে, কত ভাগ্যে এমন কবি-গুরু পাওয়া যায়!

বিম্বা। যা বল্‌লি।

সখিগণের গীত।

ভাল জুটেছে গুরু।
ফচ্‌কে মাণিক, মুচ্‌কে হাসে, কুঁচকে ভু'ভুরু॥
রসের সাগর রসেতে টস্ টস্
রস খেয়ে যায় দু'কস,
কথায় কথায় ঝ'রে পড়ে রস;
ছবড়ি দাঁতে রসের মাতে কস ধরেছে দু'পুরু॥
বিদ্যা এক ভুঁড়ি, পেটে কাটে বুড়বুড়ি,
ধোপার বাড়ী মেলে না জুড়ি;
বাঁধা ছিল, ছাড়া পেয়ে চরা করেছে সুরু॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিত্রকূট—শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। নানা স্থান ভ্রমণ করলেম, কিন্তু কই কৃতকার্য্য তো হলেম না। দিবারাত্র 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' বল্‌ছি, কিন্তু কেউ তো

এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ করতে পারলে না। যদি পরমায়ু প্রদানের শক্তি থাকতো, আমি এই দণ্ডে প্রদান করতেম। না এখন মরণ কামনা করবো না। দ্বাদশ বৎসর পদব্রজে ভ্রমণ করি; যদি মনোরথ পূর্ণ না হয়, বিপ্রকুমারের সৎকার ক'রে, অগ্নিতে প্রবেশ করবো। ভগবান্, কেন আমায় রাজসিংহাসন প্রদান করেছ! বিভীষণের দিব্য কি আমা হ'তে প্রমাণ হবে! তিনি, 'কলির রাজা হবেন' কি আমায় লক্ষ্য ক'রে দিব্য করেছিলেন! রাজ্যলাভ কি পাপ-সঞ্চয় করবার জন্য হয়েছে। রাজার তো কোন কর্ত্তব্য কার্য্যই করতে পারলেম না। শকদলিত রাজ্যে ধর্ম্মলুপ্ত, কর্ম্মলুপ্ত, বাণিজ্যলুপ্ত, শিল্পলুপ্ত, কৃষিলুপ্ত, বিপ্রকুমারের অকালমৃত্যু!

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

গীত।

ভস্মভূষিত সিত-কলেবর,
সিত-বিভাসিত হসিত অধর,
সিত কুণ্ডল দল দল শ্রবণ।
শুভ্র আয়ুধধর, শুভ্র বৃষভ' পর,
সিত-কপাল করতল শোভন॥
গঙ্গা-ফেণ-সিত, জটা-বিলম্বিত,
শেখর শিশুশশী-সিত-কিরণ॥
শিব শুভ্রময়, ভব-পাপ-ক্ষয়
কুরু ভব বন্ধন মোচন॥

সন্ন্যাসী। দেখ আমি যেন দেখছি, যে বাবা নর-কলেবর ধারণ ক'রে, এই ভাবে দেব-ভাষায় নিজ স্তুতিগান করছেন।

১ম-শিষ্য। (স্বগত) দেখ গাঁজাখুরি! (প্রকাশ্যে) প্রভু, আজ্ঞা কর্‌ছিলেন, মহাদেব সকলই পারেন, কিন্তু সংশয় হচ্ছে, অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হবে ?

সন্ন্যাসী। কি অসম্ভব একটা বল ?

১ম শিষ্য। ধরুন, যা হয় একটা অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোমার হ'য়েই আমি একটা অসম্ভব কল্পনা কর্‌ছি ; ধরো, রাজা বিক্রমাদিত্য ঢুলী হ'য়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছে।

২য় শিষ্য। ঐ দেখুন প্রভু, একটা ঢুলী দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী। সহসা যদি ঐ ঢুলী, রাজা বিক্রমাদিত্য হয়, এ একটা অসম্ভব।

২য় শিষ্য। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী। এই মুহূর্ত্তেই এই অসম্ভব—সম্ভব হ'তে পারে।

১ম শিষ্য। না গুরুদেব, এ ঠিক অসম্ভব নয়। হয় তো ঐ রাজা বিক্রমাদিত্য, ছদ্মবেশে ঢুলী হ'য়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসী। আরও অসম্ভব কল্পনা করি। বাবার পুরোহিতের মুখে শুন্‌লেম, রাজকন্যা আজ পূজা কর্‌তে আস্‌বে ; ধরো, ঐ ঢুলীর গলায় যদি রাজার সেই কন্যা বরমাল্য প্রদান করে ?

১ম শিষ্য। এও অসম্ভব নয়। কল্পনা কর্‌লেই হয়, এই ঢুলী রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকন্যা, ওঁর প্রার্থী—বরমাল্য দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তার পর শোনো ;—কন্যা একটী শ্লোক বল্‌লে, সেই শ্লোক একটী মন্ত্র হলো, সেই মন্ত্রে মরা মানুষ বাঁচলো,—এটী

অসম্ভব জ্ঞান করো? আমি কিছুই বিস্মিত হবো না, যদি এই যে অসম্ভব কল্পনা কর্‌লেম, এই স্থানে পূর্ণ হয়। বাপু, শিক্ষার আর আমার কাছে অধিক কিছু নাই, জেনো—সকলের মূল—বিশ্বাস! আমি চল্লেম।

২য় শিষ্য। কখন দর্শন পাবো?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা হ'লেই পাবে। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) বাবা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? তোমার কর্ত্তব্য করো, কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না। কেমন জান? রাজকর্ত্তব্য দোষীর প্রতি দণ্ড বিধান করা—ব্রাহ্মণ হ'লেও তার প্রতি উচিত বিধান করা—কৌশল দ্বারা কৌশল নিবারণ করা। এইখানে থাকো, ঢোল বাজাও, বাবাকে শোনাও।

[প্রস্থান।

বিক্রম। (স্বগত:) কে এ সন্ন্যাসী, আমায় এইখানে থাকৃতে আদেশ দিয়ে আশ্বাস প্রদান কর্‌লেন? রাজ-কর্ত্তব্যের কথা কি বল্‌লেন?

১ম শিষ্য। কি এক বেটা বুজরুকের পেছনে ঘুর্‌ছিস আর আমাকেও ঘোরাচ্ছিস্? ও বেটা আবার সোণা কর্‌তে জানে! ও বেটার সব কথাতেই এক 'বিশ্বাস'!

২য় শিষ্য। নারে—ও দম্‌বাজি খেল্‌ছে,—এই দাঁড়া না, ভুগিয়ে আদায় কর্‌ছি।

১ম শিষ্য। আরে তুই যেমন খেপেছিস্? বেটা বলে, গাঁজা খাই নি, কিন্তু আমাদের চেয়েও গাঁজাখোর। গাঁজাখুরি ঝাড়্‌লে দেখেছিস্? রাজা বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন.

রাজকন্যা এসে মালা দেবে, শ্লোক বল্‌বে, মন্ত্র হ'বে, মরা মানুষ বাঁচ্‌বে!

২য় শিষ্য। তুই তো আমায় নিয়ে এসেছিলি। বল্লি,—উমানাথের মন্দিরে মস্ত কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, হরিতাল ভস্ম কর্‌তে জানে, সোণা কর্‌তে জানে।

১ম শিষ্য। আমি তো ভাই যেদিন্ থেকে ওর মুখে 'বিশ্বাস' শুনেছি, সেই দিন থেকে বল্‌ছি, 'চলো সরে পড়ি।' এ বেটার সঙ্গে ঘুরে কি কম লোকসান করেছি?

২য় শিষ্য। শোন্ না—এক কৌটা হরিতাল ভস্ম ওর কাছে আছে, আমি নিরিবিলি খেতে দেখেছি।

১ম শিষ্য। তুমিই ঠাওর রেখেছ, আমি বুঝি ঠাওর রাখি নি? সে বুঝি হরিতাল ভস্ম?—জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ!

২য় শিষ্য। আঃ ছাঃ! তবে বেরিয়ে পড়ি চ'।—(বিক্রমাদিত্যের প্রতি) কি বল হে বিক্রমাদিত্য?

বিক্রম। লব্ধব্য!

১ম শিষ্য। রাজকন্যা তোমায় বরমাল্য দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। লব্ধব্য!

২য় শিষ্য। দেখ কাশীধামে গিয়েছিলেম, সেথানে এই পাগ্‌লাকে দেখেছি।

১ম শিষ্য। আমিও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ওকে দেখেছি।

২য় শিষ্য। আচ্ছা, তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?

বিক্রম। সেই সেথায়।

১ম শিষ্য। তোমার কে আছে?

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য! (স্বগতঃ) বাবা, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে আশ্বাস প্রদান করেছ, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে এই স্থানে থাক্‌বার আদেশ প্রদান করেছ, তুমিই মৃত সঞ্জীবিত হবে আজ্ঞা করেছ, আমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। পূজার ফুল সংগ্রহ ক'রে আনি, রাজকন্যাকে দেবো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

২য় শিষ্য। উন্মাদ—পাগল!

১ম শিষ্য। নে, তামাসা রাখ, এখন কি কর্‌বি বল? এ বেটার সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে ক'দিন মাটী হলো।

২য় শিষ্য। একটা ফণ তো কিছু কর্‌তে হবে?

১ম শিষ্য। রাজকন্যা পূজা কর্‌তে আস্‌বে শুন্‌ছি, এখান থেকে কিছু ঠকিয়ে নিলে হ'তো না।

২য় শিষ্য। নারে, ধরা পড়ে যেতে হবে। চল—পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উমানাথের মন্দির।

বিম্বাবতী ও সখিগণের প্রবেশ।

সখিগণের গীত

মরি মরি কেরে বালিকে।
বিভূতি-বিভূষণা সোণার চাঁপার কলিকে॥

ভেসে যায় নয়ন জলে, ববব্যোম্ সদাই বলে,
বেলপাতা দেয় বাবার মাথায় গঙ্গাজল ঢালে ;
কে ক্ষেপা মেয়ে, আছে স'য়ে, আগুন জ্বেলে চৌদিকে ॥
ক্ষেপী পূজে দিগম্বর, ডাকে কোথায় আছ হর,
যোগিনী যোগাসনে মাগে যোগীশ্বর ;
ছিল গৌরীবালা, ভেবে ভোলা হৃদয়-তাপে কালীকে ॥

১মা সখী। হ্যাঁ লো, প্রহরীদের মন্দিরের বাইরে রেখে এলি কেন ?

বিম্বা। এ দেবস্থান, হেথায় আমরা রাজকন্যা নই। বাবার স্থানে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সমান, হেথায় প্রহরীর প্রয়োজন কি ? বাবাই আমাদের রক্ষক !

(ফুল লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য !

বিম্বা। এ কে লো ?

১মা সখী। দেখ, বুঝি তোর বরাতে বিক্রমাদিত্য এলো !

বিম্বা। কেন তোর বরাতেও তো হ'তে পারে।

১মা সখী। আমি তো বিক্রমাদিত্যের জন্য হেদুই নি।

বিক্রম। লব্ধব্য !

বিম্বা। আহা দিব্যি ফুলগুলি, বেচে না ? বাবার পূজার উপযুক্ত ফুল !

২য়া সখী। ও ঢুলী—ও ঢুলী, এই ফুলগুলি আমাদের দেবে ?

বিক্রম। তোম্‌রা বাবার পূজা কর্‌বে ব'লেই তো ফুল এনেছি। এই নাও—এই নাও।

বিম্বা। কি নেবে ?

বিক্রম। কি, বাবার পূজার ফুলের দাম নেব? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কে?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। কোথায় থাকো?

বিক্রম। লব্ধব্য!

২য়া সখী। কুমারী, ঠাউরে কি দেখছ—ও একটা পাগল।

বিম্বা। কি আশ্চর্য্য, এমন রূপবান্ পুরুষ তো আমি কখনো দেখি নি। রাজা বিক্রমাদিত্য যে এ অপেক্ষা অধিক রূপবান, আমার কল্পনা হয় না।

১মা সখী। না! বাবা উমানাথ, তোমার পূজার আগেই বিক্রমাদিত্যকে এনে দিয়েছে।

বিম্বা। সখি, পরিহাস রাখো। কোন উচ্চ কুলোদ্ভব, তার আর সন্দেহ নাই, দৈববিড়ম্বনায় এ দশা হয়েছে। বার বার 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' কি বল্‌চে? লব্ধব্য শব্দের অর্থ—অদৃষ্টে যা ফল আছে। এ কি কোন লব্ধব্য ফলে বঞ্চিত হ'য়ে 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' কর্‌ছে? পূজা অন্তে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি—দেখ্‌বো। রাজ-বৈদ্যকে দেখাবো, যদি কোন উপায় হয়।

১মা সখী। সত্য কুমারী, রূপবান পুরুষ বটে! (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? রাজকুমারী বল্‌ছেন, তোমায় নিয়ে যত্ন ক'রে রাখ্‌বেন।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তোমার কোন কি উৎকট মনোবেদনা আছে? তুমি 'লব্ধব্য' কি বল?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কি কোন মনস্কামনা ক'রে বাবার নিকট এসেছ? স্বরূপ উত্তর দিচ্চ না কেন? তুমি তো আমাদের কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ।

বিক্রম। পূজা দেখবো লব্ধব্য।

বিম্বা। আচ্ছা পূজা করি, তুমি ব'সো।

১মা সখী। দেখ—শোনো,—ইনি রাজকন্যা, তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের না বলো, এঁর নিকট বল্লে, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

বিক্রম। তাইতে এসেছি—লব্ধব্য।

১মা সখী। শোনো, তোমার কাছে এসেছে।

বিম্বা। যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তা হ'লে তুমি যা চাবে, দেবো।

বিক্রম। যা চাই, টের পাবে—লব্ধব্য।

বিম্বা। (স্বগত) পাগল কি না—আমার সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয়, কি মানস ক'রে বাবার নিকট এসেছে। (প্রকাশ্যে) আয় ভাই পূজা করি।

(সকলের মহাদেবের স্তবগান)

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল।
বিষমোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, চন্দ্রভাল বিমল॥
অস্থিদাম দলমলদল, ঢল ঢল রজ অচল,
ফণা-কঙ্ক-ফণি-মণ্ডিত-কণ্ঠ-নীল গরল,
অম্বর দিগ বরভয়-হর-কর লোহিত কমল;
উমেশ ঈশ আশুতোষ কুরু মানস সফল॥

বিম্বা। কই, তোরা বাবার কাছে কামনা করলি নি ?

১মা সখী। কামনা করেছি। কামনা এই—মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোমার পতি হোন,আমরা তোমাদের দু'জনের সেবা করি। পরস্পর এই কামনা ক'রে আমরা এসেছি। তুমি নির্জ্জনে পূজা করো, আমরা আস্‌ছি।

বিম্বা। সখি, আমার একটী কামনা ছিলো, দু'টী কামনা হলো। যেন রাজা বিক্রমাদিত্য আমার পতি হন, আর তোরা যেন আমার সপত্নী হোস্‌। যেমন ভগ্নীর মত আছি, তেমন ভগ্নীর মতন চিরদিন থাক্‌বো।

১মা সখী। ওঃ! আমাদের শুদ্ধ বর জোটাতে এসেছ ? চল্‌ ভাই, উনি সম্বন্ধ করুন্‌।

[সখিগণের প্রস্থান।

বিম্বা। বাবা উমানাথ, আমার পূজা গ্রহণ করো। আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। দেবদেব, তুমি শচীকে ইন্দ্র দিয়েছ, লক্ষ্মীকে বিষ্ণু দিয়েছ, আমারও মনোমত বর দাও,—এই বিল্বদল গ্রহণ করো, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন আমার স্বামী হন। [শিবলিঙ্গোপরি বিল্বপত্র প্রদান ও পত্রের নিম্নে পতন।

বিক্রম। (শিবলিঙ্গ হইতে বিল্বপত্র পড়িতে দেখিয়া) তথাস্তু !

বিম্বা। এ কি ! শুনেছি, কলিতে বালক আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়। বাবা কি এই পাগলের মুখে আমায় বর দিলেন ? এই যে বাবার মাথার ফুল পড়্‌লো ! তবে কি সত্যই বাবা কৃপা করলেন !

বিক্রম। বাবা কৃপা করবেন না ! তবে কি করতে এসেছি। লব্ধব্য—লব্ধব্য।

বিম্বা। পাগল, তোর মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক্।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

ইনি আবার কি কর্‌তে এলেন ?

জগ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি। (বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া) এ কে? কে রে বেল্লিক, দূর হ!

বিম্বা। ওকে কিছু বল্‌বেন না—ওকে কিছু বল্‌বেন না।

জগ। ও থাক্‌লে যে আমার কার্য্য হবে না।

বিম্বা। কেন হবে না—ও পাগল, ও কোন কথাই বোঝে না।

জগ। কেমন রে, কোন কথাই বুঝিস্ না তো ?

বিক্রম। লব্ধব্য।

জগ। শোন্—শোন্, আমি যা এই নবযুবতীকে বল্‌বো, তা তো বুঝতে পার্‌বি না ?

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিম্বা। ও কিছুই বোঝে না, কি বলবেন—বলুন।

জগ। ভাল তবে শোনো, এইবার তো শুদ্ধাচারে আছ, আমাকে যে প্রণামী দেবে বলেছিলে ?

বিম্বা। কি চান—বলুন ?

জগ। যত রত্ন আছে, তার যে সেরা রত্ন—তাই চাই। প্রতিজ্ঞা করো—দেবে ?

বিম্বা। কি রত্ন—বলুন ? আমার নিকট সে রত্ন না থাক্‌লে কিরূপে দেব ?

জগ। তুমি অনায়াসেই দিতে পার্‌বে।

বিম্বা। এমন কি রত্ন— বলুনই না ?

জগ। আগে তুমি এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে— বাবার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করো।

বিম্বা। আচ্ছা, যদি আমার অসাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

জগ। যদি সাধ্য হয়, দেবে?

বিম্বা। দেবো।

বিক্রম। যদি বাবা না বিরূপ হন।

বিম্বা। (স্বগত) পাগল যথার্থ বলেছ।

জগ। দেবে বলো?

বিম্বা। হ্যাঁ, যদি বাবা না প্রতিরোধ করেন।

জগ। বাবা প্রতিরোধ করেন, সে আমি বুঝ্‌বো, তোমার দোষ থাকবে না, বলো—দেবে?

বিম্বা। দেবো।

জগ। এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লে?

বিম্বা। ব্রাহ্মণ, কেন বার বার বল্‌ছো—আমি প্রতিশ্রুত।

জগ। আমায় বর-মাল্য প্রদান করো।

বিম্বা। ঠাকুর, কি বল্‌ছ? পিতা জানলে, সর্ব্বনাশ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা।

জগ। কেন, বুড়ো ব'লে গিয়েছে ব'লে আমি সত্যসত্য কি মূর্খ? ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ কর্‌বার অধিকার আছে।

বিম্বা। কিন্তু পিতা জান্‌লে, কি বল্‌বেন?

জগ। কেন ভাবছো, বিবাহ হ'লে তো আর ফিরবে না! আমি খুব রসিক, আমার সহিত দিবারাত্র—কাব্যালাপে পরমসুখে কাট্‌বে।

বিম্বা। বাবা উমানাথ, কি সঙ্কটে ফেল্‌লে! আমি যে তোমার

সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেম! বাবা, আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌লে! তোমার পুষ্প পেয়ে ভেবেছিলেম, বিক্রমাদিত্য স্বামী হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলেম! যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি, পিতার কোপে হয় তো ব্রহ্মহত্যা হবে; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে নরকস্থ হ'তে হবে। বাবা উমানাথ, এ সঙ্কটে তুমি উদ্ধার করো!

জগ। বুড়োর কথায় তোমার মন চটে আছে, বুঝতে পাচ্ছি। একদিন আমার রসিকতা স্থির হ'য়ে শুন্‌লেই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে,—তখন আমায় বলবে—'ঠাকুর, কৃপা ক'রে আমায় চরণে স্থান দিয়ে বেশ করেছ!'

বিদ্যা। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, রাজকোপে সর্ব্বনাশ হ'বার সম্ভাবনা! রাজা কারও কথা শুন্‌বেন না। এক গুরুদেবের কথা মানেন। তিনি ফিরে আসুন, তিনি মহারাজকে বোঝালে যেরূপ হয় হবে।

জগ। সে বুড়ো রাজী হবে না, আমায় বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবে, আমি তাকে জানি। হুঁ হুঁ, আমি ফাঁকে পড়বার ছেলে নয়। তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। প্রতিজ্ঞা করেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ! গোপনে মালা দিলে রাজা কি ক'রে টের পাবে?

বিদ্যা। গোপনে কি ক'রে মালা দেবো? এখনি সখীরা আস্‌বে।

জগ। তার কি কাটান মন্ত্র নেই? তবে শোনো—আজ রাত্রে শুভলগ্ন আছে। আমি দুই প্রহর রাত্রিতে এসে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বো, তুমি গোপনে এসে বরমাল্য দিও। তারপর ভট্‌চাজ্ এলে রাজাকে বোঝাবে।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর যদি ভুলে যায়, মন্দিরে না আসে, তা হ'লে তুমি কাকে বে করবে? তোমার প্রতিজ্ঞা কি ক'রে থাকবে? বলো,—'ঠাকুর, তুমি যদি মন্দিরে থাকো, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা, না থাকলে নয়।'

জগ। পাগলা কি বলছিস্?

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিম্বা। (স্বগতঃ) পাগলকে কি মহাদেব শিখিয়ে দিচ্ছেন!

বিক্রম। হুঁ—হুঁ, লব্ধব্য।

বিম্বা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য পাগল যা বলছে তাই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, আজ রাত্রে যদি তুমি মন্দিরে উপস্থিত থাকো, তা হ'লে বিবাহ করবো, নচেৎ আর আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ নই।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই—তাই। থাকবো না—সুসজ্জিত হ'য়ে, অলকাতিলকা কেটে এসে, রাজহংস যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে;—চাতকের স্থলে রাজহংস কেন বল্লুম জানো? চাতক হলো ক্ষুদ্র পাখী, তেমন শোভাযুক্ত নয়। আমি এরূপ সজ্জা করবো যে শোভা দেখেই মুগ্ধ হবে।

বিম্বা। না না, ঠাকুর, অন্ধকারেই থেকো, নইলে কেউ দেখে ফেলবে।

জগ। হুঁ—হুঁ, অন্ধকারে থাকবো না তো কি আলো জেলে বসে থাকবো? আমার কি ভয় নাই! তবে আমি চল্লুম, নটবর-বেশ ধারণ করি গে।

বিম্বা। কিন্তু ঠাকুর, যেন মন্দিরে উপস্থিত থেকো, নইলে আমি

প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাক্‌বো না ; দেখো যেনমালা নিয়ে না ফিরি।

জগ। যদি না থাকি, তা হ'লে এই পাগলা ব্যাটার গলায় মালা দিও!

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য। (স্বগত) রাজকুমারী আমার প্রার্থী হয়েছেন, বাবার মস্তক হ'তেও ফুল প'ড়েছে, কিন্তু এই পাষণ্ড এঁরে মজাবার প্রয়াস পাচ্ছে, এর উদ্দেশ্য বিফল করা রাজকর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী বোধ হয়, এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কথাই ইঙ্গিতে আমায় ব'লে দিয়েছেন,—তবে কেন সন্দিহান হচ্ছি।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম, কথা তো রইলো?

বিম্বা। কিন্তু ঠাকুর, যতদিন না গুরুদেব ফিরে আসেন, এ কথা প্রকাশ করো না, তা হ'লে তোমার প্রাণবধ হ'বার সম্ভাবনা।

জগ। না—না, অত কাঁচা পাও নি। কেমন বুদ্ধি! কেমন বাগিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা ক'রে নিয়েছি! চল্লুম—চল্লুম!

[জগন্নাথের প্রস্থান।

বিম্বা। এ কি! বাবার মাথায় ফুল পড়লো!—তা কি বিফল হলো? অদৃষ্ট খণ্ডন কে করবে! কেমন লব্ধব্য?

বিক্রম। কেন—বাবা।

বিম্বা। (স্বগত) এ পাগলা কি বলে! সখীরা আস্‌ছে, কারেও কিছু প্রকাশ করা হবে না। রাত্রে কি ক'রে আস্‌বো?

মাকে বলবো, আজ রাত্রে নিশা পূজা কর্‌বো মানস করেছি। তারপর প্রহরীদের যেমন মন্দিরের বাইরে রেঁখেছি, সেইরূপ রেখে এসে মালা দিয়ে যাবো। গুরুদেব এসে যা হয় করবেন।

বিক্রম। ভাবছো কেন গো—বাবার কথা মিছা হয়? তবে তুমি এত শাস্ত্র পড়লে কি? আমি—পাগল মানুষ—বিশ্বাস করি, আর তুমি বিশ্বাস করো না? লক্কব্য—লক্কব্য!

বিম্বা। (স্বগত) কে এ পাগল! এর কথায় যে প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিক্রম। যাবো, বরাবর তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। একটা সিন্দুক আমাকে দেবে?

বিম্বা। দেবো। সিন্দুক কি কর্‌বে?

বিক্রম। ঢোল রাখবো। বেশ ভাল সিন্দুক?

বিম্বা। আচ্ছা দেব—চলো। (উমানাথের প্রতি) বাবা, তোমার মনে যা আছে তাই হবে।

গীত।

অপরাধী বুঝি চরণে।
কলঙ্কিনী মনে মনে হ'তে হলো জীবনে॥
বরি হেন হীনপতি, মনে কিসে রব সতী
পতিপদে মতিগতি রাখিব হে কেমনে॥
হ'লে কলুষিত মন, দিব প্রাণ বিসর্জ্জন,
বরিব, রাখিব পণ তব পদ শরণে॥
শিরে গঙ্গা তরঙ্গিণী, পূজে তারে কলঙ্কিণী,
কারে কবে অভাগিনী, ব্যথা রবে মনে মনে॥

[বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বিম্বাবতীর প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অধ্যাপকের বাটী।

সজ্জিত জগন্নাথ।

জগ। এই তো সুন্দর অলকাতিলকা হয়েছে। নয়ন দু'টী একটু ছোট—তা ভঙ্গী কর্‌লেই সুন্দর হবে। তাম্বুলে জিহ্বা জড়িত হওয়ায় শীষ দেওয়াটা ভাল হয় না। শীষটা নাগরালির একটা প্রধান লক্ষণ! বংশীধারীর যেমন বংশী ছিল, কলিতে তেম্‌নি শীষ! ওঃ টিকীটা বড় বেপাল্‌ট করেছে, রাজ-জামাতা হ'লেই অগ্রে টিকী কর্ত্তন, তখুন কোন বেটা কি বলে! কাপড়খানা একটু খাটো—হোক্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে ধড়া প'রে বেড়াতেন।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। ওগো, আমি এয়েছি।

জগ। কেন রে বেটা—কেন রে?

বিক্রম। রাজকন্যা পাঠিয়ে দিলে।

জগ। কেন—কেন, কি বলেছে?

বিক্রম। তুমি কিসে যাবে?

জগ। কেন রে বেটা—পদব্রজে যাবো।

বিক্রম। যে প্রহরীরা রাজকন্যার সঙ্গে আস্‌বে, তারা যে চোর ব'লে ধর্‌বে।

জগ। আ, তবে কিসে যাবো—তবে কিসে যাবো?

বিক্রম। আমায় তাই বল্লে।

জগ। কি বল্লে—কি বল্লে?

বিক্রম। বল্লে—ঠাকুরকে মাথায় ক'রে নিয়ে আয়।

জগ। মাথায় ক'রে গেলে তো প্রহরীরা দেখতে পাবে।

বিক্রম। না গো—সিন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে, এই সিন্দুক মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।

জগ। তোরে প্রহরীরা কিছু বল্‌বে না?

বিক্রম। আমি যে চাকর হয়েছি।

জগ। কই সিন্দুক কই?

বিক্রম। এই যে এনেছি।

জগ। রাজার বাড়ীর সিন্দুক বটে! ওরে, সিন্দুকের ভেতর যাবো, হাঁপাবো যে?

বিক্রম। সিন্দুকে ছেঁদা ক'রে দিয়েছে;—আর এইটুকু যাবে বই তো নয়?

জগ। হ্যাঁ রে—আমার চেহারাটা কেমন হয়েছে?

বিক্রম। ভাল নয়।

জগ। অ্যাঁ, বেটা তোর পছন্দ নাই!

বিক্রম। তারা চূড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে।

জগ। অ্যাঁ, সত্যি না কি—সত্যি না কি?

বিক্রম। এই দেখ না?—এই ধড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, এই বাঁশী পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমায় সাজিয়ে দিতে বলেছে!

জগ। তুই বেটা আমায় সাজাবি কি?

বিক্রম। আমায় সাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে।

জগ। তবে ব্যাটা সাজা!

(বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক জগন্নাথের রাখালবেশে সজ্জিত হওন)

বিক্রম। ওগো তোমার দিদি-মা আস্‌ছে।

জগ। ওরে বেটা কি সাজালি, দিদি মা দেখে কি বলবে ?

বিক্রম। কি আর ব'লবে, তুমি হামা টান্‌তে থাকবে, ব'লবে গোপাল ভাব।

জগ। বেশ বলেছিস্ বেটা—বেশ বলেছিস্।

(অধ্যাপক-পত্নীর প্রবেশ)

অধ্যা-পত্নী। জগন্নাথ,—ও মা—এ কি !

বিক্রম। (জনান্তিকে) হামা টানো—হামা টানো।

অধ্যা-পত্নী। হ্যাঁ রে—এ কি করেছিস্ ?

বিক্রম। (জনান্তিকে) ননী চাও, মাখন চাও—হামা টান্‌তে থাকো।

জগ। (হামা টানিয়া) ননী দে—

অধ্যা-পত্নী। নে—নে—ননী খাস্ এখন। ছোঁড়ার রোজ রোজ এক একটা নূতন ঢং !

জগ। আজ আমার কৃষ্ণ ভাব—নটবর ভাব !

বিক্রম। (জনান্তিকে) পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়াও, বাঁশী ধ'রে 'আবা আবা' করো।

জগ। (মুখে হাত দিয়া) আবা—আবা।

অধ্যা-পত্নী। শোন্ এখন, ছাত্রেরা ন্যায়রত্নর মেয়ের বে'তে কন্যা-যাত্র গেছে। আমিও সেথায় যাচ্ছি, ভারি লগ্নে বে', খাওন-দাওন করতে ভোর হ'য়ে যাবে। তুই কোথা নিমন্ত্রণে যাবি বল্‌লি, পারিস্ তো সকাল সকাল ফিরিস্, নইলে ভাল ক'রে দোরতাড়া দিয়ে যাস।

জগ। যাও—যাও, খুব রাজী আছি—খুব রাজী আছি।

অধ্যা-পত্নী। এ মিন্সেকে আবার কোথা থেকে এনেছিস্?

জগ। কেন? এ আমার ছিদেম সখা।

অধ্যা-পত্নী। তা গরু চরাও—আমি চল্লুম।

[অধ্যাপক-পত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। ওগো, ঐ আরতির শাঁক বাজ্‌ছে, পুরুতঠাকুর পূজো ক'রে চ'লে যাবে।

জগ। বটে—বটে, তবে আমি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করি।

বিক্রম। তা করো।

(সিন্দুক মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। আচ্ছা, তুই আস্তে আস্তে তোল্।

বিক্রম। দাঁড়াও, তালা বন্ধ করি। (তথা করণ)

জগ। তোল্—

বিক্রম। এই তুল্‌চি।

জগ। ওরে বেটা, কোথা যাচ্ছিস্—কোথা যাচ্ছিস্?

বিক্রম। চেঁচিও না। আমি দেখে আসি, তারা এলো না কি। ঠিক সময়ে নিয়ে যাবো।

জগ। তবে এখন খুলে দে—তবে এখন খুলে দে। ওরে বাবারে কে আছিস্ রে? ওরে বাবারে আজকে টোলে যে কেউ নেই রে!

বিক্রম। (স্বগত) না বড় চীৎকার কর্‌চে। আজ বড় সুলগ্ন, বিবাহের সংখ্যা অধিক, রাস্তায় বড় লোক সমাগম, এখানে

কেউ শুনতে পাবে, আমি রন্ধনশালায় রেঁখে চাবি দিয়ে যাই।

জগ। খুলে দে বাপ—আমায় খুলে দে।

বিক্রম। চল না গো—এই মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য। *

পথ।

(নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজ যদি না পোহায় নিশি সাধ মেটাই জেগে বাসর।
বর এসেছে সারি সারি ছড়াছড়ি বাসর ঘর॥
নিত্যি থাকি কত স'য়ে, পেট ফোলে—না কথা ক'য়ে,
ভাতার দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাই, যেন সে পর॥
হাসি যদি দেখেন মুখে, শেল বাজে খাশুড়ীর বুকে,
নাক নাড়া দেন পড়্সী ডেকে, ননদ ছুঁড়ী তার উপর॥
হেসে হেসে ঠসক্ ক'রে, করবো সোহাগ রসের ভরে,
সোহাগের বাসর ঘরে, আজ রেতে, পর নয় তো বর॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উমানাথের মন্দির।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। বাবা দেখো, বড় আশা করেছি, নিরাশ না হই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালিকা পুত্রবধূটী আমার আশ্বাসে আশ্বাসিত হ'য়ে, জীবন ধারণ কচ্ছে। কপালমোচন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো!

(বিম্বাবতীর প্রবেশ)

বিম্বা। (স্বগত) এই যে উপস্থিত হয়েছেন। চোপর বোধ হচ্ছে না? (প্রকাশ্যে) আপনি এসেছেন?

বিক্রম। হুঁ।

বিম্বা। মালা নেন— (মাল্য প্রদান)

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিম্বা। এ কে—লব্ধব্য! তুমি হেতায়?

বিক্রম। হ্যাঁ।

বিম্বা।

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্ত।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখোঃ ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য—

[বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

বিন্ধ্যা। কে এ পাগল ?—এ কি বেশধারী ? আমি তো এর গলায় মালা দিয়ে ক্ষুব্ধ নই! আমার হৃদয়ে যেন মহাদেব বল্‌চেন, 'এই তোর স্বামী'। 'লব্ধব্য' কি আমার হৃদয় অধিকার করেছিল ? আমার যেন আনন্দ হচ্ছে—এই আমার স্বামী। একেই যত্ন কর্‌বো, এ বাবা উমানাথের দান, আমার মাথার মণি! গুরুদেব এলে সকল অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ কর্‌বো। মহারাজ আমায় ত্যাগ করেন, পাগলকে নিয়ে ভিখারিণী হবো। কোথায় গেল—কোথায় গেল ? (নেপথ্যে ঢোলের শব্দ) এখানেই কোথায় আছে, গৃহে নিয়ে যাই। আনন্দে আমার মন পরিপ্লুত হচ্ছে। এ কি, আমার মন—আমি আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

গীত।

কেমন এ মন কে জানে।
তন্ত্রিত যন্ত্রিত চিত কিবা অজানিত তানে॥
মাধুরী উজান চলে, হৃদয় হিল্লোলে দোলে,
ভুবনে মাধুরী উথলে :—
ভাসাইয়ে কুলমান, ভেসেছে পাগলপ্রাণ,
অবশে পাগল সনে ভেসেছে মাধুরী টানে॥

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

গঙ্গাধরের বাটী।

গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী।

ব্রাহ্মণী। কই, আজও তো আমার বাছা ফিরে এল না? আজও যে আমার ঘর অন্ধকার রইলো?—তবে কেন এখনও প্রাণ গেল না? তবে কেন এখনো আশাপথ চেয়ে রয়েছি? আর কি আমার বাছাকে পাবো না?

গঙ্গা। ব্রাহ্মণী, কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনে শুনে তবু তো আশা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌ছি না। জানি, শমনের মুখ হ'তে কেউ কখনও ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না! তবু কেন রাজার কথায় প্রত্যয় ক'রে প্রাণধারণ ক'রে আছি। কই মরবার সাধ তো এখনও হয় না।

ব্রাহ্মণী। পোড়া প্রাণে দেহের মমতা বড়! নইলে কেন জীবন ধারণ কর্‌ছি, কেন মুখে অন্ন দিচ্ছি? কেন অনশন ব্রত করি নি? আর বৃথা আশা—সংসারে আর প্রয়োজন কি? এ যে আমার শ্মশান জ্ঞান হচ্ছে! আর কেন ঘরে রয়েছ? চলো বউমাকে ওঁর বাপের বাড়ী রেখে আমরা কোন বিজন স্থানে বাস করি;—এ যন্ত্রণা আর কতদিন সহ্য কর্‌বো!

গঙ্গা। সবই সত্য, তবু আমি আশা বিসর্জ্জন দিতে পাচ্ছি নে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, বাবা আমার আসছে, প্রতি পল

শব্দে মনে হয়, সে বুঝি আমার এলো ;—রোজ প্রাতে উঠে মনে হয়, বাছা আমার এয়েছে।

ব্রাহ্মণী। মিথ্যা—মিথ্যা—সবই মিথ্যা! আমাদের অদৃষ্টে দেবতা মিথ্যা, হোম মিথ্যা, প্যাথরের বাড়ী মিথ্যা, রাজার আশ্বাস-বচন মিথ্যা, রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা! মিথ্যা জন্মগ্রহণ ক'রেছিলুম—সকলি মিথ্যা হলো! আর আশা ধ'রে থেকো না, চলো—আজই বিদায় হই।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। বাবা, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন, আপনাকে স্নান করিয়ে দিই। আপনার আহার না হ'লে মা তো আহারে বস্‌বেন না। মা, তুমি ওঁকে আজ্ঞা দিতে বলো, আমি ওঁকে স্নান করিয়ে দিই।

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি বালিকা, কেন বৃথা ক্লেশ করো, তোমায় দেখে শতগুণে শোক উথ্‌লে ওঠে। কেরে অভাগিনী! নইলে অভাগিনীর ঘরে কেন এসেছিস্? আহা! মা, কেন ক্লেশ কচ্ছ? তোমার কোমল শরীর, কত সয়? আমি পাষাণী, আমার সকল সহ্য হয়!

সুমতি। বাবা, মা, আমায় দেখে স্থির হ'ন। আমি তোমাদের কন্যা, আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমায় কে দেখ্‌বে? মা, আমার অন্তর বল্‌ছে আমি কখনও বিধবা হবো না, ছার বিধবা-জীবন কখনও বহন কর্‌বো না! রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, আমার ললাটের সিন্দূর মলিন হয় নাই। আমি নিত্য সীমন্তে সিন্দূর দিই। আমার স্বামী মূর্চ্ছিত, তাঁর অমঙ্গল হয় নাই, তা হ'লে আমি অন্তরে বুঝ্‌তে পার্‌তেম।

ধার্ম্মিক রাজা কখনও অনাচার দেখতেন না, আমায় বল্‌তেন—'বিধবার আচার করো'। মা, তুমিও ওঠো। বাবাকে স্নান করিয়ে দিই, উনি পূজা করুন্, তারপর তুমি স্নান করো। বাবা আজ্ঞা করুন, নৈলে অন্ন স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বো না।

গঙ্গা। ও মা—মা, তোর কথায় মন যে বড় আশ্বাসিত হয়, আর কতদিন আশা ধ'রে থাক্‌বো!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের সন্তান। রাজার আমার প্রতি আদেশ, যতদিন না তিনি ফিরে আসেন, আপনাদের না ক্লেশ হয়। দাস-দাসী নিযুক্ত কর্‌তে আপনারা নিষেধ করেছেন, তাই পারি নাই। আপনাদের ক্লেশ হ'লে রাজার নিকট অপরাধী হবো।

গঙ্গা। রাজ-কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই, কিন্তু তত্রাচ দেখুন, আমার পুরী অন্ধকার।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার যে সকলি শূন্য হ'য়ে রয়েছে, সে নাই, আমি যে সব শূন্যময় দেখ্‌ছি! আমার যে সব মনে পড়্‌ছে! এইখানে হামা দিত, ওইখানে হাঁটুতে হাঁটুতে প'ড়ে গিয়েছিল, এইখানে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আস্‌তো, পাঠশালা হ'তে এইখানে দাঁড়িয়ে মা ব'লে ডাক্‌তো, ওইখানে বর সাজিয়েছি, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছি, আর তো বাছা এলো না! পাষাণে নির্ম্মিত, তাই এত তাপে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় নাই। বাবা, আমি যে, উপযুক্ত ছেলে বাসরে যমকে দিয়েছি।

মন্ত্রী। মা, কেন শোকাচ্ছন্ন হচ্চেন? ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, রাজা বিক্রমাদিত্য মিথ্যাবাদী নয়। যদি উপায় না থাকতো, তিনি বৃথা আশ্বাস দিতেন না।

গঙ্গা। বাবা, আমি কি ভাগ্যহীন! পুত্রহীন হ'য়েছি, বালিকা পুত্রবধূ দিবারাত্র আমাদের জন্য ক্লেশ কর্‌ছে,—রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার অদৃষ্ট-দোষে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন;—আমার ন্যায় হতভাগ্য ভারতে আর দ্বিতীয় নাই!

(সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ তুমি ভাগ্যবান,—তোমার ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান! আমার সকল কথাই পালন ক'রেছ;—আমার শেষ কথা এই,—তোমার পুত্রবধূকে বাসরের বেশে ভূষিত করো, আর তোমার ব্রাহ্মণী যে বেশে পুত্র—পুত্রবধূকে বরণ করেন, সেই বেশে মাঙ্গলিক সামগ্রী ল'য়ে আসুন।

গঙ্গাধর ও ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা,—আমার পুত্র কোথায়?

বিক্রম। মা, এখনি পাবেন। ব্রাহ্মণ, আপনি বিজ্ঞ, কুটীল লোকের জিহ্বা অতি বিষাক্ত। আমি সকলের সম্মুখে প্রমাণ করবো, যে তোমার সেই মৃতপুত্রই জীবিত হয়েছে। আমি যেরূপ বল্লেম, করুন্। ব্রাহ্মণীকে পুত্রবধূ সুসজ্জিত ক'রে আন্‌তে বলুন।

গঙ্গা। যাও ব্রাহ্মণী, রাজ-আজ্ঞা পালনীয়। রাজার আশ্বাসে জীবন ধারণ ক'রে আছি, এখনই সকল আশা পূর্ণ হবে, নয় নৈরাশ্য সাগরে ঝাঁপ দেব।

সুমতি। এস মা, রাজা কখনই মিথ্যাবাদী নন।

[ব্রাহ্মণী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, তোমায় পত্রে যেরূপ আদেশ করেছি, বোধ হয় সেইরূপ করেছ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ, গ্রামের সকলকে সংবাদ দিয়েছি; বিশেষ বিবাহ রাত্রে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আগতপ্রায়।

(প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

বিক্রম। (ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহিরে আনিয়া) সকলে দেখুন, এই সেই ব্রাহ্মণকুমার কি না?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ!

গঙ্গা। মহারাজ—এ যে মৃতপুত্র!

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন্।

(শ্লোক পাঠ)

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিষ্ণুপদ। মহারাজ, রক্ষা করুন্!

বিক্রম। ভয় কি?

(ব্রাহ্মণী ও তৎপশ্চাতে সুমতির প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা! (বিষ্ণুপদকে জড়াইয়া ধরণ)

বিক্রম। মা, তোমার পুত্র-পুত্রবধূ বরণ ক'রে ঘরে তোল'।

গঙ্গা। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ; বলেছিলাম, রাজার পাপে, আমার পুত্রগণের অকালমৃত্যু হয়েছে। আমি তখন জানি না যে, আর্য্যকুলতিলক রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, ইতিপূর্ব্বেও জানি না, যে আর্য্য-রাজাগণের ঈদৃশী মহিমা! রাজ্যেশ্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তার প্রমাণ একমাত্র মহারাজ! মৃতপুত্র সঞ্জীবিত ক'রেছেন!—সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি কর! জয় আর্য্য-রাজের জয়! জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!!

সকলে। জয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিক্রম। তোমরা আমার জয় গান ক'রো না। জননী, আর্য্যধাত্রী পুণ্যবতী ভারতমাতার জয় গান করো, আমি তোমাদের সেই জয় গানে যোগদান করি। আবার আর্য্যধামে আর্য্যরীতি-নীতি প্রচার হোক্, জননীর পুণ্যবলে আর্য্য-ভূপতিগণ প্রজাপালনে সক্ষম হোক্। জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

গীত।

জয় জয় ভারতমাতা জয় মা শ্যামা ভগবতী।
দেখ' মা থাকে যেন তোমার পদে মতি-গতি ॥
জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকায়া কীর্ত্তিদায়িনী,
বাল্মিকী ব্যাস গায় মা তোমার পুরাকাহিনী;
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি ॥
কর মা নরত্ব প্রদান, দে মা শক্তি মাতৃভক্তি, করি গুণগান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান;
শুনি আর্য্য ভেরি, কাঁপুক অরি, পূজ্য বীর-প্রসূতী ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

সুসজ্জিত বিক্রমাদিত্যের চিত্রপট স্থাপিত।

বিম্বাবতীর সখিগণ।

গীত।

দেখবো কেমন করে লো গুমোর।
যেখানে মন টানে সই, কই থাকে আর নারীর জোর॥
যারে প্রাণ বিলিয়ে দেছে, যেচে কাছে সে এসেছে;
ওলট পালট কি হয় কি হয়, ভয় ঘুচে গেছে;
ছবি সরম ঢাকা, প্রাণে আঁকা, ভাঙ্গবে গুমরের কদর॥
কথা কবে ছবি নীরবে, মনের আটক তখন কি রবে,
বিভোর আঁখি মনের কথা নীরবে কবে;
ছলা কার থাকে লো আর, অনুরাগে যে বিভোর॥

১মা সখী। বিক্রমাদিত্যের ছবি তুই কোথায় পেলি?

২য়া সখী। ঘটক এনেছে, আমি রাণী মা'র কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

১মা সখী। রাজকুমারী ছবি দেখেছে?

২য়া সখী। দেখ্‌বে না কেন লো?—আমি ছবি এনে দেখাতে গেলেম, ঢং ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

১মা সখী। হ্যাঁ ভাই, এখন বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে, বেজার হয় কেন বল দেখি?

২য়া সখী। ওলো আমাদের কাছে চাপা দেয়। শিবপূজা ক'রে এসে বুলি ধরেছে দেখিস্ নি—'আমি বে' কর্‌বো না।'

১মা সখী। বোধ হয় মনে করে, যে আমাদের বল্লে বুঝি মহাদেবের বর বিফল হবে। সুস্বপ্নের কথা প্রকাশ করে না জানিস্ নি? ঐ রাজকুমারী আস্‌ছে, আমরা স'রে থাকি আয়। এই সাজান বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখে কি করে আড়াল থেকে দেখি।

২য়া সখী। কই সে লেখা কাগজখানা উপরে মেরে দিলি নি?—"প্রাণেশ্বরী, দেখ—আমি বিক্রমাদিত্য, তোমার আশায় উপস্থিত হয়েছি, আমায় বরমাল্য দাও!"

১মা সখী। এই যে লো ছবির মাথার উপর রয়েছে। ঐ আস্‌ছে লো আস্‌ছে, সরে আয়।

[সখিগণের প্রস্থান।

(বিম্বাবতীর প্রবেশ)

বিম্বা। এ কার ছবি? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ছবি। সখী এই ছবিই আমায় দেখাতে এসেছিল বটে। এই যে পরিহাস ক'রে লিখেছে, "বরমাল্য দাও!" সখীরা তো জানে না যে, পাগল আমায় পাগল ক'রে পালিয়েছে। শুন্‌ছি রাজা বিক্রমাদিত্য, আমায় বিবাহ কর্‌তে আস্‌বেন। কি সর্ব্বনাশ হ'লো! পিতাকে কি বল্‌বো? আর উপায় নাই, সকল কথা প্রকাশ কর্‌বো। লব্ধব্যের গলায় মালা দেওয়া

অবধি কায়মনোবাক্যে তা'র দাসী হয়েছি। তার গলায় মালা দেওয়া দুরদৃষ্ট বোধ হয় নাই,সৌভাগ্য মনে হয়েছে। যতই সে মুখ মনে পড়ে, ততই মনে হয়, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! যতই তার শিব-ভক্তি স্মরণ হয়, ততই ভাবি, সে থাকৃলে তাকে নিয়ে পরম সুখী হতেম।

১মা সখী। (অন্তরাল হইতে) ওলো ছবির দিক থেকে ফিরে ব'সে রইলো যে?

২য়া সখা। (অন্তরাল হইতে) বোধ হয়, আমরা রয়েছি—টের পেয়েছে। চল আমরা যাই, ততক্ষণ ফুল তুলি গে। ও একলা ব'সে ঠাট্ করুগ।

বিম্বা। সেই পাগলের মুখে যে জ্যোতি দেখেছিলেম, সে জ্যোতিতে পাগলকে মলিনবেশে যে সুন্দর দেখেছিলেম, বোধ হয় সে সৌন্দর্য্যের সহিত রাজভূষায় বিক্রমাদিত্যেরও তুলনা হয় না। সে পাগল যদি ফিরে আসে, রাজ-সংসার পরিত্যাগ ক'রে, তার সঙ্গে কুটীর-বাসিনী হ'য়েও, তার পদসেবা করৃতে পারৃলে পরম সুখে থাকৃতেম। পাগলের কি শিব-ভক্তি! তার মুখে এমন শিবের কথা শুনেছিলেম, যে মনে হ'য়েছিল, এ পাগল নয়, নিশ্চয় শিবের বরপুত্র

গীত।

এ সময়ে সে আছে কোথায়।
পাগলে পাগল ক'রে চলে গেছে ঠেলে পায়॥
পাগলেরি অভিলাষী, পাগলের আশে ভাসি,
হইতে কুটীরবাসী, তারি সনে প্রাণ চায়॥

জীবন-যৌবন-মান, চরণে করেছি দান,
ত্যজি কুল-অভিমান, বিমোহিত চিত ধায় ॥
আমোদে বিষাদ মাখা, মনে মন আছে ঢাকা,
সতী-হৃদে পতি আঁকা, সে ছবি কি মোছা যায় ॥

(সখিগণের প্রবেশ)

বিম্বা। হ্যাঁ লো, তোরা কোথা গিয়েছিলি ?

১মা সখী। কেন, তোমার ইষ্ট-দেবতার পূজার ফুল আন্‌তে গিয়েছিলেম।

বিম্বা। সে কি লো ?

২য়া সখী। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ?—এ কি দেখ না ?

বিম্বা। কি দেখবো, বিক্রমাদিত্যের ছবি ! সখি, তোমায় বার বার মিনতি কচ্ছি, আর ও কথা ব'লো না।

২য়া সখী। হ্যাঁ লো—আমাদের সঙ্গে আর কেন ঠাট কাচ্ছিস্ ? সে দিন আমাদের ব'লে ক'য়ে বর নিতে গেলি, তার পর থেকে বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হ'স ! মনে কর্‌ছ—আমাদের কাছে প্রকাশ কর্‌লে সুস্বপ্ন ফল্‌বে না ; ফলেছে লো—ফলেছে !

সখিগণের গীত।

বিমলা রাজবালা হর পূজে পেয়েছে বর।
ফুটলে কলি আসে অলি সৌরভে সে পায় খবর ॥
মন টানে যার যেখানে, মনের টানে সে তা জানে,
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, পার হ'য়ে গিরি-সাগর ॥
হ'য়ে সই পিপাসিনী, বারি চায় চাতকিনী,
শুনে গগনে তার করুণবাণী, উদয় নবীন জলধর ॥

১মা সখী। তুমি কি ভাবছ, আমরা মিথ্যা বল্‌ছি? যার চিন্তায় দিন দিন মলিন হ'চ্ছ, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, সে নিধি তোমার হাতে না এলে কি আমরা পরিহাস কর্‌তেম?

বিম্বা। কি হয়েছে বল্ তো?

২য়া সখী। এখন পথে এসো।

বিম্বা। কেন—কি হ'য়েছে?

১মা সখী। ওলো বলিস্ নে—এখন আমরা গুমোর করি আয়!

বিম্বা। বল—বল, কি হ'য়েছে?

২য়া সখী। এখন সাদা পথে চলো—অত ঢং কর্‌ছিলে কিসের?

বিম্বা। না—না, বলো—বলো।

১মা সখী। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে মহারাজ ঘটক পাঠিয়েছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমিও তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ জন্য দূত প্রেরণ কর্‌ছিলেম। যখন আপনি সম্বন্ধ এনেছেন, আমি স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হব।' বোধ হয়, আজিই উপস্থিত হবেন। এ ছবি আমরা কোথায় পেলেম? মহারাজ আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ, মহারাজ ও রাণী-মা আস্‌ছেন, ওঁদের কাছে শোনো।

(রাজা শূরধ্বজ ও রাণীর প্রবেশ)।

শূর। মা, এতদিনে তোমাদের শিবপূজা করা সার্থক হ'লো। রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার পাণি-গ্রহণের জন্য এসেছেন

উদ্যানবাটীতে তাঁর স্থান দিয়েছি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন, যদি আপনার কন্যা আমায় মনোনীত করেন, তবেই পাণি-গ্রহণ কর্‌বো; আর যদি আমায় মনোনীত না করেন তা হ'লে কি ক'রে বিবাহ হবে। আমি কথা শুনে হেসে উঠ্‌লেম: আমি বল্লুম,—'আমি জানি—তার মনোনীত'। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আহ্লাদের সহিত উত্তর কর্‌লেন,—'তবে মহারাজ, বিবাহের উদ্যোগ করুন্।' তুইও বাছা,—এতদিন লেখা-পড়া শিখালেম,—রাজাকে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে, একটী কবিতা লেখ। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তুই কবিতা রচনায় অতিশয় সুনিপুণা! একি গো, তুই এই আহ্লাদের সংবাদে মাথা হেঁট ক'রে রইলি যে!

রাণী। মাথা হেঁট কর্‌বে না? আমি বল্লুম, তোমায় আস্‌তে হবে না, আমি গিয়ে সব বল্‌ছি। মাথা হেঁট করবে না তো কি? তুমি যেমন আহ্লাদে নাচ্চো, ওরা তেমনি তোমার সাম্‌নে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে বুঝি? ঐ দেখ্‌ছো, রাজা বিক্রমাদিত্যের ছবি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে।

শূর।। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেটের ছেলে—পেটের ছেলে, তুমিও যে আমিও সে, তা আর লজ্জা কি—তা আর লজ্জা কি, তা আমি চল্লুম—তা আমি চল্লুম! মা, সুন্দর ক'রে কবিতাটী লিখো। রাজ-সভায় কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি বড় বড় কবি আছেন, যেন তাঁরা প্রশংসা করেন।

রাণী। হ্যাঁ গা—তুমি যাও না গা।

শূর। এই যাচ্চি—যাচ্চি, রাজা মেয়েকে শিব-মন্দিরে ছদ্মবেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

রাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হ'য়েছেন—হ'য়েছেন, তুমি যাও।

শূর। রাজ্ঞী, বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! রাজা বিক্রমাদিত্য জামাতা হবে! (সখীদের প্রতি) মা, এইবার তোমাদের নৈপুণ্য বুঝ্‌বো, দেখ্‌বো কন্যাকে কেমন সুসজ্জিত করো।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

রাণী। দেখ্ মা, রাজা কবিতা লিখতে বলুন। তুই বিবাহের পর যা হয় করিস্। বিদ্যাই শেখো—আর যাই ক'রো—পুরুষকে কবিতা লেখা আমাদের পক্ষে বাচালতা! সে কি—তুই কাঁদ্‌ছিস কেন?

বিদ্যা। মা,—

রাণী। কি রে, কি হ'য়েছে বল্ না। চুপ ক'রে রইলি কেন? আয়, আমার ঘরে আয়।

[বিদ্যাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

১মা সখী। দেখ্‌ছিস ভাই, ঢং দেখ্‌ছিস্?

২য়া সখী। না ভাই, ঢং নয়, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

১মা সখী। তুই আবার আর এক নেকী, বুঝ্‌তে পাচ্চেন না! আনন্দ অশ্রু।

২য়া সখী। না ভাই, তা নয়।

১মা সখী। তবে কি, তোমার কথাটা শুনি?

২য়া সখী। দ্যাখ ভাই, সেই যে 'লব্ধব্য' পাগ্‌লা এসেছিল, তার ঢোলের এক পিঠ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ছেঁড়া ঢোলটা যত্ন ক'রে নিয়ে এসেছে; নিয়ে শয্যা গৃহে রেখেছে। দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখে, রাত্রে সেই ঢোলটা সুসজ্জিত ক'রে, শয্যায় নিয়ে শোয়; আমি এক দিন দেখেছি।

১মা সখী। তোর এক কথা! সে রাজার মেয়ে, কি একদিন কি খেয়াল চেপেছিলো?

২য়া সখী। আচ্ছা, বিক্রমাদিত্যের ছবি, এমন ক'রে সুসজ্জিত ক'রে রাখ্‌লুম, সে দিক পানে পেছু ফিরে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো?

১মা সখী। তোরে তো বল্লুম, আমরা অন্তরালে ছিলেম, টের পেয়েছিল। হ্যাঁ রে নারী হ'য়ে নারীর ছল জানিস্ নি? এখন চল, ভাল ক'রে রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিইগে চল।

সখিগণের গীত। *

নারী হ'য়ে বুঝ্‌লি নি লো নারীর ছল।
শরমের মরম কথা গোপন কিসে রাখ্‌বে বল॥
স'পেছে জীবন যারে, অভিমান দিতে নারে,
নইলে কি মান রাখতে পারে, পুরুষ তো সই নয় সরল॥
নারা কি ছল সাধে শেখে, ছল ক'রে মন বুঝে দেখে,
মনে মন রাখে ঢেকে, ছল বিনা নাই নারীর বল॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অধ্যাপকের বাটী।

অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী।

অধ্যাপক-পত্নী। আমি বিবাহ বাড়ী যাবার সময় ব'লে গেলেম, যে ছাত্রেরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমিও বাড়ীতে থাক্‌বো না, তুইও যদি বেরিয়ে যাস্, ভাল ক'রে দোর টোর বন্ধ ক'রে যাস্। ছোঁড়া চুড়ো প'রে, ধড়া প'রে, হামা টান্‌তে টান্‌তে এসে বল্লে, 'ননী দে।' আমি ভাব্‌লুম, আমি দিদিমা ব'লে বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছে; বে' বাড়ী চ'লে গেলেম। ভোরে ফিরে এসে দেখি, ছাত্রেরা সব ধ'রে রয়েছে, আর উন্মাদ পাগল, ধেই ধেই ক'রে নাচ্চে, আর বল্‌ছে 'লব্ধব্য—লব্ধব্য!'

অধ্যা। কোথায় গেল?

পত্নী। ঐ যে আস্‌ছে।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। রাধে—রাধে, তুমি কি বংশী-ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ না? এখনো কেন মালা দিতে আস্‌ছো না?

অধ্যা। এই যে দেখছি কবিরত্ন প্রেমের তুফান তুলেছেন, তোমার এতটা প্রেম উথ্‌লে উঠ্‌লো কিসে?

জগ। দাদা, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! রাজকন্যা—রাজকন্যা! ওরে বেটা লব্ধব্য—ওরে বেটা লব্ধব্য!

অধ্যা। ও আবাগীর পুত, রাজকন্যা—রাজকন্যা কি বল্‌ছিস্‌?

পত্নী। হ্যাঁ গো, একবার বলে রাজার জামাই, একবার বলে 'লব্ধব্য'।

অধ্যা। আর দেখছ কি! আরে বেল্লিক, কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ধর্‌লো কেন?

জগ। আমায় বরমাল্য দিয়েছে। আবা—আবা ধবলি, তাকৃতা থৈ থৈ! ঐ লব্ধব্য—ঐ লব্ধব্য!

অধ্যা। কি তোর গুষ্টির মাথা আমায় ভেঙ্গে বল্‌তে পারিস্‌? একটু স্থির হ'না, কি হয়েছে বল্‌ না?

পত্নী। আহা ওকে আর মুখ ঝাম্‌টা কেন দিচ্চ বল? বাছাকে বুঝি কে কি গুণগান করেছে!

অধ্যা। আর গুণগান কর্‌তে হয় না, ওঁরই গুণে থৈ পায় না। সে রাত্রে কি কোথাও গিয়েছিল?

পত্নী। বলেছিল তো যাবো।

জগ। দাদা, রাজকন্যা—রাজকন্যা! প্যারী—প্যারী, কোথায় গেলে—কোথায় গেলে? আমি যাব কি ক'রে, প্রহরীরা চোর ব'লে ধর্‌বে। লব্ধব্য—লব্ধব্য। কি হলো—কি হলো! রাধে—রাধে, দেখে যাও—আমি ধূলায় লোটাচ্ছি।

অধ্যা। কোন্‌ রাজকন্যা?

জগ। কেন এই রাজকন্যা! বরমাল্য—বরমাল্য, প্রণামী—প্রণামী, শিবের কাছে প্রতিশ্রুত—শিবের কাছে প্রতিশ্রুত। দাদা, আমার রাধা কোথায়, আমার প্যারী কোথায়, আমার চন্দ্রাবলী কোথায়, আমার ললিতা

কোথায়? দেখ দেখ,লব্ধব্য—লব্ধব্য, আমায় বেঁধে ফেল্‌বে —সিন্দুকে পুর্‌বে, আমি যাবো না, ধ'রে ফেল্‌বে।

পত্নী। হ্যাঁ গা, এ কি বাই?

অধ্যা। ঢেঁকী বাই! সে দিন রাজকন্যার নিকট ল'য়ে গিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি, তাদের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে।

জগ। দাদা—দাদা, রাজার জামাই—রাজার জামাই, না- না, লব্ধব্য—লব্ধব্য।

অধ্যা। হ্যাঁ রে 'লব্ধব্য' কি? রাজকন্যা তোর 'লব্ধব্য' কি? ছেঁড়া চেটায় শুয়ে, এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিস্? স্থির হ'না।

জগ। প্রাণ যে ধৈরজ মানে না গো!

অধ্যা। জগন্নাথ, একটু ধৈর্য্য ধরো, আর কর্‌বে কি? এখন চল্লেম; রাজা ধুলো পায়েই যেতে আদেশ দিয়াছেন। রাজবৈদ্যকে আনি, যদি কিছু উপায় হয়।

জগ। যেয়ো না—যেয়ো না, বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! রাজ-জামাতা—রাজ-জামাতা!

পত্নী। ভাই, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ-জামাতা কেন বল্‌ছ? রাজা শুন্‌লে কি বল্‌বেন!

জগ। না না—লব্ধব্য—লব্ধব্য।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

অধ্যা। কোথায় গেল—কোথায় গেল?

পত্নী। কোথাও যাবে না, চুপ ক'রে রান্নাঘরের এক কোণে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে।

অধ্যা। যাক, এখন রাজবাড়ী হ'তে আসি।

পত্নী। আমি মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন অমন কচ্ছিস্?' তা বলে কি জানো - 'দিদিমা, পাগ্‌লামি কচ্ছি সাধে! রাজকন্যাকে বে' কর্‌তে গিয়েছিলেম, রাজা জান্‌তে পার্‌লে আমায় মেরে ফেল্‌বে।' একি বাই?

অধ্যা। কুসন্তান, ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তপুর।

শূরধ্বজ।

শূর। রাজা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর হবো! কি আনন্দ— কি আনন্দ!

(রাণীর প্রবেশ)

এই যে রাজ্ঞী, এসো এসো! দেখ, আমার অভ্যর্থনায় মহারাজ যে সন্তুষ্ট, সে কথা কি বল্‌বো! নগরসজ্জা দেখে আনন্দ করেছেন, উদ্যানবাটী দেখে আনন্দ করেছেন, আর যখন গিয়ে বল্লেম, আমার কন্যা কবিতা প্রেরণ কর্‌বে, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইলো না! মহারাজ বলেন—

রাণী। স্থির হও, কথা শোনো!

শূর। আর শোনাশুনি কি? কল্যই বিবাহের আয়োজন! আমি পণ্ডিত মহাশয়কে আস্‌তে বলেছি। তিনি কি কি মাঙ্গলিক কার্য্য কর্‌তে হয়, করুন্‌। আর দেখ—নগর যে সুসজ্জিত কর্‌বো, তা আমার মনেই আছে, মর্ত্ত্যে অলকা-ভুবন কর্‌বো, আর রাজদানে, রাজ্যে দরিদ্র রাখবো না।

রাণী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

শূর। রেখে দাও সর্ব্বনাশ। ভাণ্ডার লুটিয়ে দেবো, কেবল তোমার আর আমার পরিধান বস্ত্র রাখ্‌বো, আর সব দান কর্ব্বো। এ কি যে সে আনন্দের কথা!

রাণী। মহারাজ, শোনো।

শূর। শুন্‌বো কি—শুন্‌বো কি? রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর।

রাণী। এ দিকে মহা বিপদ উপস্থিত!

শূর। কি-কি, বিপদ কি?

রাণী। মহারাজ, স্থির হও।

শূর। কি—কি, স্থির হবো কি? কি বিপদ বলো না?

রাণী। তোমার কন্যা বিবাহিতা।

শূর। রাজ্ঞী, আনন্দের সময় কি পরিহাস করো?

রাণী। মহারাজ, কন্যার সম্বন্ধে কি এরূপ পরিহাস করা যায়?

শূর। তবে কি—তবে কি বল্‌ছ?

রাণী। সত্যই বিবাহিতা।

শূর। অঁ্যা—অঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ ! বিক্রমাদিত্য বিবাহ কর্‌তে নগরে অতিথি। কন্যা কুলে কলঙ্ক দিয়ে গোপনে বিবাহ করেছে ? কি হবে ! উমানাথ কি বিষম সঙ্কটে ফেল্‌লেন ! আমি সমাজে কি ক'রে মুখ দেখাবো ! এর অগ্রে আমার মৃত্যু কেন হলো না ? কি হলো—কি সর্ব্বনাশ ! রাজগৃহে এরূপ কলঙ্কের কারণ কে ? তার এখনই প্রাণ-বধ কর্‌বো, তার মৃতদেহের সহিত কুল-কলঙ্কিনী কন্যাকে দগ্ধ কর্‌বো। কি হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো ! রাজ্ঞি, সত্য বল্‌ছো, এখনো আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা বলো।

রাজ্ঞী। মহারাজ, একজন পাগল "লব্ধব্য" ব'লে ঘুরে বেড়াতো, তারই গলায় কন্যা মালা দিয়েছে।

শূর। একি ! একি রহস্য—একি পরিহাস ! এ অসম্ভব কথা কেন বল্‌ছ ?

রাণী। মহারাজ, কোন পাষণ্ড ব্রাহ্মণের ছলে, কন্যা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে, শিব-মন্দিরে তারে বিবাহ কর্‌তে যায়। সে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সে স্থলে এক পাগল উপস্থিত ছিলো, তারই গলায় মালা প্রদান ক'রেছে।

শূর। সে ব্রাহ্মণ কে ? সে পাগল কোথায় ?

রাণী। সে পাগল নিরুদ্দেশ। তোমার নাম ক'রে, তার অনু-সন্ধান কর্‌তে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি।

শূর। সে কপট ব্রাহ্মণ কে ? বল—বল ? কে সে ব্রাহ্মণ-কুলাধম দেখি।

রাণী। মহারাজ, শান্ত হোন, যেই হোক্—সে ব্রাহ্মণ।

শূর। হোক ব্রাহ্মণ, তার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করবো। বল - বল—সে কে?

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ঠাকুর এসেছেন, আর কি দেখছেন, সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। মহারাজ, কি হয়েছে?

শূর। আর কি হবে,—আমার কুল গেল, মান গেল, রাজা বিক্রমাদিত্যের কোপে বা সর্ব্বস্ব যায়।

অধ্যা। কেন মহারাজ, সহসা এমন কি ঘটনা উপস্থিত হ'লো?

শূর। এই রাজ্ঞীর নিকট শুনুন, একটা পাগলের গলায় আমার কন্যা বর-মাল্য দিয়েছে।

অধ্যা। সে পাগল কোথায়?

শূর। নিরুদ্দেশ।

অধ্যা। (স্বগত) যা ভেবেছি তাই, (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কোন বিশেষ রহস্য আছে।

শূর। আর রহস্য কি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোপে আমার সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। সে চিন্তা করবেন না, ঘটনা যদি সত্য হয়, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ অবুঝ ন'ন, যে যুবতী কন্যার চপলতার নিমিত্ত আপনাকে দোষী করবেন। কি ঘটনা যদি আমার নিকট বর্ণনা করেন, প্রতিকারের মন্ত্রণা করা যায়।

শূর। এই শুনুন, রাণীর নিকট শুনুন, যাঁর সুলক্ষণা কন্যা, তাঁর নিকট শুনুন।

রাণী। কোন এক ব্রাহ্মণকুমার, আমার কন্যার নিকট প্রণামী গ্রহণচ্ছলে প্রতিশ্রুত ক'রে লন, যে শিব-মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে, আমার কন্যা তাঁর গলে বরমাল্য প্রদান করে।

অধ্যা। (স্বগত) দেখ—দেখ, ভেড়ের কাজ দেখ! (প্রকাশ্যে) তার পর মা—তার পর?

রাণী। তার পর শুন্‌লেম—অন্ধকার মন্দিরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পরিবর্ত্তে 'লব্ধব্য' নামে একজন উন্মাদ সেথায় ছিল, ভ্রমবশতঃ বিম্বাবতী তাঁরই গলে বরমাল্য প্রদান করে। মালা দেবার পরই সে 'লব্ধব্য' পলায়ন করেছে।

অধ্যা। (স্বগত) ঐ আবাগের ব্যাটাই লব্ধব্য সেজেছিল। ভাব্‌লে যদি কন্যা রাজার নিকট প্রকাশ করে, দণ্ড পাবে, কে না কে 'লব্ধব্য'—তার তত্ত্ব হবে না। ঠিক ঠাউরেছি, ঐ অকালকুষ্মাণ্ডই বটে।

শূর। আর কি ভাব্‌ছেন? ভেবে কি কূল-কিনারা আছে?

অধ্যা। সে লব্ধব্য কোথায়?

রাণী। তার আর উদ্দেশ নাই।

অধ্যা। বিশেষ তত্ত্ব লওয়া হয়েছে কি?

রাণী। কন্যা গোপনে, বিস্তর অর্থ পুরস্কার দিয়ে, লোক দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু পায় নাই। মন্ত্রীও অনুসন্ধান কচ্ছে।

শূর। আর কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? রাজচক্রবর্ত্তীর কোপে আমারই সমূলে বিনাশ।

অধ্যা। মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজচক্রবর্ত্তী সত্য, কিন্তু যদি

সে 'লব্ধব্য' ব্রাহ্মণ হয়, আর তাঁকে যদি আপনার কন্যা বরমাল্য প্রদান ক'রে থাকেন, তাতে আপনার কুল-গৌরব ব্যতীত কলঙ্ক নাই।

র। ব্রাহ্মণ কোথায় ?—পাগল—পাগল !

ধ্যা। মহারাজ, বিশেষ তত্ত্ব তো কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। রাজকন্যা দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে, হয় তো কোন ব্যক্তি পাগলের ভাণ ক'রে বরমাল্য গ্রহণ করেছিল, এক্ষণে রাজ-ভয়ে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'রে গোপনে অবস্থান কচ্ছে।

ণী। শুন্‌লেম, সে একজন ঢুলী।

র। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঢুলীর গলায় বরমাল্য দিলে! ঢুলী জামাই, মুচী বেয়াই, ম্যাথ্‌রাণী বেয়ান! এত দুর্গতি আমার অদৃষ্টে ছিল!

ধ্যা। মহারাজ স্থির হোন্। রাজ্ঞী, বিনা কারণে এ সব তত্ত্ব লই নাই। এ পাগল ব্রাহ্মণকুমার হওয়াই সম্ভব।

র। সে কিরূপ? সে লব্ধব্যকে কি আপনি জানেন? সে কি ব্রাহ্মণ?

ধ্যা। মহারাজের নিকট সবিশেষ বল্‌তে পার্‌লেম না, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণ।

র। তিনি না হয় ব্রাহ্মণ হ'লেন,—এখন বিক্রমাদিত্যের কোপে কি ক'রে নিস্তার পাই? তিনি বিবাহের লগ্ন স্থির কর্‌তে বল্‌ছেন।

ধ্যা। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হ'য়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, কর্‌বো। মহারাজও তাঁর নিকট গমন কর্‌তে প্রস্তুত হোন। আমি বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন

করেছি সংবাদ পেলে, মহারাজ গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। কন্যাকে সঙ্গে ল'য়ে যাবেন। কোন চিন্তা নাই, আমি ব্রাহ্মণ আশ্বাস দিচ্ছি।

শূর। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! মহানন্দে—নিরানন্দ! অমৃতে—হলাহল!

অধ্যা। মহারাজ, এরূপ উদ্বিগ্ন হ'লে কোন ফলই হবে না, স্থির হোন্। যদি ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সত্যই বিবাহ হ'য়ে থাকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ নীচচেতা নন যে, আপনার কোন অনিষ্ট করবেন। (স্বগত) আমার মাথাতেই কলঙ্কের বোঝা উঠ্‌লো, আর দুখিনী রাজকুমারীরই দুর্ভাগ্য! আহা! অবলার যে সর্ব্বনাশ হবে, নইলে রাজদণ্ডে এই ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ককে দণ্ডিত করতেম। যাই, স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে, বিক্রমাদিত্যকে আবেদন করি, স্বয়ং পাষণ্ডকে ল'য়ে তথায় উপস্থিত হই। বিক্রমাদিত্যের দ্বারা কদাচ অন্যায় বিচার হবে না।

রাণী। প্রভু, কি হবে?

অধ্যা। মা, স্থির হও। মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নাই।

[অধ্যাপকের প্রস্থান।

শূর। ভট্টাচার্য্য বল্লেন, চিন্তার কোনও কারণ নাই। চিন্তার সাগর—কোন দিকে কূল নাই!

রাণী। মহারাজ, আপনার শ্রীমুখেই শুনেছি, অদৃষ্ট লঙ্ঘন হয় না। যা অদৃষ্টে ছিল—হ'য়েছে, তবে কেন এরূপ চঞ্চল হচ্ছেন? শান্ত হোন্।

শূর। আমার অদৃষ্টে এরূপ হ'বে, আমি এ স্বপ্নেও জানি নে।

রাজ্ঞী, কত সাধ করেছি, বড় আশায় নিরাশ হলেম! ভেবেছিলেম, ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রধান করপ্রদ রাজা হবো, ভেবেছিলেম, বিম্বাবতী বিক্রমাদিত্যের মহিষী হবে, ভেবেছিলেম, গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ কর্‌বো, সকলই বিফল! এখন রাজ-কোপে নিস্তার কিরূপে পাবো, তার উপায় দেখি না।

রাণী। অধ্যাপক অবশ্যই কিছু স্থির করেছেন।

শূর। স্থির করেছেন আমার মাথা আর মুণ্ডু! ওঃ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কি সামান্য অপমান হবে! সে অপরাধ কি মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাণী। যা হবার হ'বে, অধ্যাপক যেরূপ বল্লেন, ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান-বাটী।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকন্যা কিরূপ সতী পরীক্ষা কর্‌বো। লব্ধব্য জ্ঞানে আমায় বরমাল্য দিয়েছে। সে কথা গোপন রেখে যদি আমায় বিবাহ কর্‌তে চায়, অবশ্য রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ কর্‌তে আমি বাধ্য, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধচিত্ত নন, এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধ্যাপকের দৌহিত্রকে কেন পরীক্ষা করবেন?

বিক্রম। অধ্যাপকের আবেদন পত্রে প্রকাশ হচ্ছে, যে অধ্যাপকের সম্পূর্ণ ধারণা—তার দৌহিত্রকেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করেছেন। তাঁরও সে সন্দেহ দূর হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কুলোকেরা বল্‌তে পারে যে, কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অধ্যাপকের দৌহিত্র-পত্নীকে গ্রহণ করেছি। সে বর্ব্বর এখন কি বলে শোনা যাক্।

মন্ত্রী। ঐ আস্‌ছে।

বিক্রম। তুমি পরীক্ষা করো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)।

অধ্যা। মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি এখনই আস্‌বেন।

অধ্যা। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছেন?

মন্ত্রী। হ্যাঁ, আপনার আবেদন পত্র রাজার নিকট পাঠ করেছি। আবেদন পত্রে ব্যক্ত, আপনি প্রবাস হ'তে গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে, আপনার দৌহিত্রকে উন্মাদ অবস্থায় দেখ্‌লেন। এখন যে উন্মত্ত নয়, তার প্রমাণ?

অধ্যা। সে কথাও আবেদনে প্রকাশ করেছি, ভয়ে উন্মত্ততার ভাণ করেছিল। যদি কথা স্বরূপ না হতো, লোকসমাজে কলঙ্ক-ভার গ্রহণ ক'রে, এ সমস্ত মহারাজের নিকট প্রকাশ কর্‌তেম না।

মন্ত্রী। আপনার কলঙ্ক কিসের?

অধ্যা। কলঙ্ক নয়? আমি প্রবাসে যাবার দিন দৌহিত্রকে রাজকন্যার নিকট লয়ে যাই। প্রবাস থেকে এসে আমিই প্রকাশ কচ্ছি যে, কৌশলে আমার দৌহিত্র রাজকন্যা বিম্বাবতীর মাল্য গ্রহণ করেছে। লোকে সহজেই সন্দেহ করতে পারে, এ সমস্তই এই বৃদ্ধ লোভী অধ্যাপকের মন্ত্রণা। কিন্তু আমার কলঙ্ক হোক, উপায় নাই। আমি এ সমস্ত প্রকাশ না করলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমাদের রাজার উপর কুপিত হবেন, আমার ছাত্রীর কুলটা অপবাদ হবে, রাজকুলে কলঙ্ক থাকবে, তাই ভাবলেম কলঙ্কপশরা আমিই মস্তকে ধারণ করবো। মন্ত্রী ম'শায়, শাস্ত্র কখনো মিথ্যা নয়,—কুসন্তানকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য! এই পাষণ্ড দৌহিত্রকে বর্জ্জন না ক'রে এইরূপ জনসমাজে অপদস্থ হ'লেম।

মন্ত্রী। ভাল, এখন কিরূপে বুঝবো যে—উন্মাদ নয়।

অধ্যা। এই ক্ষণেই আপনার উপলব্ধি হবে যে—উন্মাদ নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। (জগন্নাথের প্রতি) ছাখ্ কোন ভয় নাই, রাজার নিকট স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিস্। মহারাজ অতি ধার্ম্মিক। যদি তোর কথা সত্য হয়, রাজকন্যার প্রতি কৃপা ক'রে, তোরে মার্জ্জনা করবেন, আর রাজকন্যাকেও পাবি, কিন্তু মিথ্যা বল্লে রাজকোপে দণ্ডিত হবি।

জগ। না—না, তুমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমায় বরমাল্য দিতে চেয়েছিল।

মন্ত্রী। তিনি বরমাল্য দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বরমাল্য গ্রহণ করেছিলে কি ?

জগ। হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

অধ্যা। ভয় কি, স্বরূপ বল। ঘটনাটা কি জানেন মন্ত্রীম'শায়, এ মূর্খ ভয়ে পাগল বেশে তথায় উপস্থিত হয়েছিল। মাল্য প্রদানের পর আরও ভয় হলো, তাই পলায়ন করেছিল।

মন্ত্রী। এরূপ কি ম'শায়ের নিকট ব্যক্ত করেছে ?

অধ্যা। ও মূর্খ, ও কি সমস্ত গুছিয়ে বল্‌তে পারে। আমি অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ও সমস্ত কথাতে সায় দিয়েছে।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি বোকা বামুন, সব বল্‌তে পারি নাই।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ;

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্‌!

জগ। (স্বগত) ও বাবা, এ সেই লব্ধব্যের মত।

বিক্রম। আচ্ছা, এখন তুমি বল, কি হয়েছিল ?

অধ্যা। মহারাজ, আমি নিবেদন কচ্ছি।

বিক্রম। না, ওঁর নিকট না শুন্‌লে সুবিচার হবে না, আপনি ক্ষান্ত হোন।

অধ্যা। বল্‌ না রে বল না। (স্বগত) কি বল্‌বে, তোরে দণ্ড দিলে যে রাজকুমারীর কষ্ট হবে, নচেৎ এইক্ষণেই তোরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তেম। (প্রকাশ্যে) বল্‌ তোর গলায় মালা দিলে, তারপর কি কর্‌লে ?

জগ। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কখন ?

বিক্রম। তুমি ভয়ে ছুটে পালালে ?

জগ। হ্যাঁ— হ্যাঁ, মহারাজ, হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বিক্রম। তারপর কি হলো, তারপর কোথায় গেলে?

জগ। বাড়ীতে গিয়ে শুলুম।

বিক্রম। সত্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তত্ত্ব লয়েছি, একটা সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন।

বিক্রম। এই তো মিথ্যা বল্‌চ? সিন্দুকের ভেতর লুকিয়েছিলে, আর বল্‌ছ বাড়ীতে এসে শয়ন করেছ।

জগ। সিন্দুকের ভিতরে এসে শয়ন করেছিলুম।

মন্ত্রী। শুন্‌লুম, সে সিন্দুক কুলুপ আবদ্ধ ছিল। কে বন্ধ করেছিল?

জগ। আমি করেছিলুম—আমি করেছিলুম।

বিক্রম। দেখুন ব্রাহ্মণ, কি রূপ মিথ্যাবাদী। বল্‌ছে সিন্দুকের ভেতর শয়ন ক'রে, নিজেই কুলুপ বন্দ করেছে।

অধ্যা। মহারাজ, রাজদর্শনে ওর মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাচ্ছে।

বিক্রম। না, ও মিথ্যা বল্‌ছে, স্বরূপ বৃত্তান্ত এখনই শুন্‌বেন। (উচ্চকণ্ঠে) 'লব্ধব্য'! 'লব্ধব্য' তোমায় আবদ্ধ করেছিল।

জগ। ও বাবারে—সেই 'লব্ধব্য' রে!

বিক্রম। স্বরূপ যদি না বলো, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড আদেশ হবে। আর সত্য বলো, মার্জ্জনা কর্‌বো।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহারাজ! আমি বে' কর্‌তে যাবার জন্যে সাজচি-গুজচি, লব্ধব্য সিন্দুক কাঁদে ক'রে এলো, বল্লে, সিন্দুকে ক'রে রাজকন্যা যেতে বলেছে। আমায় চুড়ো

পরিয়ে, ধড়া পরিয়ে সিন্দুকে সাঁদ করালে, তারপর কুলুপ দিয়ে হেঁসেল ঘরে রেখে পালালো।

বিক্রম। তুমি কিরূপে মুক্ত হ'লে?

জগ। তারপর খানিক রাত্রে এসে সিন্দুক খুলে দিলে, আমি বেরিয়ে এলুম, বল্লে, "আমি ভূত - আমি ভূত" তারপর সিন্দুকটা নিয়ে পালালো।

অধ্যা। মহারাজ, অতি ভীরু, তাই বাল্যাবধি হীন মস্তিষ্ক; রাজসমীপে ভয়ে কি আবল-তাবল বক্‌ছে।

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ, এইবার স্বরূপ বল্‌ছে। সমস্ত প্রমাণ এখনি পাবেন। মন্ত্রী, এঁদের দুজনকে অপর স্থানে ল'য়ে গিয়ে অধ্যাপকের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করো।

মন্ত্রী। আসুন ঠাকুর।

অধ্যা। মহারাজ যেন সুবিচার হয়। আমাদের রাজার কোন দোষ নাই। যদি মহারাজের বিচারে কুলাঙ্গার রাজকন্যার স্বামী না হয়, এর পাপের সমুচিত দণ্ড দেবেন, ব্রাহ্মণ ব'লে মার্জ্জনা করবেন না।

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, কখনই অবিচার হবে না।

[মন্ত্রী, অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রস্থান।

(প্রহরীবেশে রাজ-অমাত্যের প্রবেশ)

অমাত্য। মহারাজ, রাজা শূরধ্বজ রাজ দর্শনে আগত।

বিক্রম। সত্বর সমাদরের সহিত লয়ে এসো। (স্বগত) এইবার আর এক অভিনয়।

[অমাত্যের প্রস্থান।

(শূরধ্বজের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আসন গ্রহণ করুন্।

শূর। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আমি অপরাধী, আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণের উপযুক্ত নই?

বিক্রম। সে কি কথা বল্‌ছেন—সে কি কথা বল্‌ছেন—বিবাহের দিন স্থির কি হয়েছে?

শূর। মহারাজ, অধ্যাপক কি আপনার নিকট আসেন নাই!

বিক্রম। এসেছিলেন,—তিনি এক ভণ্ড বর্ব্বর দৌহিত্রের সহিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শূর। তবে কি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন নাই?

বিক্রম। কি বৃত্তান্ত আজ্ঞা করুন্।

শূর। আমার কন্যা বিবাহিতা।

বিক্রম। সে কি! আমার সহিত প্রতারণা!

শূর। আমি অপরাধী, কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়।

বিক্রম। তবে কিরূপ?

শূর। আমার কন্যাকে ল'য়ে এসেছি, তার নিকট শ্রবণ করুন্।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজা কি বল্‌ছেন শুন্‌ছো? আমার নিকট ঘটক প্রেরণ ক'রে, এখন বলছেন তাঁর কন্যা বিবাহিতা!

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ?

শূর। আমার কন্যা উপস্থিত আছেন—শুনুন।

বিক্রম। তিনি কি সভায় আস্‌তে প্রস্তুত?

শূর। হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[শূরধ্বজের প্রস্থান

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকুমারী সতী, নচেৎ অলক্ষিতে মালা দেবার কথা প্রকাশ কর্‌তেন না। আরও একটু দেখা যাক্। পরীক্ষা করা যাক্, উপস্থিত প্রলোভন কিরূপ পরিত্যাগ করেন!

(বিম্বাবতীকে লইয়া শূরধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

মহারাজ, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী! বোধ হয়, আমায় এঁর উপযুক্ত বিবেচনা না ক'রে, এরূপ কৌশল কচ্ছেন।

শূর। মহারাজ, আপনি ন্যায়বান, ধার্ম্মিক, রাজচক্রবর্ত্তী, সমস্ত সদ্‌গুণ-বিভূষিত, আমায় বাতুল কেন কল্পনা কচ্ছেন? মহারাজকে পরিত্যাগ ক'রে অপর পাত্রে অর্পণ কর্‌বো, কদাচ কি এরূপ সম্ভব!

বিক্রম। তবে কি? মন্ত্রী, এঁদের জিজ্ঞাসা করো।

মন্ত্রী। আপনি কি বিবাহিতা?

বিম্বা। হ্যাঁ।

বিক্রম। মন্ত্রী, জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ভাগ্যবানকে বরণ করেছেন?

বিম্বা। মহারাজ একজন অভাগা। কিন্তু তিনিই আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। তিনি কোথায়?

বিম্বা। মালা অর্পণের পর তিনি কোথায় চ'লে গেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ নেই।

বিক্রম। তাঁর নাম কি?

বিম্বা। মহারাজ, তা জানি নি। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌তেন, 'লব্ধব্য',—আবাস জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌তেন, 'লব্ধব্য',—তাঁর সকল কথাতেই 'লব্ধব্য'।

বিক্রম। তবে তাঁকে কোথায় পেলেন?

বিম্বা। মহারাজ, উমানাথের মন্দিরে পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেম, সেই খানে তাঁর দর্শন পাই।

বিক্রম। উমানাথের মন্দিরে কেন গিয়েছিলেন?

বিম্বা। সে দিন শুভদিন, শুনেছিলেম, সে দিন পূজা কর্‌লে, বাবার কৃপায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বিক্রম। কি কামনা করেছিলেন? নীরব কি নিমিত্ত? বোধ হয় কোন বাঞ্ছিত পাত্রের কামনা করেছিলেন?

মন্ত্রী। প্রকাশ করুন্, নচেৎ স্বরূপ অবস্থা কিরূপে প্রতীয়মান হবে?

শূর। বল না—বল, রাজচক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, আমি তোমার পিতা, আমার আজ্ঞা; স্বরূপ বলো, লজ্জা নাই।

বিম্বা। বাচালতা মার্জ্জনা হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের কামনা করেছিলেম।

বিক্রম। ওঃ! সেইখানেই কি অধ্যাপকের দৌহিত্রকে বিবাহ কর্‌বেন প্রতিশ্রুত হন?

বিম্বা। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। তার পর?

বিম্বা। অর্দ্ধরাত্রে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বরমাল্য ল'য়ে উপস্থিত হই। তথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অন্ধকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে 'লব্ধব্যের' গলায় মালা প্রদান করি।

বিক্রম। ওঃ—এ বিবাহ বিবাহই নয়। যখন্ আপনি শিব-মন্দিরে আমার কামনা করেছিলেন, তখন আপনি আমা-রই পত্নী।

বিম্বা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন? আপনি কি দ্বিচারি-ণীকে গ্রহণ কর্‌বেন?

বিক্রম। আপনি নারী-রত্ন, দ্বিচারিণী কি!

বিম্বা। মহারাজ ক্ষমা করুন্। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী, আর্য্য-কুলোদ্ভব মহাত্মা,—আর্য্যনারীর রীতিনীতি মহারাজের অগোচর নয়। আমি কায়মনোবাক্যে সেই 'লব্ধব্যের' পত্নী। আপনার পত্নী হ'বার নিমিত্ত ভারতে শত শত রমণী আমার ন্যায় শিব-পূজা কচ্ছে, কিন্তু মহারাজ, আমার স্বামী 'লব্ধব্য'—দেবদেব মহাদেব নির্দ্দিষ্ট করেছেন, নচেৎ তাঁর সম্মুখে 'লব্ধব্য'কে বরমাল্য প্রদান কর্‌তেম না। আমি আর্য্য-মহিলা, স্বামীর পদাশ্রিতা। স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব, সতীত্ব আমার ভূষণ, পতিসেবা আমার কার্য্য। আমি পতির ক্রীতদাসী, আমি স্বাধীনা নই,—মহারাজকে গ্রহণ কিরূপে কর্‌বো?

বিক্রম। আমি রাজা, আমি বল্‌ছি, আমায় গ্রহণে তোমার কোন দোষ হ'বে না।

বিম্বা। মহারাজ রাজা সত্য, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য নারীর নিকট। 'লব্ধব্য' আমার পতি, অপর পতিকে বরণ কর্‌তে জীবন

থাকৃতে পার্বো না। পিতা অজ্ঞাতে মহারাজকে আবাহন ক'রে এনেছেন। পিতাকে মহারাজ অপরাধী কর্বেন, সেই নিমিত্তই এই লজ্জা-সূচক বিবরণ মহারাজের নিকট ব্যক্ত কর্লেম।

বিক্রম। মহারাজ, আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন্, আমি গ্রহণ কর্বো।

শূর। মহারাজ পিতা হ'য়ে, আপনার আশ্রিত রাজা হ'য়ে, কিরূপে এই অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হবো?

বিক্রম। উঃ এত অপমান! কিরূপে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন কর্বো! মন্ত্রী, যেথায় পাও, সেই 'লব্ধব্যে'র অনুসন্ধান করো, যদি পাওয়া যায়, এই কন্যার সম্মুখে তার প্রাণবধ ক'রো, এই আমার আজ্ঞা। আমি চল্লেম, রাজাকে বোঝাও, আমার বড় অপমান হবে।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন অমত কচ্ছেন? সে বিবাহ বিবাহই নয়, আপনি মহারাজকেই কন্যা সম্প্রদান করুন্। পুরাণে শুন্তে পাই, গান্ধারী দেবীকে ছাগের সহিত বিবাহ দিয়ে, গান্ধার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছিলেন, তাতে শাস্ত্রে কোন দোষ হয় নাই।

শূর। মন্ত্রীবর, বিক্রমাদিত্য রাজার ক্রোধের আশঙ্কায়ও এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

বিদ্যা। মন্ত্রী মহাশয়, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপশালী, কিন্তু আমার তনু ত্যাগ নিবারণ কর্তে পার্বেন না। আমার সম্মতি ব্যতীত, কখনই বিবাহ হবে না।

নেপথ্যে। লব্ধব্য ধরা পড়েছে—লব্ধব্য ধরা পড়েছে!

(একদিকে 'প্রহরী' বেশধারী দুইজন অমাত্যের সহিত 'লব্ধব্য' বেশধারী বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ও অন্য দিকে অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

বিম্বা। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) এই আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

জগ। ও দাদা গেলুম—ও দাদা গেলুম, এই ব্যাটা 'লব্ধবা', আমায় আবার সিন্দুকে পূর্‌বে!

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য।

মন্ত্রী। (বিম্বাবতীর প্রতি) আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে এই নীচ ব্যক্তিকে গ্রহণ কর্‌বেন?

বিম্বা। মন্ত্রীবর, নীচ বল্‌বেন না, ইনিই আমার ইষ্টদেবতা।

মন্ত্রী। যদি না এর পরিবর্ত্তে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন, রাজ-দণ্ডে এর প্রাণদণ্ড হবে।

বিম্বা। রাজা যদি অন্যায় করেন, আর্য্যমহিলা কদাচ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কর্‌বে না। রাজার উপর অধিকার নাই। যদি বিনা অপরাধে এঁর প্রাণদণ্ড হয়, আমি সহগমন কর্‌বো।

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য, আমি মর্‌তে পার্‌বো না গো! তুমি যে বর চেয়েছিলে বিক্রমাদিত্য পতি হোক্, মহাদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে মাথা থেকে ফুল দিয়েছিলেন। সেই যে আমি তথাস্তু বল্লুম।

শূর। হে উমানাথ, আমার অদৃষ্টে এই ছিল, বর দিয়ে বিমুখ হ'লে!

অধ্যা। মহারাজ স্থির হোন্, উমানাথের বর বিফল নয়। মন্ত্রী মহাশয়, এ লব্ধব্যের পরিচয় আমি পেয়েছি।

বিক্রম। ওগো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করো না।

বিম্বা। স্বামী, ইষ্টদেব, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন? প্রভু, জীবনে-মরণে আমি আপনার আশ্রিতা, আমায় কেন পায়ে ঠেল্‌ছেন? আমি যে শ্রীচরণে আত্ম বিক্রয় করেছি!

মন্ত্রী। ভণ্ড, তুই যাদুকর; তুই এই রাজকন্যাকে যাদু করেছিস্‌' এই ব্রাহ্মণ কুমারকে যাদু করেছিস্, রাজকুলে কলঙ্ক দিয়েছিস্।

জগ। হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়—হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়, বেটা বড় পাজী!

অধ্যা। চুপ বর্ব্বর।

মন্ত্রী। শোন্ দুরাচার, তোর এখনই প্রাণদণ্ড হবে। যদি জীবনের আশা করিস্, রাজকুমারীকে যাদু মুক্ত কর। তোর যাদু প্রভাবে ইনি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ ক'রে তোরে গ্রহণ কচ্ছেন।

বিক্রম। হ্যাঁ গা, তুমি বিক্রমাদিত্যকে চাও না?

বিম্বা। কেন এরূপ দুর্নীত বাণী বল্‌ছেন! আপনি যে হোন্, আপনার কথায় বুঝেছি, আপনি শিবভক্ত। হ'তে পারেন আপনি পাগল, কিন্তু পাগল ভোলার পাগল! পাগল ভোলা তাঁর পদাশ্রিত গৌরীকে পদে স্থান দিয়েছেন, আপনি কেন আমার প্রতি কঠোর বাণী বল্‌ছেন? স্বামী হ'য়ে যদি এরূপ আজ্ঞা করেন, দেবদেব মহাদেবের অমর্য্যাদা হবে, শিবরাণীর অমর্য্যাদা হবে, সতীর অমর্য্যাদা হবে, আমায় পায়ে রাখুন!

বিক্রম। কেন গো তুমি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ কচ্ছ?

বিম্বা। বার বার কেন এমন নিষ্ঠুর বাক্য বল্‌ছেন, বার বার কেন হৃদয়ে শেলাঘাত কচ্ছেন, বার বার কেন নিজ পত্নীকে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছেন! আপনি আমায় ত্যাগ করেন করুন্‌, কিন্তু আপনি আমার ত্যজ্য নন্‌, জীবনে-মরণে ত্যজ্য নন্‌, আমার ইষ্টদেবতা! আমি ইষ্টদেবতার ধ্যানে, ইষ্টদেবতার পদ স্মরণ ক'রে, ছার দেহ বিসর্জ্জন দেবো, কদাচ কলঙ্কিত হবো না।

মন্ত্রী। দুরাচার, এ সমস্তই তোর যাদু-প্রভাব;—এখনি রাজ-কন্যাকে যাদু মুক্ত কর।

বিক্রম। আমি কি কর্‌বো? এ যে বিক্রমাদিত্যকে চায় না। কেমন গা, না?

মন্ত্রী। এখনও ছলনা! (অসি নিষ্কাসন)

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রী মহাশয়, অগ্রে আমার শিরশ্ছেদ করুন্‌।

মন্ত্রী। কুমারী, আপনি কি ভ্রমে পতিত? রাজচক্রবর্ত্তী বিক্র-মাদিত্যকে পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভারতের ঐশ্বর্য্য পরি-ত্যাগ কচ্ছেন! ভাল তাই যেন কর্‌লেন, সম্মুখে স্বামীর প্রাণবধ, সতী হ'য়ে কিরূপে দেখছেন?

বিম্বা। মহাশয়, সতী-রাণী মা জানকী আমার আদর্শ। স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখে সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। অন্যায় করেন, আমি অবলা, আমার উপায় নাই, কিন্তু পতির অনুসরণ করা আমার সাধ্য। সতীর কর্ত্তব্য সতী জানে,

সে কর্ত্তব্যের উপদেশ আপনি দেবেন না। আমার নিকট বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, ভারতবর্ষ তুচ্ছ! যে চরণ সর্ব্বস্ব করেছি, সেই আমার সর্ব্বস্ব; মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আমি তৃণ জ্ঞান করি।

বিক্রম। (বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া) তবে মহারাজ শূরধ্বজ, আমার অপরাধ নেই, আপনার কন্যা আমায় গ্রহণ কর্‌বেন না, আমি উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করি।

সকলে। জয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিম্বা। (স্বগত) বাবা উমানাথ, তোমার বিচিত্র লীলা!

বিক্রম (বিম্বাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বরী, শিব-বর বিফল নয়। তোমার সতীত্ব-প্রভাবে, আমি মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে সঞ্জীবিত করেছি! বিধাতা-দত্ত 'লব্ধব্য' শ্লোক বিস্মৃত হ'য়ে, সেই শ্লোক পূরণ আশায় দেশে-দেশে ভ্রমণ কর্‌তেম। সে শ্লোক তোমা দ্বারা পূরণ হয়েছে! আদ্যোপান্ত বিবরণ তোমার নিকট বল্‌বো। জেনো, ব্রাহ্মণীর নিকট তুমি আমায় ঋণে মুক্ত করেছ, জেনো সেই ঋণে আমি তোমার নিকট ঋণী! 'লব্ধব্য' রূপে তোমার নিকট থাক্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবো, জীবন থাক্‌তে বিচ্ছেদ হবে না। মুখ তুলে চাও, 'লব্ধব্যের' মুখের পানে চাইতে দোষ নাই।

শূর। আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! রাজরাজেশ্বর বিক্রমাদিত্য আমার জামাতা। ওরে কে আছিস্, নগরে উৎসব কর্‌তে বল। ভাণ্ডার-শূন্য কর্‌বো, নগরে দরিদ্র রাখ্‌বো না!

হুলু-ধ্বনি দে, শঙ্খধ্বনি কর! রাজ্ঞী—রাজ্ঞা, বিক্রমাদিত্য জামাতা—বিক্রমাদিত্য জামাতা!

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

(গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, বিষ্ণুপদ ও সুমতির প্রবেশ)

গঙ্গা। মহারাজ, আমরা পুত্র-পুত্রবধূকে ল'য়ে দম্পতীমিলন দেখ্‌তে এসেছি। মহারাজ জানেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজরাজেশ্বর, ব্রাহ্মণের অকপট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন্‌। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা রাজরাণী, তুমি শক্তিরূপিনী—রাজশক্তি—তোমার শক্তিপ্রভাবে প্রজাপুঞ্জ পালিত হ'য়ে যেন প্রতি গৃহ আনন্দ পূর্ণ হয়, যেন আর্য্যরাজ-যশোজ্যোতি শরচ্চন্দ্রের ভাতির ন্যায় ভুবনে বিভাসিত হয়।

গঙ্গা-পত্নী। মা রাজরাণী, পতির আদরিণী হও, পতিভক্তি তোমার হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকুক;—এর অধিক আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

বিষ্ণু। মহারাজ, মা রাজলক্ষ্মী, তোমরা এই ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছ, এ জীবন রাজকল্যাণে চির সমর্পিত। ব্রহ্মণ্য-দেব আমার সহায় হ'য়ে, তোমাদের চিরকল্যাণ সাধন করুন্‌!

সুমতি। মহারাজ, আমার এই সিন্দুরের কৌটা এনেছি। তোমাদের মহিমায় মৃত পতি ফিরে পেয়েছি। আমার ললাটের সিন্দুর যেমন উজ্জ্বল করেছ, মার কপালে এই সিন্দুর

পরাও, দাক্ষায়ণী সতী-রাণীর কৃপায়, যেন এই সিন্দুর ঊষার ন্যায়, মার ললাটে দীপ্তিমান হয়। মা জান না, আমার কুমতিতে অঙ্কিত ব্যাঘ্র, সজীব হ'য়ে আমার পতিকে আক্রমণ করেছিল;—সেই মূর্চ্ছিত পতি, তোমাদের মহিমায় ফিরে পেয়েছি।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

বিক্রম। প্রিয়ে, আজ আমরা অমূল্য যৌতুক লাভ করেছি। ব্রাহ্মণ সপরিবারে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আমাদের মস্তকে মুকুট অপেক্ষা এ আশীর্ব্বাদ শোভাময়। ব্রাহ্মণ-পরিবার জয়-ধ্বনি করেছেন, ভারতে জয়ধ্বনি নিশ্চয় উত্থিত হবে।

বিদ্যা। মহারাজ জানেন, আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের চির-সেবিকা।

অধ্যা। মা, এ তোমারই উপযুক্ত কথা, আমার বিদ্যাদান সার্থক।

জগ। (স্বগত) তাই মালা দেবে পণ করেছিল, আমি ভেবে ছিলেম আমার রসিকতায় ভুলে প্রেমে পড়েছে।

অধ্যা। বর্ব্বর, ব্রাহ্মণ-কুলাধম, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। শৃগাল হ'য়ে সিংহের দ্রব্য প্রয়াস করেছিলি!

জগ। (বিদ্যাবতীর প্রতি) মা, এই কাণ মল্‌ছি, নাক মল্‌ছি। (অধ্যাপকের প্রতি) দাদা আমার খুব আক্কেল হয়েছে।

বিক্রম। হে অধ্যাপক, আপনি কলঙ্কের ভয় করেছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, আপনি যথার্থ সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ,—নিজ কলঙ্ক উপেক্ষা ক'রে; সত্য প্রচার কর্‌বার

প্রয়াস পেয়েছেন ; আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ।

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, বিম্বাবতী আমার ছাত্রী নয়—কন্যা। এ সংবাদ ব্রাহ্মণীকে না দিয়ে একা কত আনন্দ কর্ব্বো! মহারাজের জয় হোক্!

বিক্রম। মন্ত্রিবর, ব্রাহ্মণ-সেবায় তুমি সম্পূর্ণ পটু। এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ-পরিবারের পরিচর্য্যার ভার তোমায় আর অধিক কি দেব,—মনে রেখো এঁদের কৃপায় আমি রাজকর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয়েছি।

মন্ত্রী। আসুন, আমরা যাই, রাজদম্পতী বিশ্রাম করুন্। (রাজ-দম্পতীর প্রতি) মহারাজ, মহারাজ্ঞী,—আদেশমত বাচালতা-অভিনয় করেছি, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। মা, আমি আপনার বাচাল সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ)

১মা সখী। কি লো, লব্ধব্য ভাল—না বিক্রমাদিত্য ভাল?

২য়া সখী। কি লো—কি লো, বিক্রমাদিত্যের নাম শুনে তুল্‌তিস্ নি, বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখাতে গেলেম, ফিরে চাইলি নি, এখন যে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে বাসর ক'রে বায়ে দাঁড়িয়েছিস্? রাজাকে আমরা নেব, তুই এই 'লব্ধব্যের' ঢোল নিয়ে শুগে যা।

১মা সখী। মহারাজ, রোজ এই ঢোলটী ফুল দিয়ে সাজিয়ে, কোলে ক'রে নিয়ে শুতেন। উনি এই ঢোল নেন, আপনাকে আমরা নিয়ে বাসর করি।

বিক্রম। আমি তো তোমাদেরই, তোমাদের নিয়ে বাসর করবো ব'লেই তো এসেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারের বাসরে ব্রাহ্মণহত্যা দেখেছিলেম, তোমাদের আশ্রয়ে এই সাধের বাসরে আমার সেই মহাপাপ মোচন হলো। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

১মা সখী। মহারাজ, 'লব্ধব্য' রাজাকে বিশ্বাস কি বলুন? রাজকুমারীকে ফেলে পালান, তা আমরা কোন ছার!

২য়া সখী। আবার পালাবে কোথা লো? ধরা পড়েছে, বেঁধে রাখবো।

বিক্রম। আমি ত বাঁধা দিয়েছি, আর বাঁধবে কেন!

সখিগণের গীত।

পাগ্‌লি পেয়েছে পাগলে।
পূজে পাগলা হয়ে দেছে মালা, পাগলী পাগলের গলে॥
পাগ্‌লী-পাগল যুগলমিলন, এ কেমন পাগল করে মন,
সাম্‌লে থাকিস্, দেখিস্ রাখিস্, প্রহরী নয়ন;
কত ছল জানে পাগল, পাগলী নে না যায় চ'লে॥

যবনিকা
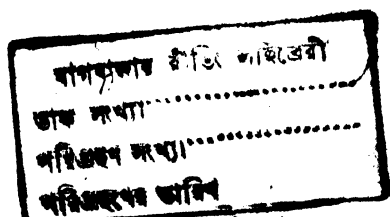
কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত
থিয়েটারে অভিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক

১। পাণ্ডব-গৌরব।

দণ্ডিপর্ব্ব সংক্রান্ত পৌরাণিক নাটক। বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ হৃদয়োন্মত্তকারী নাটক অতি অল্পই আছে। অভিনয় দর্শনে "পলাশীর যুদ্ধ" "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি প্রণেতা মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বলেন,—"অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত শ্রবণে আমরা (সস্ত্রীক) কেবল কাঁদিয়াছি। গিরিশের আমরা গোলাম হইয়া রহিলাম।" মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। ম্যাক্‌বেথ।

মহাকবি সেক্‌সপীয়র প্রণীত যতগুলি নাটক আছে, তন্মধ্যে "ম্যাক্‌বেথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গিরিশবাবু এই মহা-নাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত দেশের খ্যাতনামা মহোদয়গণ তাঁহার অপূর্ব্ব অনুবাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। অবিকল অথচ সরল ও সুমধুর অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়া কলেজের ছাত্রগণের তাই আজ এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ! যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অল্পশিক্ষিত অথচ মহাকবি সেক্‌সপীয়ারের অতুলনীয় কাব্যপাঠে উৎসুক, তাঁহাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

অভিনয় দর্শনে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, রেভিনিউ বোর্ডের সুযোগ্য মেম্বর সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় একযোগে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ—"সেক্‌সপীয়রের অননুকরনীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্তু গিরিশবাবু অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। স্থানাস্থলে তাঁহার অনুবাদ মূল বলিয়াই ভ্রম হয়। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। দেলদার।

বিশুদ্ধ প্রেমের জ্বলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দীপ্তিমান। তবে বুঝিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে। কলিকাতা "মিণ্টের" দাওয়ান পণ্ডিত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর "ইণ্ডিয়ান-মিরারে" দেলদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ ;—

"পবিত্র প্রেম লইয়াই এই গীতিনাট্যখানি বিরচিত হইয়াছে কিন্তু আধুনিক রঙ্গালয়ের উপযোগী করিবার জন্য ইহাতে স্থূল উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ বাহ্যিক আমোদের প্রচুর প্রলোভন না থাকিলে,যে দার্শনিক তত্ত্বের সমাদর করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। সাধারণকে আমোদিত করিবার জন্য যদিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা তরল করা হইয়াছে, তথাপি ইহার বর্ণনাভঙ্গীটি সম্পূর্ণ কাম-গন্ধহীন। এমন গুরুতর বিষয় অর্থাৎ অকপট প্রেমের নিঃস্বার্থ ভাবটীকে এমন আমোদজনক ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশিত করিতে আর কখনও দেখি নাই।" মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৪। নন্দদুলাল।

জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ও কৃষ্ণকালী,—হিন্দু নর-নারীর চির আদরের, চির সাধের, এই তিনটী বিষয় লইয়া, এই গীতি-নাট্যখানি লিখিত হইয়াছে। বাৎসল্য, প্রেম ও ভক্তি এই মধুর রসের ত্রিধারায় গ্রন্থখানি প্রাণোন্মাদকারী হইয়া উঠিয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৫। মনের মতন।

এই অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ মিলনান্ত নাটক পাঠে, অপ্রেমিক প্রেমিক হইবেন। যুবকের ডেক্সে ও যুবতীর বাক্সে ইহা যত্নে রাখিবার ধন। বর্দ্ধমান হইতে প্রেরিত কোনও প্রতিভাশালী রসিকচূড়ামণি (সমালোচক নাম প্রকাশ করেন নাই) এই নাটকের